Contents

সপ্তম বর্ষ

ষষ্ঠ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

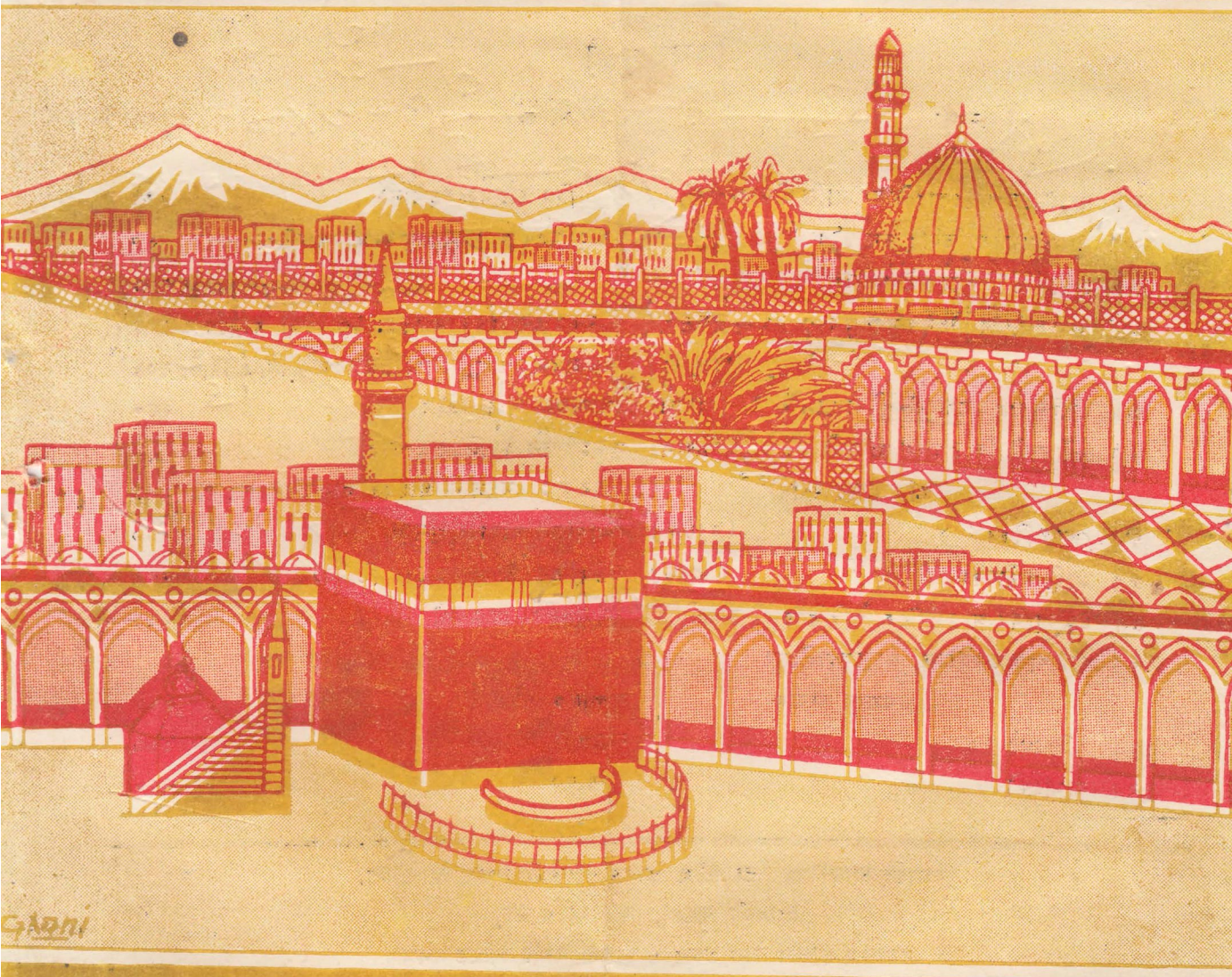

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।।০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬।।০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

৭ম বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ বাং ——— মে-জুন ১৯৫৭ ইং

বিষয়সূচী

	বিষয়বস্তু		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের প্রাপ্তি স্বীকার		মুনতাহির আহমদ রহমানী	২২১
২।	ছুরত-আলফাতিহার তফ্‌ছীর		মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্ কাফী আল্‌কোরায়শী	২২৩
৩।	হাদীছ ও ফিক্‌হের বৈপরীত্য		... ...	২২৯
৪।	আল্‌ইছ্‌লাম বনাম কম্যুনিজম	(অনুল)	ভাষণ : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী	
		(বক্তৃতা)	অনুলিখন : মোহাঃ আবদুর রহমান বি,এ, বি,টি,	২৩৪
৫।	যেদিন শুরু হ'লো এই জীবনের	(কবিতা)	খোন্দকার আবদুররহীম	২৪০
৬।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী	(ইতিহাস)	মূল : স্যর উইলিয়ম হাণ্টার	
	প্রতিপক্ষের যবানী		অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী, মেছাবোণা	২৪১
৭।	স্পেন বিজয়	(নাটক)	মোহাম্মদ আজাদুয্‌যামান	২৪৯
৮।	নারী স্বাধীনতা	(প্রবন্ধ)	ডক্টর এম, আবদুলকাদের ডি লিট	২৫৫
৯।	ইছ্‌লামের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি	(রাজনীতি)	ফয্‌লুলহক সেলবর্ষী	২৬১
১০।	পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের প্রচার সংবাদ		সম্পাদক	২৬৭
১১।	কষ্টিপাথর		নক্কাদ	২৬৯
১২।	সাময়িকী		সম্পাদক	২৭০

আল্-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

TO LET

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার

(১৯৫৬)

যিলা রাজশাহী

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত :—

২৩১। মোহাম্মদ কছিমুদ্দিন প্রামাণিক সাং বড় বেহানালী পোঃ বাগমারা, যাকাত ১০৲ ২৩২। হাজী মোঃ ফালাহুদ্দিন মোল্লা সাং কৃষ্ণপুর পোঃ তানোর, এককালীন ৮০৲ ২৩৩। মোঃ আব্বাছ আলী মোল্লা সাং গুনিয়া ডাঙ্গা পোঃ বাগমারা যাকাত ৫৲ ফেতরা ৫৲ ২৩৪। মোঃ সামছুররহমান সাং মহারাজপুর পোঃ জোয়ারী কুরবানী ৫৷৷০ ২৩৫। মোঃ খলিলুর রহমান সাঃ নামোরাজারামপুর পোঃ রাজারামপুর কুরবানী ৫৲ ২৩৬। মোঃ তমিজুদ্দিন সাং নামোরাজারামপুর পোঃ রাজারামপুর কুরবানী ৫৲ ২৩৭। মোঃ ছাবের আলী মৃধা সাং সাঁকোয়া পোঃ হাটরা, কুরবানী ১১।০ ২৩৮। মোহাম্মদ আলীহোছাইন সাং পাহাড়পুর পোঃ বান্দাইখাড়া কুরবানী ১৮৲ ২৩৯। আবদুর রহমান মিয়াঁ সাং বাঁইগাছা পোঃ হাট মাধনগর কুরবানী ৩৲ ২৪০। মোঃ হাফেজ উদ্দীন ক্লার্ক রাজশাহী ডি, বি, অফিস কুরবানী ২/ ২৪১। মোঃ কছিমউদ্দীন প্রামানিক সাং বড়বিহানালী পোঃ বাগমারা কুরবানী ৭৲ ২৪২। আজমতুল্লাহ সরদার সাং মশিন্দা চরপাড়া পোঃ চাচকৈর কুরবানী ১০৸০ ২৪৩। মোঃ রহিম উদ্দিন সাং মশিন্দা চরপাড়া পোঃ কাছিকাটা কুরবানী ৮৲ ২৪৪। মওলানা আব্বাছ আলী সাং হাঁসমারী পোঃ কাছিকাটা কুরবানী ৭৲ ২৪৫। আবু আছাদ মোঃ সাঈদ সাহেব সাং পরানপুর পোঃ মানদা কুরবানী ১০৲ ২৪৬। আবদুল আলী হাঁসমারী কুরবানী ৯৲ ২৪৭। মোঃ আবুল হাশেম হাঁসমারী কুরবানী ৫৲।

আদায় মারফৎ মওলানা তাবারাকুল্লাহ, দস্তানাবাদ

২৪৮। হাজী এবাদুল্লাহ সাং সেনভাগ যাকাত ১০৲ ২৪৯। মোঃ কফিলউদ্দীন মৃধা যাকাত ৫৲ ২৫০। বিভিন্ন গ্রাম হইতে বিভিন্ন উপায়ে মোট আদায় এককালীন ২০৲ ২৫১। বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন রকম আদায় এককালীন ৩০৲ ২৫২। আদায়কৃত টাকার মধ্যে কুরবানী ১০৲।

আদায় মারফত মওলবী জজিস ছাহেব

২৫৩। মোঃ জাফর উদ্দীন সাং পোঃ কাজলা যাকাত ১৲ ২৫৪। ডাঃ মোঃ জাহানবক্স সাং কুমারপাড়া পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ২৫৲ ২৫৫। মোঃ হবিবুর রহমান মিয়া সাং রাণীবাজার পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ১০৲ ২৫৬। মুন্সী মোঃ এজহারুল হক সাং রাণীনগর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ১০৲ ২৫৭। মোঃ ওয়ায়েজ নবী সরকার সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ কাজলা যাকাত ১০৲ ৩৫৮। শেখ মোঃ খলিলুর রহমান সাং রাণীবাজার পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৫৲ ২৫৯। মোঃ ইমান আলী শাহ সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ২৲ ২৬০। মোঃ পাতাশ শাহ সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ১৲ ২৬১। জেকের মোহাম্মদ মোল্লা সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা এককালীন ।০ ২৬২। মোঃ চৈনুদ্দিন শাহ সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ৷৷০ ২৬৩। শেখ মোঃ নছিমউদ্দিন সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা এককালীন ৷৷০ ২৬৪। মোঃ খবির উদ্দিন শাহ সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ২৲ ২৬৫। মোঃ আতাউর রহমান সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা এককালীন ৷৷০ ২৬৬। মোঃ বয়নুদ্দিন শাহ সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ১৲ ২৬৭। মোঃ আলীমুদ্দিন মণ্ডল সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ১৲ ২৬৮। হাজী মফিজ উদ্দিন মিয়া সাং স্বঁপুরা পোঃ কাজলা এককালীন ।০ ২৬৯। মোঃ এরাজ উদ্দিন সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা ফেৎরা ।০।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২৭০। মোঃ আসগর আলী শাহ সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ১৲ ২৭১। মোঃ রহমতুল্লাহ শাহ সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা যাকাত ২৲ ২৭২। মোঃ হবিবর রহমান সরকার সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা ফিৎরা ৫৲ ২৭৩। মোঃ রহমতুল্লাহ শাহ সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা নিজ জমাআত হইতে ফিৎরা ৪৲ ২৭৪। মোঃ আবদুল মজিদ মিয়া সাং রাণীনগর পোঃ কাজলা ফিৎরা ৫৲ ২৭৫। মোঃ মেহের আলী মণ্ডল সাং ধুপাঘাটা পোঃ ধুপাঘাটা ফিৎরা ২৲ ২৭৬। মোঃ ইউছুফ মণ্ডল সাং ধুলাঘাটা পোঃ ধুপাঘাট। ফিৎরা ২৲ ২৭৭। মোঃ ওয়াহেদ বক্স সাং ধোপাঘাটা পোঃ ধোপাঘাটা ফিৎরা ৫৲ ২৭৮। হাজী মোঃ ইউশা মিয়া সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ৪৬৲ ২৭৯। হাজী মোঃ ইউনুছ মিয়াঁ সাং রামচন্দ্রপুর পোঃ ঘোড়ামারা যাকাত ১৮৲ ২৮০। মোঃ আবদুল মণ্ডল c/o ফজলুর রহমান সাং ও পোঃ কাজলা ফিৎরা ১০৲। ২৮১। মোঃ আঃ খালেক মিয়া সাং নওদা পাড়া পোঃ স্বপুরা যাকাত ৩৲।

আদায় মারফৎ মওলানা মোহাম্মদ হোছাইন, চাপাই নবাবগঞ্জ রাজশাহী

২৮২। বিভিন্ন রকমের আদায় মোট ৯৮৷৶০।

(মহিমাগঞ্জ রংপুর)

আদায় মারফত মওলবী আবদুল জব্বার

২৯৩। গোলাম ওয়াহেদ মণ্ডল সাং বাজিতপুর পোঃ কোচাসহর কুরবানী ৮৲ ২৮৪। খয়ের মামুদ মণ্ডল সাং ও পোঃ ধরমপুর কুরবানী ১৲ ২৮৫। খয়ের উদ্দিন মণ্ডল সাং ছয়ঘরিয়া কুরবানী ২৲ ২৮৬। জহিরউদ্দিন প্রধান সাং বোচাদহ পোঃ মহিমাগঞ্জ কুরবানী ৩৲ ২৮৭। মোঃ ইমামউদ্দিন আকন্দ মহিমাগঞ্জ যাকাত ১০৲ ২৮৮। আবদুল জব্বার সরকার সাং বালুয়া পোঃ মহিমাগঞ্জ যাকাত ২৷৷০ ২৮৯। মোঃ আবদুর রহমান সাং পুনতাইর মধ্যপাড়া পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৬৲ ২৯০। মোঃ জোনাব আলী সাং বামন হাজরা পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৭৲ ২৯১। মোঃ আবদুল মালিক আকন্দ সাং বালুয়া পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ২৮৲ ২৯২। মোঃ আবদুল মালেক সরকার সাং চরপুনতাইর পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ২৯৩। সাহেবুল্লা সরকার সাং সিংজানী পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৭৲ ২৯৪। মোঃ ইয়াকুব আলী শাহ ফকির সাং জীবনপুর পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ২৫৲ ২৯৬। গোলাম ওয়াহেদ মণ্ডল সাং বাজিতপুর পোঃ কোচাসহর ফিৎরা ৩০৲ ২৯৭। শরফুদ্দিন সরকার সাং ফুলবাড়ী পোঃ গোবিন্দগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ২৯৮। শামসুদ্দিন মিয়া সাং ফুলবাড়ী পোঃ গোবিন্দগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ২৯৯। আবুল কাছেম সাং ফুলবাড়ী পোঃ গোবিন্দগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৩০০। আফাজুদ্দিন গাছু সাং রঘুনাথপুর পোঃ গোবিন্দগঞ্জ ফিৎরা ২৲ ৩০১। মোঃ রমজান আলী শাহ সাং চকমাকড়া পোঃ কাজলা ফিৎরা ৩৶০ ৩০২। মোঃ শামছুল হক সাং রাখালবুরুজ পোঃ কাজলা ফিৎরা ২৲ ৩০৩। বাবু স্বর্ণকার সাং মহিমাগঞ্জ যাকাত ৫৲ ৩০৪। মোঃ হাছান আলী সাং শক্তিপুর পোঃ কোচাসহর ফিৎরা ১০৲ ৩০৫। আবদুল জব্বার মুন্সী সাং বোচাদহ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ২৲ ৩০৬। আইন উদ্দিন মুন্সী সাং বনগ্রাম পোঃ কোচা সহর ফিৎরা ২৲ ৩০৭। জহুর উদ্দিন প্রধান সাং বোচাদহ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৩০৮। হাকিমোল্লা আকন্দ সাং কুমিরাডাঙ্গা পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৩০৯। আবদুল আযীয প্রধান সাং গোপালপুর পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৩১০। মোঃ শাফায়তুল্লাহ সাং শাখাহাটীবালুয়া পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৩১১। বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন রকম মোট আদায় ১০০৲ ৩১২। মোঃ আবদুল জব্বার ছাহেবের অবশিষ্ট আদায় ১৫৶০

মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত ঃ

৩১৩। মোঃ খেতাবউদ্দিন বাসুনিয়া সাং খামার মনিরাম পোঃ বামনডাঙ্গা যাকাত ১০৲ (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও ছুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক

আহ্লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

সপ্তম বর্ষ	মে, ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ ; শওওয়াল ১৩৭৬ হিঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ বংগাব্দ	৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(পূর্বানুবৃত্তি)

৪৫

ছূরত-আন্নিছার সুপ্রসিদ্ধ আয়তে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিঘোষিত হইয়াছে—

و لو انهم فعلوا مايوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ومن يطع الله والرسول، فاولائك مع الذين انعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولائك رفيقا ـ

পৃথিবীর মানব সমাজকে যে বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হইতেছে, যদি তাহারা উহা মান্য করিত তাহাহইলে তাহাদের মঙ্গল এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার কারণ হইত। অধিকন্তু আমরা আমাদের নিকট হইতে তাহাদিগকে বিরাট পুরস্কারে বিভূষিত করিতাম এবং তাহাদিগকে 'ছিরাতে মুছতকীমে' পরিচালিত করিতাম। এবং যাহারা আল্লাহ্ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রছুল হয্রত মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) অনুগত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহারাই, যাহাদিগকে আল্লাহ অনুগৃহীত করিয়াছেন, অর্থাৎ নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং সৎব্যক্তিগণের সাহচর্যের অধিকারী হইবে এবং ইহারাই অতি উত্তম সহচর—৬৬—৬৯ আয়ত।

www.ahlehadeethbd.org

উপরিউক্ত আয়তগুলির 'ছিরাতে মুছ্তকীম—অর্থাৎ সরল, সঠিক ও সুদৃঢ় পথ এবং 'মুন্অম আলায়হিম' অর্থাৎ অনুগ্রহভাজনদলের যে সুস্পষ্ট ও সুন্দর ব্যাখ্যা রহিয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর বিশদ ও মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা কল্পনা করা সম্ভবপর নয়। ছূরত-আল্ফাতিহায় 'ছিরাতে-মুছ্তকীমে'র হিদায়ত' প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে আর ছিরাতে-মুছ্তকীমে'র হিদায়ত কি উপায়ে অর্জন করা সম্ভবপর, আন্নিছার আলোচ্য আয়তে তাহার সন্ধান রহিয়াছে। আয়তে বলা হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) মানব সমাজকে তাহাদের অধ্যাত্ম, ও সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যেসকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তিনি যে দৃষ্টিভংগী, রুচি ও জীবনপথের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, যাহারা সেগুলি মানিয়া লইবে এবং তদনুসারে তাহাদের জীবনের গতি-পথ নির্ধারিত করিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে 'ছিরাতে-মুছ্তকীমে' পরিচালিত করিবেন। যাহারা আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) এক নায়কত্বে আস্থাশীল থাকিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুসরণ করিয়া চলে, তাহারাই 'ইন্আম প্রাপ্ত' দলের সাহচর্যের গৌরব অর্জন করিবে বলিয়া শেষের আয়তে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং 'অনুগ্রহভাজন' অর্থাৎ 'ইন্আমপ্রাপ্ত' দলগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

প্রথমশ্রেণী :	নবীগণ।
দ্বিতীয় শ্রেণী :	ছিদ্দীকগণ।
তৃতীয় শ্রেণী :	শহীদগণ।
চতুর্থ শ্রেণী :	সাধুসজ্জনগণ।

ফলকথা, রছুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য ও অনুসরণ প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর আনুগত্যেরই নামান্তর। কোরআনে জলন্তভাষায় স্বীকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি রছুলুল্লাহর (দঃ) আনুগত্য স্বীকার করিল, সে আল্লাহরই অনুগত হইল— من يطع الرسول فقد اطاع الله ! আন্নিছা, ৮০ আয়ত। সুতরাং একমাত্র হযরত মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) আনুগত্য ও বশ্যতা দ্বারাই মানুষ 'ছিরাতে-মুছ্তকীমে'র রাজপথে অধিষ্ঠিত হইতে এবং আল্লাহর কৃপাপ্রাপ্ত দলসমূহের অর্থাৎ নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সাধু ব্যক্তিগণের সাহচর্যের গৌরব লাভ করিবে। এক্ষণে উল্লিখিত দল চতুষ্টয়ের পরিচয় এবং তাহাদের 'সাহচর্যের' তাৎপর্য হৃদয়ংগম করা কর্তব্য।

و الله سبحانه و تعالى هوالموفق و المعين و به نستعين -

নবী কাহাকে বলে?

এ সম্পর্কে ইমাম ইবনেহযম উন্দুলুছী তাঁহার আল্ফছল নামক গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে ৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ৯০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এবং হুজ্জাতুল ইছলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ তদীয় হুজ্জাতুল্লাহিল্বালেগা গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠা হইতে ৮৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ইমাম গযযালী ও ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীও তাঁহাদের বিভিন্ন পুস্তকে 'নবুওত' ও 'নবীর' বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই সকল আলোচনা ও ব্যাখ্যা এত সুদীর্ঘ এবং সাধারণস্তরের বিদ্বানগণের পক্ষে জটিল যে, এগুলির অবতারণা না করিয়া শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী তাঁহার তফছীরে 'নবী' সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত এবং অনেকটা সর্বাংগসুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাই আমি নিম্নে সংকলিত করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,

মানুষ মোটামুটি ভাবে দ্বিবিধ শক্তির অধিকারী, যথা প্রজ্ঞাশক্তি ও কর্মশক্তি। প্রজ্ঞাশক্তির সাহায্যে বস্তুত প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায় আর কর্মশক্তি দ্বারা মানুষের সৎঅসৎ কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নবীও একজন মানুষ, তাঁহার মধ্যেও এই দ্বিবিধ শক্তি বিদ্যমান থাকে অপরাপর মানুষের প্রজ্ঞা ও কর্মশক্তির বিকাশ পিতা, মাতা, শিক্ষক ও অন্যান্য মানুষের শিক্ষা ও সহায়তা সাপেক্ষ। কিন্তু নবীগণের প্রজ্ঞাশক্তি ও কর্মদক্ষতা অন্য কোন ব্যক্তির শিক্ষা ও সহায়তা সাপেক্ষ নয়। স্বয়ং আল্লাহ স্বীয় তর্বীয়ত ও ট্রেনিং দ্বারা নবীর প্রজ্ঞাশক্তি ও কর্মদক্ষতাকে নিখুঁৎ ও পূর্ণাংগ করিয়াছেন। পবিত্র জ্যোতির (নুরুল কুদ্ছ) বিচ্ছুরিত কিরণ সম্পাতে তাঁহার মন ও মস্তিস্ক এরূপ ভাবে সমুজ্জল হইয়া উঠে যে, তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় কোন রূপ ভ্রান্তি, বিভ্রম বা সন্দেহের অবকাশ থাকিতে

Contents

পারেনা। নবীর কর্মশক্তিতে আল্লাহ এরূপ স্থৈর্য প্রদান করেন যে, অতিসহজে ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ভাবে সমুদয় উৎকৃষ্ট কার্য তাঁহাদ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে এবং অসৎ ও অন্যায় কার্যের প্রতি তাঁহার মধ্যে এরূপ বিতৃষ্ণা স্বাভাবিক ভাবে সঞ্চারিত হয় যে, দোষ, ত্রুটি, ভ্রান্তি ও অপরাধের ছায়া তাঁহাদের আচ্ছন্ন করিতে পারেনা। নবী-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যকে 'মহফুয' ও 'মাছুম' বলা হয়। (নবী ছাড়া কোন মানুষের পক্ষেই এই অবস্থার অধিকারী হওয়া সম্ভাব্য নয়।) নবীর দৈহিক কর্মশক্তি যখন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয় আর তাঁহার মানস শক্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন অন্যান্য মানবসন্তানকে সংশোধিত ও সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাঁহাকে নবীরূপে উত্থিত করিয়া থাকেন এবং তাঁহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁহাকে অলৌকিক ক্ষমতা (মু'জেযা) দ্বারা শক্তিমান করিয়া তোলেন, আল্লাহ্ নবীকে যে সকল অলৌকিক শক্তি দান করেন, সেগুলি সচরাচর দ্বিবিধ—প্রথম, বাক্যের অলৌকিকতা অর্থাৎ নবীকেএরূপ অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাষাসম্পদের অধিকারী করা হয়, যাহার অনুকরণ ও অনুসরণ সাধারণ মানুষের পক্ষে, তা তিনি যত বড়ই কবি, বাগ্মী ও সাহিত্যিক হউন না কেন, সম্ভবপর হয় না, যেমন কোর্‌আন মজীদ। দ্বিতীয়, নবীর কোন কোন কার্যে এরূপ অলৌকিকতা দৃশ্যমান হয়, বৈজ্ঞানিকতার সাহায্যে যাহার কারণ নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় না, যেরূপ রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র হস্তাঙ্গুল দ্বারা পানীয় প্রবাহিত হওয়া। কথা ও কার্যের অলৌকিকতার সংগে সংগে নবীকে এরূপ বৈজ্ঞানিক নিদর্শনাদি দ্বারাও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা হয়, যেগুলি বুদ্ধিজীবিদিগকে ঈমানের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। এই বৈজ্ঞানিক নিদর্শনগুলি বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, চরিত্রের মহত্ব, পরা-বিদ্যার অসামান্য অধিকার, যুক্তিতর্ক ও ভাষণের অতুলনীয় ক্ষমতা এবং সংসর্গের জ্যোতির্ময় আকর্ষণ। সাধারণ স্তরের লোকেরা নবীর অলৌকিক কার্যকলাপ বা মো'জেযাকে যেরূপ নবুওতের সত্যতার প্রমাণ বিবেচনা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নবীর চরিত্রগত মহত্ত্ব এবং জ্ঞান-গরিমা ও অধ্যাত্ম প্রভাব প্রভৃতিকে নবুওতের যথার্থতার নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করেন। বিশেষতঃ নবীর সাহায্যে যখন অধ্যাত্ম-ব্যাধির চিকিৎসা এবং সামান্য ব্যক্তিগণের আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণতা এবং সহচরগণের মধ্যে নবী চরিত্রের মহা জ্যোতির উদ্ভাসন পরিদৃষ্ট হয়, তখন তাঁহার নবুওতের সত্যতায় দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। নবী কখন কখন এরূপ বিষয়ের সন্ধান প্রদান করেন, যাহা সাধারণ বুদ্ধিতেও স্বীকার্য বলিয়া বিবেচিত হয়—যথা সৃষ্টিকর্তার বিদ্যমানতা এবং তাঁহার গুণাবলীর বর্ণনা। আবার কখন-কখন শুধু এরূপ বিষয়বস্তুরও তিনি অবতারণা করেন, যাহা বুদ্ধিবৃত্তির অধিগম্য হয়না! যথা সৃষ্টজগতের প্রতি সৃষ্টিকর্তার নিত্যনৈমিত্তিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা (তক্‌বীনী বিধানসমূহ), সৎ ও অসৎ কর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা এবং এরূপ কার্য্যকলাপের নির্দেশ, যাহা কখনও একদিক দিয়া উত্তম' আর কখনও অন্যদিক দিয়া নিন্দনীয় বিবেচিত হয়। সুতরাং নবী যুগপৎভাবে অলৌকিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তির অধিকারী না হইলে বুদ্ধিজীবী অথবা জনসাধারণ তাঁহার বাণীতে আস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হয়না এবং নবুওতের সার্থকতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ¶

শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহ্‌লভীর উক্তি দ্বারা নবী-পরিচিতির সন্ধান পাওয়া গেলেও নবীর আবির্ভাবের কারণ এবং নবুওতের অপরিহার্যতা সম্পর্কেও দুএকটি কথা অবগত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং এসম্পর্কে অতঃপর আমি কতকটা বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

সৃষ্টিকর্তা বিশ্বপতি আল্লাহ্ যেরূপ নিখিল ধরণীর অধিশ্বর, তেমনি তিনি উহার রব্ব, অর্থাৎ প্রতিপালক ও নিয়ামক। বসুন্ধরার অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তাঁহার অফুরন্ত দয়া ও করুণায় যেরূপ বায়ু সঞ্চালিত করেন, যেমন আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা অবতীর্ণ করিয়া শুষ্ক উষর ও তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীর বক্ষকে স্নিগ্ধ ও উর্বর করিয়া তোলেন, সূর্য ও চন্দ্রকে উদিত ও অস্তমিত করিয়া মানব জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার এই সকল প্রাকৃতিক বিধানের মতই জগতের অধ্যাত্ম-লোককে সঞ্জীবিত, তাহাদের নীতিনৈতিকতাকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং তাহাদের পার্থিব জীবনকে সুখময়, শান্তিপূর্ণ ও

¶ ফত্‌হুল আযীয (১), ১০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

সুষমামণ্ডিত করার জন্য ধরাপৃষ্ঠে ঐশীবাণীর (ওয়াহী)ও বৃষ্টিধারা অবতীর্ণ করিয়া থাকেন। মানুষ কেবলমাত্র তাহার নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে যেসকল দার্শনিক তথ্য ও জীবনব্যবস্থা আবিষ্কৃত ও প্রণীত করিয়াছে, মানবজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা, নৈতিক দুর্বলতা এবং স্বভাবসিদ্ধ স্বার্থপরতার কারণে সেগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতি-বিমুক্ত, সর্বাংগসুন্দর ও শান্তিদায়ক হইতে পারেনাই। সুতরাং সৃষ্টিকর্তা তাঁহার বুবুবীয়তের বশবর্তী হইয়া যুগে-যুগে তাঁহার বাণী ও নির্দেশের ধারক, বাহক ও প্রচারক-রূপে ফেরেশ্‌তা ও মহামানবের একটি দল নির্বাচন করিয়া লইয়া থাকেন। কোরআনের ছুরত আল্‌হজ্জে ইহারই ইংগিত এই ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে, বস্তুতঃ আল্লাহ ফেরেশ্‌তাগণের এবং মানবমণ্ডলীর মধ্য- হইতে রছুলগণকে মনোনীত করিয়া থাকেন—৭৫ আয়ত।

الله يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس ان الله سميع بصير –

ছুরত-আন্‌নিছায় প্রেরিত মহাপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ও ঐশীবাণী (ওয়াহী) অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও ইংগিত রহিয়াছে। আল্লাহ তদীয় শেষপ্রেরিত মহাপুরুষ রছুলুল্লাহ (দঃ)কে আদেশ করিয়াছেন, দেখুন, আমরা নূহ এবং তাঁহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি যেরূপ ওয়াহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ করিয়াছিলাম, ঠিক সেইরূপেই আমরা আপনার প্রতি ওয়াহী অবতীর্ণ করিয়াছি। আমরা ইবরাহীম ও ইছমাঈল ও ইছহাক ও ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরগণ এবং ঈছা ও আইয়ুব ও ইউনুছ ও হারূণ ও ছুলায়মানের প্রতিও ওয়াহী অবতীর্ণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যবুর প্রদান করিয়াছিলাম। এইরূপ যেসকল রছুলের কাহিনী ইতিপূর্বে আপনার কাছে আমরা বিবৃত করিয়াছি এবং যাহাদের কাহিনী আপনার কাছে আমরা বিবৃত করি-নাই, তাঁহাদিগকেও প্রেরণ করিয়াছি এবং আল্লাহ মূছার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন। সুসংবাদ-বাহী ও সতর্ককারী রছুলগণ এই উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হইয়াছেন, যাহাতে রছুলগণের আগমনের পর মানুষেরা আল্লাহকে দায়ী করিতে না পারে,—১৬৩—১৬৫আয়ত।

انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس و هارون و سليمان، و آتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل !

উল্লিখিত তিনটি আয়তের সাহায্যে কয়েকটি বিষয় সাব্যস্ত হয়ঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর অন্যান্য অলঙ্ঘনীয় বিধানের মত রছুলগণের আবির্ভাবও আল্লাহর সনাতন ঐশী-ব্যবস্থার অন্যতম। আবহমান কাল হইতে মানবত্বের চরম বিকাশলাভের অব্যবহিতকাল পূর্বপর্যন্ত এই বিধান প্রচলিত ছিল। ছুরত-বনী ইছরাঈলে স্পষ্টতর ভাষায় এই বিধানের কথা ধ্বনিত হইয়াছে। হে রছুল(দঃ), ইহা প্রাকৃতিকবিধান যে, আমি আপনার পূর্বেও আমাদের যে-সকল রছুলকে প্রেরণ করিয়াছি, তাঁহারা দুষ্কৃতিপরায়ণ-দের কোপে পতিত হইয়াছিলেন এবং আপনি আমাদের চিরাচরিত বিধানে কোন ব্যতিক্রম পাইবেননা—৭৭ আয়ত।

سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا !

দ্বিতীয়তঃ, এই ঐশীবিধান অনুসারে যেসকল নবী প্রেরিত হইয়াছিলেন, বিদ্যমান জগতের আদিপুরুষ হযরত নূহ হইতে আরম্ভ করিয়া হযরত ইবরাহীম, ইছমাঈল, ইছহাক, ইয়াকুব, তদীয় বংশধরগণ, হযরত ঈছা, আইয়ুব, ইউনুছ, হারূণ, ছুলায়মান, দাউদ ও মূছার নাম এই স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে এবং সংগে সংগে এ কথাও বলিয়াদেওয়া হইয়াছে যে, নবীগণের এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়, কোরআন ও ছুন্নতের বিভিন্ন ওয়াহীতে রছুলুল্লাহ (দঃ)কে আরও বহু নবীর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং এরূপ নবীরও অভাব নাই, যাঁহাদের বিবরণ রছুলুল্লাহ (দঃ)কে আদৌ প্রদান করা হয়নাই। ছুরত আল্‌আন্‌আমের ৮৪ হইতে ৮৭ আয়ত পর্যন্ত নবীগণের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইউছুফ, যাকারিয়া, ইয়াহ্‌য়া, ইল্‌ইয়াছ ও লুতের নাম বর্ণিত হইয়াছে, এই নামগুলি আন্‌নিছার বর্ণিত তালিকায় নাই। আল্‌আম্বিয়ায় ইদ্‌রীছ ও যুল্‌কিফ্‌ল নামক দুইজন রছুলের নাম উল্লিখিত আছে। ছুরত-আল্‌ আ'রাফ ও ছুরত হূদে শুআইব নবীর কথা পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। হযরত হূদ ও ছালিহের নাম ছুরত হূদ প্রভৃতিতে আলোচিত হইয়াছে।

ইমাম হাকেম তদীয় মুছ্‌তদ্‌রকে আবুযর গিফারীর প্রমুখাৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবীগণের সংখ্যা হইতেছে একলক্ষ ২৪ হাজার আর রছুলগণের সংখ্যা ৩শত ১৩ জন এবং হযরত আদম ওয়াহী-প্রাপ্ত নবী ছিলেন। †

النبيون مائة الف واربعة و عشرون الف نبى، والمرسلون ثلاث مائة و ثلاثة عشر وآدم عليه السلام نبى مكلم !

তাবারাণী আবু উমামা বাহেলীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসিত হইলেন, হযরত আদম কি নবী ছিলেন? তিনি বলিলেন হাঁ! জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহার মধ্যে ও নূহের মধ্যে কত কালের পার্থক্য? বলিলেন, ১০ শতাব্দী বা ১০ সহস্র বৎসর! পুনশ্চ জিজ্ঞাসিত হইলেন, নূহ ও ইব্রাহীমের মধ্যে কত কালের তফাৎ? বলিলেন ১০ শতাব্দী বা ১০ সহস্র বৎসর। জিজ্ঞাসা করা হইল, রছুলগণের সংখ্যা কত? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ৩ শত তের জন।

انبى كان آدم ؟ قال : نعم ! قال : كم كان بينه وبين نوح ؟ قال عشرة قرون، قال كم كان بين نوح وابراهيم ؟ قال عشرة قرون - قال كم كانت الرسل ؟ قال : ثلاث مائة و ثلاثة عشر -

হাকেমের হাদীছকে বহু বিদ্বান দুর্বল বলিয়াছেন, কিন্তু তাবারাণীর রেওয়ায়তের পুরুষগণ আহ্‌মদ বিন্‌-খলীদ হলব্বী ব্যতীত সকলেই বুখারীর পুরুষ আর তাঁহাকে হায়ছমী বিশ্বস্ত বলিয়াছেন। ‡

ছুরত ইউনুছে আদেশ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক জাতির জন্যই রছুল প্রেরিত হইয়াছেন এবং তাহাদের রছুলগণ যখন তাহাদের নিকট আগমন করেন, ন্যায়পরায়নতার সহিত তাহাদের সমুদয় বিষয়ের মীমাংসা করা হইয়া থাকে—৪৭ আয়ত।

ولكل امة رسول، فاذاجاء رسولهم قضى بينهم بالقسط

ছুরত-আর্‌রঅদে রছুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ আপনি সতর্ককারী মাত্র এবং প্রত্যেক জাতির জন্য পথের সন্ধানদাতা প্রেরিত হইয়াছে—৭ আয়ত।

انما انت منذر و لكل قوم هاد !

ছুরত-ফাতিরে উক্ত হইয়াছে, নিশ্চয় আমরা হে রছুল (দঃ) আপনাকে সত্যসহকারে সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছি এবং এমন কোন জাতি অতিক্রান্ত হয়নাই, যাহাদের মধ্যে সতর্ককারীর অভ্যুদয় ঘটেনাই—২৪ আয়ত। ছুরত-বাণী-ইছরাইলে এই ইলাহী বিধান প্রচারিত হইয়াছে যে, আমরা রছুল উত্থিত না করা পর্যন্ত কোন জাতিকে শাস্তি প্রদান করিনা—১৫ আয়ত।

انا ارسلناك بالحق بشيرا و نذيرا، وان من امة الا خلا فيها نذير !

وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا !

ফলকথা, আল্লাহর অন্যতম শাশ্বত বিধান হইতেছে মানব সমাজের নিকট তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করা এবং স্থিতির সৃষ্টি হইতে এই বিধান প্রযোজ্য রহিয়াছে এবং পৃথিবীর সমুদয় জাতির নিকট সকল যুগে এই ভাবে নবীগণ প্রেরিত হইয়াছেন।

নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য

(ক) ছুরত আন্‌নিছায় বলা হইয়াছে : সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রূপে রছুলগণকে প্রেরণ করা হয় এই জন্যই, যাহাতে রছুলগণের আবির্ভাবের পর মানুষের আল্লাহকে দায়ী করার কোন উপায় না থাকে—১৬৪ আঃ।

رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل -

(খ) ছুরত-আল্‌হদীদে উক্ত হইয়াছে : নিশ্চয় আমরা রছুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি (মুজিযা) সহকারে প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদের সংগে গ্রন্থ ও ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে জনগণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করে—২৫ আয়ত।

ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنامعهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط -

† মুছ্‌তদ্‌রক, তারীখ (২) ৬৯৭ পৃঃ।

‡ মজমউয, যওয়ায়েদ (৮) ২১০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(গ) ছুরত-ইউনুছেও মনুষ্যসমাজের মধ্যে তাহাদের পরস্পরের সমুদয় কলহের ন্যায়-সংগত সমাধান রছুলগণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে- ৪৭ আয়ত।

فاذا جاء هم رسولهم قضى بينهم بالقسط -

(ঘ) ছুরত-আল বাকারায় কথিত হইয়াছে যে, মূলতঃ মানবমণ্ডলী এক সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল, (কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি হওয়ায়) আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রূপে উত্থিত এবং তাঁহাদের সংগে সত্য সহকারে গ্রন্থ অবতীর্ণ করিলেন, যাহাতে তাঁহারা মানুষদের বিভেদমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসা করিয়া দেন। এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি হস্তগত হওয়ার পর শুধু পরস্পরের মধ্যে বিদ্রোহের বশবর্তী হইয়াই মানুষেরা এই বিভেদ ঘটাইয়াছিল। তাই রছুলগণের প্রতি যাহারা বিশ্বাসী, তাহাদিগকে আল্লাহ তদীয় অভিপ্রায় অনুসারে বিভেদ এবং তাহার সমাধানের সঠিক সন্ধান প্রদান করিয়াছেন—২১৩ আয়ত।

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه - و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه

(ঙ) ছুরত আন্‌নহলে বিঘোষিত হইয়াছে, বস্তুতঃ আমরা প্রত্যেকজাতির নিকট রছুল প্রেরণ করিয়াছি, তাঁহাদের দা'ওয়াতের সংক্ষিপ্ত সার এই যে, হে মানব সমাজ, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার কর এবং আল্লাহ ব্যতীত সমুদয় বস্তুর পূজা হইতে বিরত থাক—৩৬ আয়ত।

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت -

ছুরত-আল্-আম্বিয়ায় শেষ প্রেরিত রছুল হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ)কে আল্লাহ সম্বোধন করিয়াছেন যে, আপনার পূর্বে এমন কোন রছুল আমি প্রেরণ করিনাই, যাঁহার প্রতি আমরা এই বাণী প্রত্যাদিষ্ট করিনাই যে, আমি ব্যতীত আর কোন আরাধ্যই (ইলাহ) নাই, অতএব তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদৎ কর—২৫ আয়ত।

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لااله الا انا فاعبدون !

(ছ) রছুলুল্লাহ (দঃ)কে উত্থিত করার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইয়াছে, আল্লাহ নিরক্ষরদের মধ্যে তাহাদের গোত্র হইতে (অপেক্ষিত) রছুলকে (দঃ) উত্থিত করিলেন, যিনি আল্লাহর আয়তসমূহ তাহাদের কাছে পাঠ করেন এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া তোলেন এবং তাহাদিগকে গ্রন্থ এবং প্রজ্ঞা শিক্ষা দিয়া থাকেন—আল্‌জুমুআ, ২ আয়ত।

هوالذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة -

উল্লিখিত ৭টি আয়ত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই :

এক সৃষ্টিকর্তা পরমপ্রভুর প্রতি আস্থাশীল ও তাঁহার বিধানের আনুগত্য ও অনুসরণের উপরেই মানবজাতির কল্যাণ ও ঐক্য নির্ভর করে। মানব সমাজ মূলতঃ এই পথেরই অনুসারী ছিল, সুতরাং তাহারা সকলেই গোড়ায় ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালক্রমে তাহারা স্বার্থপরতা ও ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া ইলাহী বিধানের সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং এক সৃষ্টিকর্তার দাসত্বের পরিবর্তে বহু কৃত্রিম প্রভুত্বের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িল, সংগে সংগে তাহাদের জাতীয় সংহতি শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়াগেল। আল্লাহ জীবজগতের কেবল স্রষ্টাই নন, তিনি তাহাদের রক্ষক, প্রতিপালক ও নিয়ামকও বটেন, সুতরাং মানুষের শুভবুদ্ধিকে যথেষ্ট মনে না করিয়া তিনি ধ্বংসোন্মুখ মানবসমাজের সাম্বিৎ ফিরাইয়া আনার উদ্দেশ্যে, আর যাহাতে তাহাদের কৃতকর্মের ফলাফলের জন্য তাহারা আল্লাহকে দায়ী করিতে না পারে, তজ্জন্য মানবসমাজকে তাহাদের বিদ্রোহের বিষময় ফল সম্বন্ধে সতর্ক করিতে এবং ঐশী বিধানের আনুগত্যের শুভ পরিণতি সম্বন্ধে সুসংবাদ শুনাইতে তিনি নবী ও রছুলগণকে প্রেরণ করিলেন।

নবীগণের প্রচারিত শিক্ষার সারৎসার :—

(১) অন্তর-রাজ্যে এবং বহির্জগতে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌম প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যবিধ সমুদয় প্রভুত্ব, আরাধনা, শাসনকর্তৃত্ব ও মালিকানা অধিকারের অবলুপ্তি সাধন।

(২) সমুদয় ভেদবুদ্ধি ও বিদ্রোহের নির্বাসন এবং অখণ্ড মানবসমাজে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা।

(৩) ন্যায়বিচারের সংস্থাপনা।

(৪) মানবজাতির কলুষমুক্তি ও আত্মশুদ্ধি সাধন।

(৫) পরা ও অপরা বিদ্যার সম্প্রসারণ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

হাদীছ ও ফিক্‌হের বৈপরীত্য

তুলনামূলক তদন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

(২)

কাযী দবুছী উল্লিখিত প্রথম মূলসূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে হয্‌রত ইমাম আবু-হানীফার সহিত তদীয় ছাত্রদ্বয়ের যে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহার দ্বাদশটি নযীর প্রদান করিয়াছেন, যথা ইমাম ছাহেবের সিদ্ধান্ত অনুসারে—

(ক) নমাযী তায়াম্মুম করিয়া নমায পড়িতেছে, শেষ রাক্‌আতে তাশাহহুদ পড়িতে যেসময় লাগে, ততটুকু বসিবার পর ছালাম ফিরাইবার পূর্বে যদি সে পানী দেখিতে পায়, তাহাহইলে ইমাম ছাহেবের উল্লিখিত সূত্র অনুসারে উক্ত নমাযীর নমায নষ্ট হইয়া যাইবে।

منها ان المتيمم اذا ابصر الماء فی آخر صلاته بعد ما قعد قدر التشهد قبل ان يسلم، فانه تفسد صلاته عند ابی حنيفة رح لهذا المعنی' لانه لو حصلت الرؤية فی اول الفرض غيره' فكذلك اذا حصل فی آخره وعندهما لا تفسد —

কারণ নমাযী নমায শুরু করার পূর্বে যদি পানী দেখিতে পাইত, তাহাহইলে তায়াম্মুম করিয়া নমায আরম্ভ করা তাহার পক্ষে বৈধ হইতনা। অতএব নমাযের পরিসমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বেও পানী দৃষ্টিগোচর হইলে তায়াম্মুম দ্বারা আরম্ভকারী নমাযীর নমায নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু ইমাম ছাহেবের দুই প্রধান ছাত্র কাযী-উল-কুযাৎ ইমাম আবুইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদ এবিষয়ে উছ্‌তাযের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এরূপ অবস্থায় নমায নষ্ট হইবেনা।

দ্বিতীয় মূলসূত্র

হজ্জের জন্য যেব্যক্তি ইহরাম করিয়াছে, সে যদি নির্ধারিত সময়ের অগ্রে বা পশ্চাতে হজ্জের কোন কার্য্য সমাধা করে, তাহা হইলে তাহার জন্য কুরবানী অপরিহার্য হইবে। যথা কোন হাজী ইহরাম ছাড়াই যদি ইহরাম বাঁধিবার স্থান অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয় এবং পরে ইহরাম বাঁধে, তাহাহইলে ইমামে-আ'যমের সিদ্ধান্ত অনুসারে উক্ত হাজীকে এই ত্রুটির জন্য কুরবানী করিতে হইবে!

الاصل عند ابی حنيفة رح ان المحرم اذا آخر النسك عن الوقت الموقت له او قدمه لزمه دم كمن جاوز الميقات بغير احرام ثم احرم —

তৃতীয় মূলসূত্র

কোন বস্তুর বিদ্যমানতা সম্বন্ধে ধারণা যদি প্রবল হয়, তাহাহইলে উহা বিদ্যমান না হইলেও ইমামে-আযমের নিকট উক্ত বস্তুকে সত্যসত্য বিদ্যমান বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। যথা, প্রসারিত দেহে ঘুমন্ত ব্যক্তির বায়ু-নিঃসরণ যদিও সুনিশ্চিত নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে বলিয়া উহা সুনিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লইয়া প্রসারিত দেহে ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য ওযু ওয়াজেব বলিয়া আদেশ দেওয়া হয়। এই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া যে ছয়টি উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে একটি এই যে,—

الاصل عند ابی حنيفة رح ان الشیٔ اذا غلب وجوده، يجعل كالموجود حقيقة وان لم يوجد، كالحدث من النائم المضطجع، لانه غلب وجوده، فجعل كالموجود وان لم يوجد —

(ক) কোন বালক ১৫ বৎসর বয়স্ক হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিবেচনা শক্তি ও বিচার বুদ্ধি পরিদৃষ্ট হইতেছেনা। ইমাম আবু হানীফার উল্লিখিত সূত্র অনুসারে উক্ত বালককে তাহার টাকা কড়ি যদৃচ্ছভাবে ব্যয় করার জন্য বুঝাইয়া দিতে হইবে।

ان الغلام اذا بلغ خمسة عشر ولم يونس منه الرشد فانه يدفع اليه ماله يتصرف فيه و عند هما لايدفع اليه حتی يونس منه الرشد —

কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপ বয়সের বালকদের মধ্যে

www.ahlehadeethbd.org

বিবেচনা শক্তির উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উল্লিখিত বালকের মধ্যেও উহার বিদ্যমানতা মানিয়া লইতে হইবে। ইহা ইমামে-আ'যমের মযহব, কিন্তু কাযী আবুইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদের উক্তি অনুসারে উক্ত বালকের মধ্যে বুঝসুজের বিদ্যমানতা মান্যকরা হইবেনা এবং তাহাকে তাহার টাকা কড়ি ফেরত দেওয়া চলিবেনা, যতক্ষণ না তাহার মধ্যে বিচার ও বিবেচনা শক্তির উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ সূত্র:

কোন বস্তুর নিশ্চয়তা স্থিরীকৃত হওয়ার পর যতক্ষণ পর্যন্ত উহার অবিদ্যমানতা নিশ্চিত বলিয়া প্রতিপন্ন না হইবে, উক্ত বস্তুকে ততক্ষণ বিদ্যমান বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যথা, কোন ব্যক্তির ওযু আছে বলিয়া নিশ্চিত ধারণা রহিয়াছে, কিন্তু নষ্ট হওয়ার ধারণা তাহার সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং তাহার ওযু বহাল আছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, যতক্ষণ না ওযু নষ্ট হওয়া সম্বন্ধে তাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। এই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া যে কয়েকটি মছ্আলা বিরচিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটি এই যে—

الاصل عند ابى حنيفة انه متى عرف ثبوت الشئ من طريق الاحاطة والتيقن لاى معنى كان، فهو على ذلك مالم يتيقن بخلافه - كمن تيقن الطهارة وشك فى الحدث فهو على طهارته كمن تيقن الحدث وشك فى الطهارة فهو على الحدث مالم يتيقن الطهارة -

(ক) কোন স্ত্রী তাহার স্বামীকে বলিল, আমাকে তালাক দাও, আমার তরফ হইতে তুমি এক হাজার টাকা পাইবে। স্বামী বলিল, আমি তোমাকে তালাক প্রদান করিলাম। কিন্তু ইহার উত্তরে স্ত্রী মৌনা রহিল, একথা বলিলনা যে, আমার যে হাজার টাকার কথা আমি উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা তোমার অধিকার-ভুক্ত হইল! এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম ছাহেবের সিদ্ধান্ত অনুসারে তালাক সংঘটিত হইল বটে, কিন্তু স্বামী উল্লিখিত হজার টাকা প্রাপ্ত হইবেনা। কারণ উক্ত হাজার টাকার অধিকার স্ত্রীর পক্ষে সুনিশ্চিত এবং উহা তাহার অধিকার হইতে বহির্গত হওয়া সন্দেহজনক এবং অধিকারচ্যুত হইবার জন্য নিশ্চয়তা আবশ্যক এবং এস্থলে উহা বিদ্যমান নাই। ইহা ইমাম আ'যমের অভিমত হইলেও তাঁহার দুই প্রধান শিষ্য আবুইউছুফ ও মোহাম্মদ ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, স্বামী তৎক্ষণাৎ উক্ত হাজার টাকার অধিকারী হইয়া যাইবে।

منها ان المرأة اذا قالت لزوجها : طلقى ولك الف درهم فقال الزوج: طلقتك ولم تقل على الالف التى ذكرت - يقع الطلاق عند ابى حنيفة ولا يلزمها الالف ! وذلك لانا تيقنا كون الالف مملوكة لها وشككنا فى الزوال عن ملكها ولم يحكم الابتيقن، ولا يقين ههنا - وعند هما يستحق المال فى الحال -

এইরূপ একুশটি মৌলিক সূত্রে ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যদ্বয় কাযী-উল-কযাৎ আবুইউছুফ এবং ইমাম মোহাম্মদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিয়াছে বলিয়া কাযী দবুছী তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন এবং এগুলির বহু দৃষ্টান্ত এবং পরিণতির কথা আলোচনা করিয়াছেন।

মতভেদের দ্বিতীয় প্রকরণ:

আর এক প্রকার মতভেদ এইযে, এক বিষয়ে ইমামে-আ'যম ও কাযী আবুইউছুফ এক পক্ষে গিয়াছেন এবং তাঁহাদের উভয়ের শিষ্য ইমাম মোহাম্মদ সে-বিষয়ে উভয়ের বিরোধিতা করিয়াছেন। এরূপ মতবৈষম্যের চারিটি মূলসূত্র ইমাম দবুছী উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তন্মধ্য হইতে শুধু একটি সূত্রের উল্লেখ করিতেছি—

নমাযের ভঙ্গি ও আচরণের মধ্যে কোন প্রকার দোষ ঘটিলে ইমাম আবু হানীফা ও কাযী আবু ইউছুফের নিকট তক্বীরে তহ্রীমা নষ্ট হইবেনা। ইহার অন্যতম উদাহরণ এই যে, কোন নমাযী তাহার নফল নমাযের প্রথম দুই রাক্'আতের মধ্যে যদি এক রাক্'আতে কির্'আত পাঠ

الاصل عند ابى حنيفة و ابى يوسف رحمهما الله ان فساد افعال الصلوة لايوجب فساد حرمة الصلوة - وعلى هذا مسائل : منها اذا قرء فى احدى الاولين و فى احدى الاخريين فى التطوع' وجب عليه قضاء الاربعة عند ابى

www.ahlehadeethbd.org

و ابوحنيفة مع ابى يوسف فى اكثر المسائل هذاالفصل وعلى هذا مسائل : منها اذا وجب الرجل الشئ على نفسه لبيت الله الحرام، ثم حج من عامه ذلك حجة الاسلام سقط ما وجب بايجابه عند ابى يوسف - و عند محمد لايسقط لان ايجاب العبد يقوم بنفسه، فلا يصير تبعالغيره -

কিন্তু ইমাম মোহাম্মদের নিকট যাহা স্বতন্ত্র আদেশ, তাহা অপর কোন নির্দেশের সংশ্লিষ্ট বা অধীন হইতে পারেনা। এই ধরণের অধিকাংশ মছআলায় ইমামে আযম কাযী আবু ইউছুফের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। এই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত পরিগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে একটি এই যে, কোন ব্যক্তি নিজের জন্য কা'বা শরীফ পর্য্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাইবে বলিয়া মানসিক করিল। অথচ সেই বৎসরেই উক্ত ব্যক্তি ফরয হজ্জ আদা করিল। কাযী আবু ইউছুফ বলেন, উক্ত ফরয হজ্জ আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হজ্জের নযরও পুরা হইয়া গেল কিন্তু ইমাম মোহাম্মদের নিকট ফরয হজ্জ আদা করার দরুণ তাহার নিজের স্বীকৃত মানসিকের ফরয পুরা হইলনা। কারণ মানুষ স্বয়ং যে কার্য্য নিজের জন্য ফরয করিয়া লইয়াছে তাহা আল্লাহর নির্ধারিত ফরযের অধীন হইতে পারেনা। সুতরাং ফরয হজ্জ আদায় করার দরুণ উক্ত ব্যক্তি তাহার মানসিক করা হজ্জের দায় হইতে মুক্ত হইবেনা।

পঞ্চম প্রকরণ

কেবল ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদ পরস্পরের অথবা তাঁহাদের মাননীয় উছ্‌তাযের সূত্রাবলীর বিরোধিতা করেননাই। ইমামের অন্যতম ছাত্র কাযী যুফর পর্যন্ত এককভাবেই ইমামে আযম, ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদের বিরোধিতা করিয়াছেন। কাযী দবুছী লিখিয়াছেন, যে সকল সূত্রে আমাদের ইমামত্রয় ও কাযী যুফরের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়াছে তন্মধ্যে একটি এই যে, ইমামত্রয়ের অন্যতম সূত্র এই যে, কোন বস্তু কোন নির্দিষ্ট ব্যাপারে অন্য

القول فى القسم الذى فيه الخلاف بين اصحاب الثلاثة و بين زفر رحمه الله - الاصل عنه اصحابنا الثلاثة ان الشئى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله، لان الافعال وانفسدت، فالحرمة باقية، فصحت المباشرة فى الاخرين، فلما صحت المباشرة وجب عليه القضاء عندهما اذا فسدا - و عند محمد و زفر رح يجب عليه الركعتان الاوليان ولا يجب عليه قضاء الاخرين لان الحرمة قد فسدت بفساد الافعال -

করে আর অপরটিতে না পড়ে আর পরবর্তী দুই রাক্‌আতের মধ্যে শুধু এক রাক্‌আতেই কিরআৎ পাঠ করিয়া ক্ষান্ত থাকে, তাহাহইলে এরূপ অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা ও কাযী আবু ইউছুফের নিকট উক্ত নামাযীর জন্য চারি রাক্‌আতের কাযা ওয়াজিব হইবে। কারণ নামাযের কার্যক্রম যদিও নষ্ট হইয়াছে কিন্তু তকবীরে তহরীমা সঠিক রহিয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় পর্যায়ে নামায শুরু করা বৈধ হইবে। অতএব উক্ত দুই রাক্‌আত শুরু করা জায়েয হওয়ার দরুণ উক্ত নামাযীর পক্ষে চারি রাক্‌আতই কাযা করা আবশ্যক। কিন্তু ইমাম মোহাম্মদ ও ইমাম যুফরের নিকট শুধু প্রথম দুই রাক্‌আতের কাযা ওয়াজিব, পরবর্তী রাক্‌আতদ্বয়ের কাযা ওয়াজিব নয়। কারণ তাঁহারা উক্ত সূত্র সঠিক বলিয়া স্বীকার করেননাই। তাঁহারা বলেন, নমাযের কার্যক্রমের ত্রুটির জন্য তকবীরে তহরীমা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

যে সকল মৌলিক সূত্রের মতভেদে ইমামে-আ'যম ও ইমাম মোহাম্মদ এক পক্ষে এবং কাযী আবু ইউছুফ তাঁহাদের বিপক্ষে গিয়াছেন, কাযী দবুছী সেরূপ ধরণের চারিটি সূত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

মতবিরোধের চতুর্থ প্রকরণ

হানাফী ফিক্‌হের যে সকল মৌলিক সূত্রে ইমাম আবু ইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়াছে কাযী দবুছী সেগুলিরও উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লিখিত সূত্রাবলীর অন্যতম একটি হইতেছে এই যে, কাযী আবু ইউছুফের নিকট কোন নির্দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও কোনকোন ক্ষেত্রে উহা অপর কোন আদেশের সংশ্লিষ্ট ও অধীন হইতে পারে।

الاصل عند ابى يوسف ان الشئى يجوز ان يصير تابعا لغيره و ان كان له حكم نفسه لايصير تابعا لغيره -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বস্তুর যদি স্থলাভিষিক্ত হয় তাহাহইলে উহা সেই বস্তুর সমুদয় ব্যাপারে স্থলাভিষিক্ত হইবেনা। কিন্তু ইমাম যুফরের নিকট সকল ব্যাপারেই উহা অন্য বস্তুর স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। যথা, যে রুকু ও ছিজদা করিতে সক্ষম নয় শুধু ইশারা করিয়া নামায পড়ে, এরূপ ইমামের পিছনে রুকু ও ছিজদায় সক্ষম ব্যক্তি ইক্‌তিদা করিলে তাহার নামায শুদ্ধ হইবেনা। কারণ ইশারা শুধু অক্ষম ব্যক্তির পক্ষেই রুকু ও ছিজদার স্থলাভিষিক্ত গণ্য হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য আদেশের স্থলাভিষিক্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে ইমাম যুফরের নিকট অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে ইশারা তাহার রুকু ও ছিজদার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে বলিয়া উহা তাহার ইমামতেও স্থলাভিষিক্ত হইবে। অতএব তাহার পিছনে ইক্‌তেদা করাও বৈধ হইবে।

اذا اقيم مقام غيره فى حكم فانه لا يقوم مقامه فى جميع الاحكام - و عند زفر يقوم مقامه فى جميع الاحكام - على هذا مسائل : منها ان الرجل اذا كان يركع ويسجد فاقتدى بالمومى برأسه، لايجوز عندنا - لان الايماء له حكم القيام فى حق جواز صلوة المومى، فلا يقوم مقامه فى حكم آخر - وعنده لما اقيم هذا مقام القيام فى مقام جواز صلوته، اقيم ايضا مقام القيام فى جواز صلوة غيره -

আল্লামা দবুছী এরূপ ধরণের সাতটি সূত্র উল্লেখ করিয়াছেন এবং এগুলির বহু দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ফল কথা, "ইমামে আ'যমের ছাত্রমণ্ডলী শুধু খুঁটি-নাটি ব্যাপারেই তাঁহাদের উছ্‌তায ও ইমামের সহিত মতবিরোধ করিয়াছেন, মূল মযহবের সূত্রে বিরোধ করেন নাই" এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। কাযী দবুছী ব্যতীত বহু বিদ্বান ব্যক্তি ইমামের—মৌলিক সূত্রের সহিত তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর মতবৈষম্য ও বিরোধিতার কথা তাঁহাদের গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াগিয়াছেন। আমি আমার দাবীর পোষকতায় তাঁহাদের কতিপয় উক্তি অতঃপর নিম্নে উধৃত করিব।

(ক) আল্লামা তাজুদ্দীন ছুব্‌কী তাঁহার তাবাকাতে ইমাম মুযানী কর্তৃক প্রতিপাদিত মছআলা-সমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, ইমাম মুযানী মযহবের মূল সূত্রে ইমাম শাফেয়ীর বিরোধিতা করেননা; তিনি কাযী আবু ইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদের মত নন, কারণ এই দুই জন মযহবের মূল সূত্রেও তাঁহাদের ইমামের বিরোধিতা করিয়া থাকেন। *

ان المزنى لايخالف اصول الشافعى وانه ليس كابى يوسف ومحمد فانهمايخالفان اصول صاحبهما -

আপন যুগের শ্রেষ্ঠতম ফকীহ লক্ষ্ণৌ-নিবাসী আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ আবদুল হাই শরহে বিকায়া গ্রন্থের টিকায় বলিয়াছেন যে, তাবাকাতের গ্রন্থকারগণ ইমাম আবুইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদকে ইমাম আবু-হানীফার মযহবের মুজ্‌তাহিদ রূপে গণনা করিয়াছেন তাঁহারা মনে করেন, এই দুই ইমাম তাঁহা-দের উছতায ইমাম আবুহানীফা কর্তৃক নির্ধারিত সূত্রাবলীর বিরোধিতা করিতেন না, অথচ একথা সঠিক নয়। কারণ তাঁহারা মযহবের মূলসূত্রেও ইমামে আ'যমের অত্যন্ত অধিক বিরোধিতা করিয়াছেন, এমনকি ইমাম গযযালী (মৃত ৫০৫ হিঃ) তাঁহার "মনখুল" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবুইউছুফ ও মোহাম্মদ মযহবের মূলসূত্রসমূহের দুই তৃতীয়াংশে তাঁহাদের ইমামের বিরোধিতা করিয়াছেন। †

الهم ادرجوا ابايوسف ومحمد فى طبقة مجتهدى المذهب الذين لايخالفون امامه فى الاصول، وليس كذلك فان مخالفتهما لامامهما فى الاصول غير قليلة - حتى قال الامام الغزالى فى كتابه المنخول : انهما خالفا ابا حنيفة فى ثلثى مذهبه -

ইমাম আবুহানীফার মযহবের মূল সূত্রের সহিত কাযী আবুইউছুফ ও ইমাম মোহাম্মদের বিরোধিতা সম্পর্কে "তাহ্‌তাবী" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা ও "রদ্দুল মুহ্‌তার" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এ সম্পর্কে আল্লামা হারুণ মরজানী হানাফীও

* তাবাকাতুশ শাফেইয়া (১) ২৪৩ পৃঃ।

† উমদাতুর রেআয়া, ৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তদীয় "নাযুরতুল হক" নামক অমূল্য গ্রন্থে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার বক্তব্যের সারাংশ অনুদিত হইল, বিদ্বানগণ মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

মরজানী লিখিয়াছেন যে, ইমাম আবুইউছুফ,—মোহাম্মদ ও যুফর এই তিন ইমামেরই এরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সূত্র রহিয়াছে, যেগুলিতে তাঁহারা ইমাম—আবুহানীফা হইতে পৃথক হইয়াছেন এবং তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছেন। উল্লিখিত মূলসূত্র সমূহের অন্যতম এই যে, নাপাকিকে কোন্ কারণে অকিঞ্চিৎকর ধরা যাইতে পারে? ইমাম আবুহানীফা বলেন যে, "যে বস্তুর পবিত্রতা ও অপবিত্রতা সম্বন্ধে প্রমাণ বিভিন্নরূপী ও পরস্পর বিরোধী, সেই বস্তুর অপবিত্রতা অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইবে"। অর্থাৎ প্রমাণের বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য নাপাকির অকিঞ্চিৎকারিতা প্রতিপন্ন করে। কিন্তু ইমামের ছাত্রমণ্ডলী এই সূত্রটিকে স্বীকার করেন নাই। ইমাম গযযালী এমন কথাও বলিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানীফার ছাত্রগণ দুই তৃতীয়াংশ মযহবে তাঁহাদের উচ্চতাযের প্রতিকূলতা করিয়াছেন, ইমাম নববী তদীয় "তহযীবুল আছমায়ে ওয়াল্ লুগাতে" ইমাম জুওয়ায়নীর উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, ইমাম মুযনী যে-সকল মছ্‌আলায় স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, আমি সে গুলিকে ইমাম শাফেয়ীর প্রতিপাদিত মছ্‌আলা বলিয়াই মনে করি। কারণ মুযনী ইমাম শাফেয়ীর শুধু কথারই বিরোধিতা করেন, তাঁহার মযহবের সূত্র-সমূহের প্রতিকূলতা করেননা। তিনি আবু ইউছুফ ও মোহাম্মদের মত নন, কারণ তাঁহারা দুইজন মযহবের অছুলেই ইমাম আবু হানীফার বিরোধিতা করিয়া থাকেন। মরজানী আরও বলেন, খছ্‌ছাফ তাহাবী ও করখী সম্পর্কে এরূপ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, তাঁহারা ইমাম আবুহানীফার বিরোধিতা করিতে সমর্থ নন। কারণ যে সকল মছ্‌আলায় তাঁহারা ইমামের বিরোধিতা করিয়াছেন, সেগুলি গণনার উর্ধে। তাঁহারা ফরু ও অছুলে যে সকল স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং সরাসরি নছ ও কিয়াছ অবলম্বন করিয়া যে সকল মছ্‌আলা প্রতিপাদিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে যে সকল বলিষ্ঠ যুক্তি ও প্রমাণের তাঁহারা অবতারণা করিয়াছেন, ফিক্‌হ ও অছুলের গ্রন্থ-সমূহে যাঁহাদের নযর রহিয়াছে, তাঁহাদের সে সমস্ত অবিদিত নাই। ইমাম করখী এই সূত্রে ইমামে-আ'যম হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছেন যে, কোন ব্যাপক আদেশ (عام) নির্দিষ্ট (خاص) হইয়া যাওয়ার পর অনুসরণের যোগ্য থাকে না।" করখী ইমাম আবু-হানীফার এই সূত্রও অস্বীকার করিয়াছেন যে, যে হাদীছ এরূপ বিষয় সম্পর্কিত, যাহা বহু লোকের প্রয়োজনের সহিত জড়িত, এরূপ হাদীছ যদি দুই এক জন মাত্র ছাহাবী রেওয়ায়ত করেন, তাহাহইলে উহা গ্রাহ্য হইবেনা" এবং "যে হাদীছ প্রয়োজনের সময় অনুসরণীয় হয় নাই তাহা বর্জনীয় হইবে।" ইমাম আবুবকর রাযীজছ্‌ছাছ এই বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার বিরোধিতা করিয়াছেন যে, عام مخصوص منه البعض যদি جمع হয়, তাহাহইলে অন্যান্য অংশে (افراد) উহা বাস্তব বলিয়া গণনীয় হইবে, নতুবা 'মজায' ধরিতে হইবে।" মরজানী বলেন, এই সকল বিষয়, যেগুলিতে করখী ও রাযী ইমামে আ'যমের বিরোধিতা করিয়াছেন, অছুলের মছআলা নয় কি?

কাযীখান তাঁহার ফতাওয়ায় লিখিয়াছেন, যে পর্দানশীন নারী পুরুষদের সহিত মেলামেশা করিতে অভ্যস্ত নয়, সে বিবাহিতা হোক অথবা কুমারী, তাহার পক্ষ হইতে বিতর্ক করার জন্য কোন প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ হইবে, এই কথাই আবু বকর রাযী বলিয়াছেন এবং হানাফী মযহবের শীর্ষস্থানীয় বিদ্বানগণ রাযীর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন যে, এরূপ নারীর পক্ষ হইতে উকীল নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। পরবর্তী বিদ্বানগণও এই মছআলা পছন্দ করিয়াছেন। আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন—এই মছআলা প্রদান করিয়াছেন ইমাম কাবীরুশ্‌শান আবুবকর জছছাছ আহমদ বিন আলী রাযী। ইমাম আবুহানীফার আসল মযহবে পর্দানশীন ও বেপর্দা নারীর মধ্যে কোন তারতম্য না থাকিলেও ফত্‌ওয়া ইমাম রাযীর সিদ্ধান্ত অনুসারেই সাব্যস্ত যে, নারী পর্দানশীন হইলে উকীল নিযুক্ত করা উত্তম। ‡

‡ নাযুরতুলহক, ৫৯, ৬০, ৬১ ও ৬২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল্‌ইছলাম বনাম কম্যুনিজ্‌ম

অনুলিখন : মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি-এ, বি-টি। ভাষণ : মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী।

(২)

ইছ্‌লামের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও জীবনদানের প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল বদরের সমরাঙ্গনে। ইছলামের প্রথম জঙ্গে জেহাদ! দুজন কিশোর বালক! এক জনের বয়স ১৪, আর একজনের আরও কিছু কম! যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগৃহীত (*Recruitment*) হচ্ছিল। কিশোর দুজন উচ্চতায় কম হয়ে গেল, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁদের অনুমতি দিলেননা। তাঁরা দুঃখিত হলেন কিন্তু দমলেন না, পায়ের আঙ্গুলের উপর দাঁড়িয়ে তাদের উচ্চতার প্রমাণ দিতে চাইলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাদের আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখে জেহাদী সেনাবাহিনীতে ভর্তি ক'তে নিলেন।

আল্লাহ বলেন,—

واعدوالهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم، الله يعلمهم !

সম্ভাব্য সকল প্রকার শক্তির অনুশীলন দ্বারা প্রস্তুত থাক! সর্বপ্রকার যুদ্ধ কৌশলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে শক্তিসঞ্চয় কর। শুধু প্রয়োজনের সময় নয় সকল সময়ে। মুছলমানদিগকে একটি শক্তিশালী—*Militant* জাতিরূপে টিকে থাকতে হবে। মুছলমানগণ জাতিগত ভাবে *Military* সামরিক জাতি। তারা কথক, গায়ক বা বাউল ও বৈষ্ণবের জাত নয়। একটা মহান আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এক শক্তিধর বীর্যবন্ত জাতিরূপে তাদের উত্থিত করা হয়েছিল। আল্লাহর রবুবিয়ৎ, উলুহিয়ত এবং তাঁর মালিকিয়তের গুণ (ছেফাত)কে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করে—দুনিয়ার সমস্ত যুল্‌ম ও মানুষের মেকী প্রভুত্বের নির্বাসন ঘটিয়ে বিশ্ব-প্রভুর একচ্ছত্র আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্ব-মানবতার সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই দুনিয়ার বুকে ইছলামের আবির্ভাব। কিন্তু ইছলাম জোর জবরদস্তীর সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে অগ্রসর হয় নি। জলদগম্ভীর স্বরে—কোরআন ঘোষণা করেছিল

لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

দ্বীনে জোর জবরদস্তির অবকাশ নেই, বিভ্রান্তির পথ থেকে সত্য সনাতন পথকে স্পষ্টরূপে পৃথক করা হয়েছে। কিন্তু নূতন জীবনদর্শন ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে তথাকথিত সাম্যবাদীরা কী করছে? রাশিয়ায় জার সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুল্‌ম এবং নিপীড়ন, জবরদস্তী আর নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ অবলম্বিত হয়েছে তার সঙ্গে ইছলামের যুগান্তকারী বিধান বলবৎ করার বাস্তব ইতিহাস তুলনা করে দেখ।

ইছলাম বলেছিল, জবরদস্তীতে কোন কাজ হাছেল হয়না। কোন মতবাদকেও প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। কোরআনের নির্দেশ কি ভাবে কার্যকরী হয়েছিল—? একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :—

বিবাহের মছলিছ! আনন্দ উৎসবের বিপুল আয়োজন। আনন্দোৎসবে শরাব পান আরবের চিরাচরিত প্রথা! শরাবের পেয়ালা বিতরিত হচ্ছে, কেউ কেউ পেয়ালা ওষ্ঠপ্রান্তে তুলে ধরেছে, এখনই পরম আহ্লাদে পান করবে, এমন সময় আওয়ায এল কোরআনের সদ্য অবতীর্ণ সতর্ক বাণীর ঘোষণা—

يايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انما يريد الشيطان ان قع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله و عن الصلوة فهل انتم منتهون ـ

বস্তুতঃ শরাব, জুয়া, ঠাকুর প্রতিমার থান আর শুভাশুভের অলীক ও কাল্পনিক নিদর্শন গুলো অপবিত্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শয়তানী কর্ম, ইহা পরিহার কর, বর্জন কর। বস্তুতঃ শরাব আর জুয়ার সাহায্যে শয়তান তোমাদের মধ্যে শত্রুভাব ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় আর তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়, অতএব তোমরা কি এগুলো থেকে বিরত হচ্ছ?

কোরআনী নির্দেশের ধ্বনি উৎসবমগ্ন লোকদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র কি হল? শরাব পানোদ্যত ব্যক্তিদের ওষ্ঠলগ্ন মদিরা পাত্র দূরে নিক্ষিপ্ত হল, মদিনার পথ নিক্ষিপ্ত মদিরারসে প্লাবিত হল!

আর আজ দুনিয়ায় কি দেখছি? কত আইন, কত অর্ডিন্যান্স, কত সতর্কবাণী, কত ভয় প্রদর্শন কত হুশিয়ারী! কিন্তু ঘুষ দেওয়া নেওয়া কি বন্ধ হ'ল? কালো বাজারী, মওজুদদারী, মুনাফাখোরী রোধকরতে পারলে? সবরকম পাপ পাকিস্তানের আকাশ বাতাসকে কলুষিত করে তুলেছে, গোটা জাতিকে ক্ষয় করে বিধ্বস্তির পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শত চেষ্টা স্বত্ত্বেও নিবারিত হচ্ছেনা। কেন হবে? তোমরা কি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস কর এর প্রতিফল ভোগ করতে হবে? তোমার হাতে ক্ষমতা আছে, টাকা তুমি শোষণ করে যুলমের স্টিম রোলার চালিয়ে দুর্বলের ঘাড় ভেঙ্গে আদায় করতে পার, ভোগস্পৃহা তোমার অদম্য! তোমার ভোগের যুপকাষ্ঠে শত শত অসহায় দুর্বলের জীবন বিসর্জিত হোক খুন হয়ে যাক তাতে তোমার ক্ষতি কি? তোমার ভোগমত্ত প্রাণ তাতে এতটুকু কাঁপবে কেন? টলবে কেন? জওয়াব দীহির ভয় তো তোমার অন্তরে নেই। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক যখন অনশনে অর্ধাশনে মৃত্যুর জঠরে, তখন অন্য রাষ্ট্রে সহস্র সহস্র মন খাদ্য স্মাগ্‌ল্ড হচ্ছে। অফিসাররাও কি এজন্য দায়ী নয়? সব চোর, চোরে চোরে মাস্‌তুতো ভাই, কে কাকে নিবারণ করে বল?

কিন্তু মুছলমান, তোমার আদর্শের কথা স্মরণ কর, ইতিহাসের উজ্জল পাতাগুলো একবার উল্‌টিয়ে দেখো! পারস্য যখন বিজীত হল তখন বিজয়ী গাজীদল যে সমস্ত লুটের মাল নিয়ে এলেন, তার সঙ্গে ছিল একটি অজস্র মণি মুক্তায় খচিত মুকুট, সে মুকুট এত ভারী ছিল যে, পারস্য সম্রাট সেটাকে মাথায় বহন করতে পারতেন-না? মাথার উপরে ঝুলিয়ে রাখতেন। সেই মহামূল্য মুকুট যখন একজন সৈনিক নিয়ে এসে হযরত উমরের সামনে স্থাপন করলেন, উমর তখন আনন্দগর্বে বলে উঠলেন, যে-জাতি এত বড় নির্লোভ, এমন বিশ্বস্ত তাদের পতন হয় না। আর একজন বলে উঠলেন, আসল কথা তা নয়, আপনি স্বয়ং যদি নির্লোভ ও সৎ না হতেন, এই মহামূল্য রাজমুকুট আপনার নিকট পৌছত না। আমাদের শাসকদলের সে চরিত্র মহাত্ম্য কোথায়? মানুষের মনকে কস্মিনকালে শক্তি আর লাঠির জোরে জয় করা যায়না, চরিত্রমহাত্ম্য দিয়েই জয় করা যায়!

ইছলাম যে আদর্শকে পৃথিবীতে প্রচার করতে চেয়েছে তার গোড়ার কথাটা এই যে, আল্লাহকে রব্ব আইন প্রণেতা *Law giver* বলে স্বীকার করে নিতে হবে বরং তাঁর হুকুম ও নির্দেশ মোতাবেক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। আল্লাহ কোরআন মজীদে ফরমাচ্ছেন—

ام لهم شركاء شرعوالهم من الدين مالم
يأذن به الله -

"তাদের খোদার কি আরও জুড়িদার আছে যারা তাদের জন্য এমন আইন রচনা ক'রে দিয়েছে, যার পিছনে আল্লাহর কোন অনুমোদন (*Sanction*) নেই? আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ যদি না হয়, সে আইন দুনিয়ায় কোনদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেনা। সাম্যবাদ ও সমানাধিকারবাদ শুধু মুখের কথায় আর শ্রুতিমধুর বুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমার খোদা আর আপনার খোদা এক, তার চক্ষে সকলেই সমান, মানুষের মনগড়া ভেদাভেদ এবং সমাজ গড়া শ্রেণী পার্থক্য ও বর্ণ বিদ্বেষের কোন মূল্য তার কাছে নেই। মানুষের যথার্থ মূল্য নিরূপিত হয় তার সংযমশীলতা, ধর্মভীরুতা নীতি পরায়নতা আর সদাচরণ দিয়ে। এ ভাব শির্ক ও ইলহাদ নাস্তিক্যবাদ ও বহু ঈশ্বরবাদ দিয়ে জাগরিত হতে পারে না। এভাব জাগতে পারে শুধু তওহীদের জলন্ত বিশ্বাসের উপরেই। স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ), হযরত আবুবকর উমর, উছমান, ও আলীর জীবনীতে এবং ইছলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে এই অপূর্ব মহান সাম্যের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মওজুদ রয়েছে।

হযরত উমর একদিন মছজিদের মেম্বরে দাঁড়িয়ে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফরমান জারি করলেন— রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর বিবিদের জন্য বিবাহের যে যৌতুক প্রদান করেছিলেন, তার বেশী কেউ দিতে পারবেনা। সকলেই নীরবে শুনলেন আর মেনে নিলেন। কিন্তু এক বুড়ি হযরত উমরকে রাস্তা দিয়ে যেতে হাত চেপে ধরে বললেন "তোমার এত বড় স্পর্ধা! আল্লাহর কেতাব ডিঙ্গিয়ে বিধান জারি করছ? হযরত উমর কিছু বুঝতে পারলেননা, বললেন, তোমার কথা বুঝতে পারছি না। বুড়ি তখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন আল্লাহর কোরআনের আয়ত—

و آتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيا !

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ সোনারূপার স্তূপও যদি দিয়ে ফেল, তা ফিরিয়ে নিতে পারবেনা।" বুড়ি বল্লেন,

উমর, তোমার নির্দেশ কি কোরআনের উপর বাড়াবাড়ি নয়? হযরত উমর ধৈর্য ধরে শুনলেন, বুড়ির উপর রাজশক্তির খড়্গ নেমে এলোনা, ১৪৪ ধারা জারি হ'ল না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে খলিফা মনে মনে লজ্জিত হলেন— তৎক্ষণাৎ মজলিছে-শুরা আহ্বান ক'রে তাদের সামনে নিজের অজ্ঞতা ও ত্রুটী স্বীকার করে ঘোষণা করলেন, উমরের ভুল হয়ে গিয়েছিল, এক-জন বুড়িও উমর অপেক্ষা কোরআনের জ্ঞানে অধিক পারদর্শী। তিনি তাঁর আদেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহার করলেন।

ইছলাম সকলের জন্য সমালোচনার দ্বার উন্মুক্ত রেখে সাম্য ও বাক-স্বাধীনতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রেখেছে।

হযরত উমর সব সময় বলতেন, اسمعوا و اطيعوا আমার কথা শুন আর আমার অনুগত হও। একদা এক যুবক বলে উঠলেন, لانسمع ولانطيع তোমার কথা শুনিনা, তোমার কথাও মানি না! *Head of the state* রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের বিরুদ্ধে এরূপ "ঔদ্ধত্যের" জন্য তিনি কি করলেন? প্রতিবাদকারীকে জেলে পাঠালেননা, জরিমানা করলেননা, রাষ্ট্রদ্রোহী বলেও আখ্যা দিলেন-না। কারণ শাসকের আনুগত্য *unconditional* নয়, উহা শর্তসাপেক্ষ। আমাদের শাসকগণ যদি রছুলের নায়েব এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিনিধি হন, ইছলামী বিধান ও ঐতিহ্যের বলবৎকারীর দাবীদার হন, তা হ'লে তাঁদেরকে ইছলামের আদর্শই অনুসরণ করে চল্‌তে হবে।

আল্লাহ বলেন,

اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر

আল্লাহর অনুগত হও, রছুলের অনুগত হও, শাসন-কর্তাদেরও, যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর, তা'হলে সেই বিতর্কমূলক বিষয়কে আল্লাহ এবং তাঁর রছুলের দিকেই প্রত্যাবর্তিত কর।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে শাসনকর্তাদের সার্বভৌম ও শর্তবিহীন আনুগত্য দাবী করা হয়নি, তাদের আনুগত্য *conditional* শর্ত সাপেক্ষ! একমাত্র আল্লাহই হুকুম দাতা, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর ব্যাখ্যাতা। রছুলের আনুগত্য তাঁর হুকুমের জন্যই—আল্লাহ অথবা রছুলের মত শাসকদের স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম আনুগত্যের উল্লেখ আয়তে নাই!

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

রছুল (দঃ) যা তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর যে বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করেছেন, সে বিষয়ে বিরত থাক।

আল্লাহ এবং রছুলের (দঃ) হুকুম মোতাবেক যখন কোন শাসনকর্ত কোন নির্দেশ প্রদান করবেন, তখন তাঁদের তাবেদারী অবশ্য প্রতিপালনীয় হবে।

হযরত উমরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল এক সাধারণ ব্যক্তি। প্রশ্নের জওয়াবে সে হযরত উমরকে লক্ষ করে বলল, তুমি চোর, চোরের তাবেদারী ওয়াজেব নয়। ভাবুন হযরত উমর ফারুকের কথা! উমর কে? এক প্রবল প্রতাপশালী বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক। তাঁর দোষ ধরে, একজন নগণ্য নাগরিক তাকে চোর বলে সম্বোধন করছে! হযরত উমর বললেন, কী চুরি করলাম আমি? যুবক উত্তর করল, "সেদিন যে লুটের মাল এসেছিল তার বখরা ভাগে আমরা প্রত্যেকে পেয়েছি, যে পরিমাণ কাপড় তুমি পেয়েছ, তার চাইতে বেশী নিয়েছ। নইলে তোমার গায়ের এত-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বড় জুব্বা হ'ল কি দিয়ে?" হযরত উমর বললেন, এর উত্তর আমি দেব না, দেবে আমার উপবিষ্ট ছেলে আবদুল্লাহ। (উমর তাঁর ছেলের দিকে ইশারা করলেন।) হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে ওমর দাঁড়িয়ে বাপের কৈফিয়ত দিলেন, বললেন, বখরার যে কাপড় আমার পিতা পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর জামা হয়না, আমার অংশের কাপড় পিতাকে দেওয়ায় এই লম্বা জুব্বা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। যুবক তখন সন্তুষ্ট হলেন, এবং বললেন,—

الان نسمع و نطيع يا امير المؤمنين !

হে মুমিনদলের অধিনায়ক, এখন আপনার কথা শুন্বো আর আপনার অনুগত হ'ব।

একদিন হযরত উমর ইব্নে আবদুল আজীজের নিকট তাঁর এক বন্ধু এলেন দেখা ক'রতে। খলীফা দ্বিতীয় উমর তখন বাতিটা নিভিয়ে দিলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "বাতিটা ছিল স্টেটের,— স্টেটের কাজ করছিলাম। এখন তুমি খোশালাপ করতে এসেছ। এখন তো স্টেটের বাতি জলতে পারেনা।" এই ছিল ইছলামের আদর্শ।

ইছলামী সাম্যবাদের আর একটি দৃষ্টান্ত! মিছরের লাট আমর বিন্তুল আছ। একদিন তাঁর ছেলে এক কিবতিকে (মিছরের সংখ্যালঘু বাসিন্দা) মেরেছিল। নালিশ হ'ল লাট সাহেবের দরবারে। আমর কিবতিকে জেলে পুরলেন। কিবতি সেখান থেকে কৌশলে পালিয়ে সোজা হযরত উমরের (রাঃ) দরবারে এসে হাজির! হযরত উমর তলব করলেন পিতাপুত্র উভয়কে! উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে উমর তাঁর চাবুক "দোররায়ে ফারুকী" তুলে দিলেন কিবতীর হাতে, অপরাধের শাস্তি প্রতিশোধ কেছাছ (قصاص) গ্রহণ করার জন্যে। এই কেছাছ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন,

ولكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب -

হে বুদ্ধিমানের দল, প্রতিশোধ ব্যবস্থার ভিতরেই তোমাদের জাতীয় জীবন নিহিত রয়েছে! আজ সমাজ জীবনের চিত্র কি? বিচার পাবেনা এক নিরীহ মুছলমানের বুকে কোন যালেম আঘাত হানলে, বিচার হবে দারোগার কুকুরের গায়ে বেত উঠলে। গ্রামের প্রধান মাতব্বরের ছেলে ব্যভিচার করল, কেউ তার বিচার করতে সাহস পেলনা। ফল কি হল? ব্যভিচারের বাঁশগাড়ি করা হ'ল।

আজ যুলম ও নিপীড়ন, ব্যভিচার ও প্রবৃত্তিপরায়নতা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে হু হু করে, নারী স্বাধীনতার ঢেউ অবাধ চপল ও বল্গাহীনভাবে কোন্ দিকে কোন্ পথে চলেছে? নারীকে ঘরের রুদ্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে বাইরের আলো আর মুক্ত হাওয়ায় টেনে আনার জন্য পুরুষের কী প্রাণান্ত কোশেশ! স্বামী ছহেব খাচ্ছে হোটেলে আর বিবি ছাহেবা নাচ ঘরে, ছেলে প্রতিপালিত হচ্ছে নার্সিংহোমে অথবা মিশন হাউসে! স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ নেই, বাপের সঙ্গে বেটা বেটির মুলাকাৎ নাই। ইছলামী আদর্শ থেকে দূরে সরায় আর ইউরোপ আমেরিকা রাশিয়ার অন্ধ অনুকরণের কী দুর্দমণীয় উৎসাহ! কিন্তু ইউরোপ আমেরিকার সেই জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা কোথায়? তাদের সমাজের একাংশে মারাত্মক রোগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব, কিন্তু সরকার ও চিন্তাবিদেরদল সব রোগের ব্যাপক তথ্যসংগ্রহ করছেন, ব্যভিচার, চুরি ডাকাতি সব কিছুর তথ্য মূলক রিপোর্ট সংগ্রহ এবং প্রতিকারের সক্রিয় পন্থা বাৎলাচ্ছেন। প্রতিকারের চেষ্টা চল্‌ছে। কিন্তু আমাদের দেশে কে করবে তথ্যানুসন্ধান? সমাজদেহের পরতে পরতে যে বিষ সংক্রামিত ও বিস্তারিত হয়ে চলেছে কে করবে তার তথ্যানুসন্ধান? বিচার বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়োদ্ভাবন করবে কে? শিক্ষক আর ছাত্রের সম্পর্ক, পিতা পুত্রের সম্পর্কের মতই ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র। কিন্তু সে শ্রদ্ধা ও অনুগত্যের সম্পর্ক আজ শিথিল, অনেকস্থলে ছিন্ন। আজ সবই কমরেডের দল। বড় কমরেড নিজেও নীতিচ্যুত, ছোট কমরেড রেহাই পাবে কি করে? স্বয়ং শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষানীতিতেই গলদ!

আল্লাহ বলেন,

انما يخشى الله من عباده العلماء

আল্লাহর বিদ্বান বান্দারাই প্রকৃতপ্রস্তাবে আল্লাহকে ভয় করে। শুধু আরবী বিদ্যাই বিদ্যা নয়, যে কোন মাধ্যমে যে কোন ভাষায় শিক্ষা হোক, বিদ্যা বিদ্যাই। বিদ্যা

www.ahlehadeethbd.org

মানে শুধু কতকগুলো পুস্তক পাঠকরা নয়। বিদ্যা মানে *wisdom*, জ্ঞান বাস্তব জ্ঞান; এই বাস্তব জ্ঞান যিনি অর্জন করেছেন তিনিই বিদ্বান।

سخن کز بہر دیں گوئی چہ عبرانی چہ سریانی !
مکاں کز بہرحق باشد چہ جا بلقا چہ جا بسلسا !

কথা বলবে ধর্মের জন্য, সত্যের জন্য! ন্যায়ের জন্য, সে আরাবী ভাষায় হোক আর ইংরাজী সিরীক ভাষায় হোক কিম্বা হিব্রুতেই হোক!

মুছলমানরা কি প্রাথমিক স্বর্ণযুগে অন্যভাষা শিখেনাই? রছুলুল্লাহ (দঃ) যায়েদকে হিব্রু ভাষা শিখতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেছেন الحكمة ضالة المؤمن। জ্ঞান বিজ্ঞান যেখানেই মিলুক তা মুমিন মুছলমানের হারানো ধন। এই জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্র, শিল্প কৌশল এবং শক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি খালেক বা স্রষ্টার কাছে নত মস্তক না হয়ে পারেনা। জ্ঞান, প্রজ্ঞা *wisdom knowledge* মানুষের মনোবৃত্তিকে সুগঠিত, অন্তর্নিহিত শক্তিনিচয়কে বিকশিত এবং বুদ্ধিকে পরিমার্জিত করে তোলে, তাকে নকল নবিশ করে তোলে না। মুছলিম জাতিকে উত্থিত করা হয়েছিল এজন্য যে তারা নিজে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে সমগ্র মানব মণ্ডলীকে পথ দেখাবে।

كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر -

তোমাদিগকে উত্থিত করা হয়েছে, সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য। তারা মানব সমাজে কল্যাণের প্রচার এবং অকল্যাণ ও অন্যায়ের প্রতিবিধান করবে বলেই এই জাতিকে শিরোপা করা হয়েছে।

হযরত উমরের বিচারের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি কিবতীর হাতে 'দোররায়ে ফারুকী' তুলে দিলেন। কিবতী লাটের ছেলেকে ইচ্ছামত চাবুক কষে রক্তাক্ত করে দিল। কিন্তু লাট সাহেবকে খাতির করে রেহাই দিল! হযরত উমর ক্রুদ্ধস্বরে লাট ছাহেবকে বল্লেন—

متى تعبدتم الناس و قد ولدن امهاتهم احرارا

কখন থেকে তোমরা মানুষকে দাসে পরিণত করলে অথচ তাদের জননীরা তো তাদেরে আযাদরূপেই প্রসব করেছিল?

দুনয়ার কোন সংখ্যাগুরুদলের শাসক দেখাতে পারে কি সংখ্যালঘুদের প্রতি এমন ন্যায় বিচার ও ন্যায় পরায়ণতার বলিষ্ঠ ও সুমহান দৃষ্টান্ত?

হযরত উমরের বিভিন্ন সরকারী দফ্তরের মধ্যে এক দফ্তরের নাম ছিল দিওয়ান! মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি বলেছিলেন, যদি ১ বৎসর বেঁচে থাকি, খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশ এবং অঞ্চলের সকলের *Census* আদমশুমারী নেওয়ার ব্যবস্থা করব। অমুছলমানদের সাথে তিনি মুসলমানদের মতই তুল্য ন্যায়-বিচার ও আচরণে জন্য প্রস্তুত থাকতেন। একদিন তিনি বাজারে বের হয়ে এক বৃদ্ধ ইহুদী বা খৃষ্টানকে টুপিহাতে ভিক্ষা করতে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর শুনে তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে তিনি মজলিছে শূরা আহ্বান করে তার জীবিকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে ছিলেন।

মুছলিম স্টেটে ইছলামী বিধান মতে রাষ্ট্র এবং নাগরিক অধিকার সকলের জন্যই সমান! মুছলিম রাষ্ট্রের অমুছলিম নাগরিকদের সম্বন্ধে শরীআতে ব্যবস্থা রয়েছে:— دماءهم كدمائنا واموالهم كاموالنا

তাদের রক্ত, তাদের ধনসম্পত্তি আমাদেরই রক্ত ও ধন-সম্পত্তির মতই পবিত্র ও সুরক্ষিত!

আল্লাহতাআলা তাঁর প্রেরিত রছুল এবং মুছলমান-দের সম্বন্ধে ঘোষণা করেছেন,

ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم، فالذين آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون -

রছুলুল্লাহ (দঃ) পৃথিবীর মানবজাতিকে দুর্বিষহ ভার থেকে মুক্ত করেন, যে লৌহশৃঙ্খলে মনুষ্য-সমাজ আবদ্ধ ছিল তাদের সেই শৃংখল মোচন করেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছে, তাঁকে শক্তিমান এবং তাঁর গৌরব বর্ধন করেছে, তাঁর সাহায্যকারী হয়ে পেরেছে আর যে জ্যোতিকে তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করেছে, অর্থাৎ কোরআনকে জীবনের মন্ত্র ও দিশারীরূপে গ্রহণ করে আইন রূপে

www.ahlehadeethbd.org

মেনে চলেছে তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত এবং বিজয়ী দলের অন্তর্ভুক্ত!

আজ দুনিয়া যে সব সমস্যায় ভারাক্রান্ত, একমাত্র কোরআন মজীদের সক্রিয় রূপায়ন দিয়েই তার সুসমাধান সম্ভবপর। দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে যে ভ্রান্ত জীবনব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে এবং যার প্রচারণা বহুলোককে বিভ্রান্ত করে তুলছে, আল্লাহর শাশ্বত চিরসত্য চিরসুন্দর ব্যবস্থাপত্র দিয়ে যদি তার—মোকাবিলা করতে চান, তাহলে সর্বপ্রথম ভণ্ডামী ও মুনাফেকী পরিহার করুন, দলাদলী, পার্টি পলিটিক্সের কোন্দল-কোলাহল, কাদা ছোড়াছুড়ি পরিত্যাগ করুন, সমাজজীবন থেকে শ্রেণীভেদের অভিশাপ বিদূরিত করুন এবং কোরআনের সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে রূপায়িত করার জন্য সকলে মিলে অগ্রসর হন। ছোট বড় শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সামনে এই এক কর্তব্যই আজ এসে দাঁড়িয়েছে!

আছমানে এক লাল মেঘ ভীষণ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে, সমগ্র দুনিয়াকে সে গ্রাস করতে উদ্যত। তুর্কিস্তান, তাজকিস্তান, বোখারা, সমরকন্দ প্রভৃতি মুছলিম ধর্ম-প্রসিদ্ধ ইছলাম এবং কোরআন-হাদীছ প্রচার কেন্দ্রসমূহের সহস্র সহস্র মছজিদ আজ ঘোড়ার আস্তবল, সিনেমা হল, ও নাচ তামাসার ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে!

আজ আমাদের ভবিষ্যতের আশা তরুণের দল বিভ্রান্তির মোহে এক সর্বনাশা গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে। পৃথিবীতে নরনারী তরুণ তরুণীর স্বাভাবিক পার্থক্যের সীমারেখা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পর নারী আর আপন, নিকট আত্মীয়, ভগ্নী এমন কি জন্মদাত্রী মাতার পার্থক্যও ঘুচে যাচ্ছে। জেনে রাখ পাকিস্তানে ইছলামের রূপায়ণপ্রয়াসী মুছলমান, রাশিয়ায় ক্লিনিক বসেছে আর তাতে পরীক্ষা চলছে, মাতা আর ভগ্নীর সঙ্গে যৌন মিলনে শারীরিক দিক দিয়ে স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে কোন ক্ষতির আশঙ্কা আছে কিনা? হুশিয়ার হও মুছলমান—

از منطق و حکمت نکشاید در محبوب
این ها همه آرائش افسانهٔ عشق است!

ফিজিক ও লজিক দিয়ে অনেক কাজ হয় কিন্তু প্রিয়তমের দুয়ার মুক্ত হয় না, এগুলো প্রেমের কাহিনীর সৌষ্টব মাত্র! জাতির সম্মুখে এখন কর্তব্য কি?

محمد عربی کا بروی هر دوسراست
کسیکه خاک درش نیست خاک برسراو!

আরাবী মোহাম্মদ (দঃ)ই ইহকাল পরকালের আব্রু! যারা তাঁর দুয়োরের মাটি হ'তে পারেনি তার মাথায় ছাই!

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগসূত্র কিসের? জাতির? ভাষার? বর্ণের? না শারীরিক গঠনের? উভয়ের মধ্যে একটি মাত্র অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান—যা বর্তমানে ধ্বংস করার চেষ্টা চল্‌ছে! সেটা হচ্ছে ইছলাম! যার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে পাকিস্তানী জাতীয়তা। এই সম্পর্কই আরব আজমকে একত্র করেছিল, সাগরের একপারকে অপরপারের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত করেছিল। এই হচ্ছে মুছলিম জাতীয়তার আদর্শ। তাই মহা কবি গেয়েছিলেন।

چین و عرب همارا هندوستان همارا
مسلم هیں هم وطن هے سارا جهان همارا!
تیغوں کے سائے میں هم پل کر جوان هوئے هیں
خنجر هلال کا هے قومی نشان همارا!
توحید کی امانت سینوں میں هے همارے،
آسان نهیں مٹانا نام و نشان همارا!
سالار کاروان هے میر حجاز اپنا،
اس نام سے هے باقی آرام جان همارا!

চীন আমাদের, আরব আমাদের, হিন্দও আমাদের! আমরা মুছলিম! সমগ্র দুনিয়াই আমাদের স্বদেশ! তরবারির ছায়ায় প্রতিপালিত হ'য়ে আমরা জওয়ান হয়েছি,
নবচন্দ্রের খঞ্জর হচ্ছে আমাদের জাতীয় পতাকার প্রতীক!
তওহীদের আমানত রয়েছে আমাদের বুকে গচ্ছিত,
আমাদের নাম নিশান মুছে ফেলা সহজ সাধ্য নয়
হিজায পতি মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের কাফেলার সেনাপতি,
এই নামেই আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি বিরাজ করছে!

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ) দেশ বর্ণ-শ্রেণী-নিরপেক্ষ এই মহা জাতির একচ্ছত্র নেতা। ভৌগলিক জাতিয়তা স্বীকার ক'রে নিলে এই আরাবী মোহাম্মদ (দঃ) কে নেতারূপে স্বীকার করবেন কেমন করে? বন্ধুগণ, সাবধান! আপনাদের জাতীয় মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ফেলার কোন ষড়যন্ত্রকেই বরদাশ্ত করবেননা।

در دل مسلم مقام مصطفی است،
آبروئے ما زنام مصطفی است !

মুছলিম জাতির হৃদয় রাজ্যে তাদের একমাত্র অধিনায়ক রছুলুল্লাহর (দঃ) জন্য রয়েছে এক বিশিষ্ট সিংহাসন! আপনি ইংরাজ হ'তে পারেন, জার্মান হ'তে পারেন, হিন্দু হ'তে পারেন, নমঃশূদ্র অস্পৃশ্য হ'তে পারেন। সব হতে পারেন, কিন্তু ইছলামকে সঙ্গে নিয়ে হ'তে পারবেন না।

এ জাতির নাম হয়েছিল মুছলিম-আত্মসমর্পিত। এদের জীবন, মৃত্যু, আল্লাহর হস্তে বিক্রীত। সাবধান জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিওনা! নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করোনা।

আমার বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে গেল। আল্লাহ মুছাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

و ماتلك بيمينك يا موسى ؟ قال هى عصاى
اتوكؤا عليها واهش بها على غنمى ولى فيها مارب
اخرى -

হে মুছা তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কি? তিনি বললেন, এটা আমার লাঠি, এর ওপর আমি ঠেস দেই, এই দিয়ে গাছ থেকে পাতা ঝেড়ে আমার পশুপালকে খাওয়াই, এদিয়ে আরও অন্য কাজ হয়।

আল্লাহর প্রশ্ন ছিল শুধু একটা, কিন্তু মুছা উত্তরে অনেক কথা বলে ফেললেন। এত কথা তিনি বললেন কেন? কারণ রোজ রোজ আল্লাহর সঙ্গে কথা চলেনা আর প্রতিদিন তুর পাহাড়েও উঠা যায় না।

আমার জীবনেরও সায়াহ্ন কাল সমুপস্থিত। আপনাদের খেদমতে হাযির হওয়ার আর সুযোগ পাব কিনা, সে কথা নিশ্চিত করে বলা চলে না। কাজেই বক্তৃতা আমার লম্বা হয়েগেল।

সর্বশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাকে আপনাদেরকে, বৃদ্ধ, যুবা, নারী পুরুষ সকলকে ইছলামের প্রেরণায় উদ্বোধিত করে তোলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) নেতৃত্ব আমরা সকলে মনে প্রাণে কবুল ক'রে নিয়ে আবার নব উন্মাদনায় ইছলামী ঝাণ্ডার তলে আমরা যেন সমবেত হই, আল্লাহর তওহীদের পিযুষ ধারায় সকলের হৃদয়মন পরিস্নাত এবং আল্লাহর কোরআনের সমুজ্জল জ্যোতিতে অন্তরলোক রওশন ও দীপ্ত হয়ে উঠুক।

হে আল্লাহ, আমাদের সকলকে আমাদের নওজওয়ান ও ছাত্র বন্ধুগণকে এই তওফিকই দান কর। আমীন! ইয়া রাব্বাল আ'লামীন!

যে দিন শুরু হ'লো এই জীবনের :

খোন্দকার আবদুর রহিম।

যুগান্তর-নির্ম্মিত ছাদ চুর্ণ হ'য়ে পড়ে পায়ের তলায়—
প্রোজ্জ্বল অগ্নির মুখে কুটিরের মত।
শোভাযাত্রা ক'রে ক'রে স্তূপাকার ভস্মেরা ভয়েতে পালায়
স্বপ্নিল পারাবারে নবতর বলাকায় ডানা মেলে ধীরে অবিরত।

অনুর্বর প্রান্তরেতে ছিল একদিন :
কঠিন হৃদয়-গড়া কাঁকরের বাঁধ!
শষ্পেরা সবুজ পায়ে দীর্ঘদিন হেটে হেটে রাখিল না চিন্;
জীবন্ত অংকুরগুলি আঁকিল জীবন পাতে বাঁচিবার স্বাদ।

শতাব্দী-বিদীর্ণ ক'রে পঞ্জিকা আনিল এক নয়া ইতিহাস :
সে—এক রক্তিম সন-তারিখের দৃপ্ত রূপায়ণ;
আকাশে দিগন্ত-রেখা কাছে এসে দিয়ে গেল সুখের আভাষ
খুলি' পুব-বাতায়ন।

চিরন্তনী তুমি ওগো বৎসরের সমারোহ ক্ষণে,
আবার শপথ লহো মাটি আর মানুষের সনে!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহ্‌মদ আলী
মেছাখোলা, খুলনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারত সীমান্তে একটি বিদ্রোহী-ছাউনী

(৪)

"২০শে অক্টোবর আমরা আমাদের বিক্ষিপ্ত সৈনিকদিগকে একত্রিত করিয়া পশ্চাদপসরণ করিলাম এবং তাও শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে করিতে অধিক রাত্রিতে আমাদিগকে নিরাপদ স্থানে ফিরিয়া আসিতে হয়। সংখ্যা ও শক্তিতে শত্রুপক্ষই ছিল প্রবল, এবং তাহারা পুনঃ পুনঃ আমাদের পশ্চাৎরক্ষী বাহিনীর কাতার ভেদ করিয়া আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইতেছিল। কিন্তু আমাদের সম্মুখে প্রাণ বাঁচানোর প্রশ্ন উপস্থিত থাকায় প্রত্যেকেই আপনাপন বন্দুক দ্বারা শত্রুদিগকে অভ্যর্থনা জানাইতেছিলাম আর পিছু হটিতেছিলাম এবং পর্বত পর্যান্ত পৌছিবা-মাত্র বন্দুকের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে কামানের দ্বারা অভ্যর্থনা জানাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। রাত্রিকালের যুদ্ধ, ঘনকৃষ্ণ বনানী এক মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করিল। সম্মুখে ভীষণদর্শন ঘন কৃষ্ণবর্ণে আচ্ছাদিত বনানী, উহার দক্ষিণ ও বাম ভাগ প্রজ্বলিত হুতাশনে ঔজ্জলিত এবং উহার স্ফুলিঙ্গসমূহ নক্ষত্রের আকার গ্রহণ পূর্বক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়া ভয়াবহ বিপদের মধ্যেও আনন্দ দান করিতে চাহিতেছে। এই আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত পদাতিকবাহি-নীটিকে একটি রেখার মত দেখা যাইতেছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ ভীতি উৎপাদক গগণবিদারী "আল্লাহু আকবর" ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল এবং বৃক্ষরাজির অন্তরাল হইতে আগ্নেয়াস্ত্র চালিত হইতেছিল। আগ্নেয়-অস্ত্রের গুরুগম্ভীর নাদ এবং তরবারির ঝঙ্কারে কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ বর্ণের পোষাকাচ্ছাদিত-দেহ এক বিপুল বাহিনী দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া আমাদের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সঙ্গে তরবারির ঝঙ্কার ও আগ্নেয় অস্ত্রের গর্জ্জন এবং ভীতিউদ্দীপক আল্লাহু আকবর ধ্বনি আমা-দের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় করিয়া তুলিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন করে না। পাঠানদের পদভারে পতিত প্রস্তরখণ্ডসমূহের পতনের গুরুগম্ভীর আওয়াজ, বন্দুকের আলোক এবং তরবারির চাকচিক্য একত্রিত হইয়া যে শোভা ধারণ করিল তাহা এই ভয়াবহ বিপদের মধ্যেও কম উপভোগ্য হইলনা। কিন্তু আমরা কেবল একতরফা জীবন দিতে ছিলাম না, নিতেও ছিলাম। মুহুমূর্হু আমাদের কামান বন্দুক হইতে ভীষণ রবে আওয়াজ নির্গত হইয়া ধূম্র উদগীরণ করিতেছিল এবং সেই ধূম্রজাল অপসারিত হওয়ার পর সম্মুখে কেহ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। আমাদের শত্রুদের তরফ হইতে "মরলাম গেলাম" করুণ আওয়াজ এবং পোস্ত ভাষায় কাতরকণ্ঠে পানিপানি করিতেও শুনা যাইতেছিল। আমাদের কামান বন্দুকের ব্যবহার যে নিরর্থক যায় নাই উহা হইতে তাহা বিলক্ষণভাবে বুঝা যাইতেছিল। পরক্ষণেই অন্য দিক হইতে দুইএকবার গুলিবর্ষণের আওয়াজ শোনা গেল। আমাদের ভারতীয় সৈন্যগণ পর্ব্বতের উপর হইতে পতিত প্রস্তরখণ্ড সমূহের শব্দ শুনিয়া শত্রু পক্ষ যে আমাদিগকে অনুসরণ পূর্বক মুখো-মুখি ভাবে আক্রমণের জন্য আগাইয়া আসিতেছে তাহা বিলক্ষণ ভাবে বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। এই ভাবে মশালের আলোকমালা এবং রাইফেলের শব্দে সেই অন্ধকার রাত্রিতে ঘনবনানী সম্বলিত পর্বতমালা এবং সৈনিকগণের পারস্পরিক আক্রমণাত্মক আস্ফালন ও চীৎকারে যেমন একদিকে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে তেমনি আর এক দিকে নক্ষত্রের আলোকের আকারে অন্ধকারাচ্ছন্ন জমিন আলোকিত হইয়াউঠিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অতঃপর আর একবার সেই ভীতি-উৎপাদক "আল্লাহু আকবর" ধ্বনির সহিত শত্রু পক্ষের আক্রমণ শুরু হইল। বারুদ ও কার্তুজ বর্ষণের কর্ণবিদারী আওয়াজ এবং উহার শেষ ফলও পূর্বের মতই হইল। কিন্তু এবার আমাদিগকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে যে কৃষ্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত-দেহ শত্রুবাহিনী অগ্রসর হইতেছিল তাহাদিগকে সাবধানতার সহিত কটি ভারিবোঝা স্কন্ধে লইতে দেখিয়া আমাদের গুলিবর্ষণ যে নিরর্থক যাইবে তাহা স্পষ্টতঃ বোধগম্য হইতেছিল। উহার অল্পক্ষণ পরেই উভয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে গুরুগম্ভীর নাদে আমাদিগকে গুলিবর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া শত্রুদিগকে তরবারির আঘাতের সীমার মধ্যে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিতে বলা হইল এবং উহার পরের শব্দ আর কাহারো কর্ণগোচর হইলনা। সৈনিকগণ আদেশ পালন পূর্বক বন্দুক চালনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল কলরবের সহিত মুখোমুখী আক্রমণ প্রতিরাক্রমণ আরম্ভ হইয়া গেল এবং ঠিক সেই সময়ে পর্বতের শীর্ষদেশে দীর্ঘবাহু সেনাপতির চেহারা পরিদৃষ্ট হইল এবং বোঝা গেল যে, এই আদেশ তাঁহারই। অতঃপর গুলিবর্ষণের পরিমাণের উপর অনুমান করিয়া শত্রুপক্ষের সংখ্যাশক্তি সম্বন্ধে ধারণা করিতে কষ্ট হইল না। কিঞ্চিৎ পূরেই আক্রমণ শেষ পর্য্যায়ে উপনীত হইল এবং প্রস্তর অস্ত্রসমূহের পতনের শব্দে শত্রুগণ যে তাহাদের ইতিহাস লইয়া প্রস্থান করিতেছে তাহা বুঝা যাইতেছিল।

শত্রুপক্ষ এইভাবে দিনের পর দিন আক্রমণ চালাইতেছে আর তাহাদের উৎসাহ উদ্যম এবং ঘৃণাবিদ্বেষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহসও বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের সেনাপতির পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিলনা। সুতরাং কয়েক সপ্তাহ যাবত বৃটিশ সৈনিক বাহিনী ভীতিবিহ্বল অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, এমতাবস্থার মধ্যে বাজুর উপজাতীয়গণ মুজাহিদীনদের সংগে মিলিত হওয়ায় তাহাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইল। সুতরাং আমাদের সেনাপতির পক্ষে শত্রু পক্ষকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওয়াদী চুমনার দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইল না, এবং এই অবস্থার মধ্যে আমাদের সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগ এবং দক্ষিণ বাহু ও পৃষ্ঠ-দেশ বিপন্ন হইয়া পড়িল। অবস্থা এতই সঙ্কটজনক হইয়া পড়িল যে, আমাদের বাহিনীর পক্ষে যেমন অগ্রসর হওয়া কল্পনার অতীত ছিল তেমনি পিছু হটিয়া আসারও সুযোগ ছিলনা। ৮ই নবেম্বর তারিখে সেনাপতির নিকট পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই মর্মে পত্র আসিল যে, তাঁহাকে যদি আরও ১৬০০ ষোলশত সশস্ত্র পদাতিক দ্বারা সাহায্য করা যায় তাহা হইলে তিনি মূলকাঙ্খিত বিদ্বেষ-পরায়ণ শত্রুদিগের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে নির্মূল করিতে পারেন কিনা? ১২ই তারিখে উহার জওয়াবে বলা হইল যে, "দুই সহস্র উৎকৃষ্ট সৈনিক এবং উপযুক্ত সংখ্যক কামান দিয়া সাহায্য করিলে অগ্রসর হওয়ার কথা চিন্তা করা যাইতে পারে" উহার উত্তরে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া বলা হইল যে, "বর্তমান পরিস্থিতিতে যতক্ষণ পর্যন্ত কূটনৈতিক আলাপ আলোচনা দ্বারা উপজাতীয়দিগকে দলভাঙ্গা করিয়া অন্ততঃ তাহাদের কতককে আমাদের পক্ষে না আনা যাইতেছে ততক্ষণ অগ্রসর হইয়া লোক ক্ষয়দ্বারা লাভ কিছুই হইবে না।"

সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া যুদ্ধের আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই বিবাদ প্রতিরোধের জন্য পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে এরূপভাবে সামরিক চৌকিসমূহ সৈনিকশূন্য করিতে হইয়াছিল যে, বড় লাটের দেহরক্ষীবাহিনীর একটি প্রধান অংশকেও প্রেরণ করিতে হয় এবং ৭ম সংখ্যক ফৌজি লারী বাহিনীর ছওয়ার ও পদাতিক সশস্ত্র পুলিশদলকেও প্রেরণ করা হয়। সৈনিক ও রসদদাদি প্রেরণের জন্য সমগ্র পাঞ্জাব হাঁকিয়া চারি হাজার দুই শত উষ্ট্র এবং দুই হাজার একশত খচ্চর সংগৃহীত হইয়াছিল। [১৮৬৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের পত্রের ৬৭ নং প্যারা দ্রষ্টব্য।]

কিন্তু এত চেষ্টাচরিত্র সত্ত্বেও এই অভিযানের ফল আমাদের পক্ষে একান্তই শোচনীয় হইয়াছিল। আমাদের পরিকল্পনা মোতাবেক সীমান্তস্থিত চৌকি হইতে হঠাৎ অগ্রসর হইয়া বিস্তৃত তরাই অঞ্চল অধিকারের যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণতঃ নিস্ফল হইয়া গেল। উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ ১৫ই এপ্রিলের মধ্যেই এই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অভিযান শেষ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৪ই নবেম্বরের মধ্যেই আমাদের বাহিনীর পক্ষে অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং অগ্রসর হইয়া শত্রুদলকে নিপাত করা দূরের কথা, তরাই অঞ্চল অধিকার করিবার জন্য আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়াছিলাম উহার সম্মুখ ও পশ্চাদভাগ রক্ষা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। জেনারেল চেম্বারলেন ইতিপূর্বেই ১৯শে অক্টোবর তারিখে সামরিক সাহায্য চাহিয়া যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, একমাস পরে সেই মোতাবেক ১৯শে নবেম্বর তারিখে ১৫০০ এক হাজার পাঁচ শত সৈনিক প্রেরণের সংবাদ পাওয়া গেল।

১৮ই নবেম্বর শত্রুপক্ষ প্রবল আক্রমণের দ্বারা আমাদের একটি সামরিক চৌকি অধিকার করিয়া লইল এবং সেই আক্রমণে আমাদের পক্ষের অফিসার ছাড়াও ১১৪ জন সৈনিক হতাহত হইল, এবং তাহারা আমাদিগকে খানিকটা পশ্চাতে ফেলিয়া দিল। দ্বিতীয় দিনে শত্রু পক্ষ আমাদের আরও একটি চৌকি অধিকার করিল এবং উহা পুনরধিকারের জন্য আমাদিগকে মরণাহবে মাতিয়া উঠিতে হইল। চৌকিটি উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু সেজন্য আমাদিগকে যে মূল্য দিতে হইল তাহা একান্তভাবেই আতঙ্কজনক অর্থাৎ কতিপয় যোগ্য অফিসারসহ ২৫০ জন উৎকৃষ্ট সৈনিককে সমরক্ষেত্রে প্রাণাহুতি দিতে হইল এবং সেনাপতি জেনারেল নেভিল চেম্বারলেনও মারাত্মক রকমে আহত হইলেন। ২০শে তারিখে আমাদিগকে ৪৪৫ জন আহত ও পীড়িত সৈনিকদিগকে ফেরৎ পাঠাইবার চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে হইল। ১৯শে তারিখ জেনারেল নেভিল চেম্বারলেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্মে তার করিলেন যে—

"একমাসকাল যাবৎ আমাদের সৈনিকবৃন্দ নিত্য নূতন শক্তি দ্বারা শক্তিমান শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়িয়া প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য আমাদের পক্ষে নূতন সাহায্য অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, অন্যথায় আমার পক্ষে শত্রুর মোকাবিলা করা এবং রসদপত্র সংগ্রহ এবং হতাহত পীড়িত সৈনিকদিগকে ফেরৎ পাঠানোর ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে। এমতাবস্থায় আপনি যদি শত্রুদিগের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য যথোপযুগী সৈনিকদল প্রেরণ করিতে পারেন তাহা হইলে তাহাদিগকে অগ্রভাগে স্থাপন করতঃ ইতিপূর্বে যাহাদিগকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে উহাদের পশ্চাদভাগ রক্ষার কাজে নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধ চালানো যাইতে পারে। এই সাহায্য একান্তই জরুরী এবং সত্বরই উহা আবশ্যক।

বর্তমান অবস্থায় আমাদের সম্মুখে একঅতিভীষণ এবং সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। পুনঃপুনঃ আক্রান্ত ও প্রচুর পরিমাণে হতাহত হইয়া আমাদের সৈনিকগণ ভয় ও নিরাশা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে শত্রুর পক্ষে সেই সুযোগ গ্রহণ পূর্বক আমাদিগকে সীমান্ত অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করা অসম্ভব ছিলনা। পক্ষান্তরে সেই পরাজয়ে আমাদের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইত কোন বিজ্ঞানসম্মত বৃহৎ যুদ্ধেও তাহা কল্পনা করা দুষ্কর। কিন্তু উহার আরও একটি ভয়াবহ অনিষ্টকর দিক ছিল এবং তাহা এই যে, অবস্থা অনুরূপ হইলে শত্রু পক্ষ সীমান্ত অঞ্চলে আমাদিগকে সমূলে নির্মূলিত করিয়া যে অবস্থা সৃষ্টি করিত তাহার সুদূরপ্রসারী অনিষ্ট করিবার কথা চিন্তা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এই অবস্থায় পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট নির্দেশ দিলেন যে, যদি জেনারেল চেম্বারলেন উচিত মনে করেন তাহা হইলে তিনি স্বীয় বাহিনীসহ পশ্চাদপসরণ পূর্বক নিরাপদ স্থানে বসিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের এই সাবধানতামূলক ব্যবস্থা জেনারেল চেম্বারলেনের মনঃপূত হইলনা। সুতরাং তিনি উহার উত্তরে জানাইলেন যে, পাঞ্জাব সরকার বৃটিশ সৈনিকবৃন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বশতঃএরূপ নির্দেশ দিতে বাধ্য হইয়া থাকেন বলিয়া মনে হইতেছে। পুনঃপুনঃ আক্রান্ত এবং প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির দরুণ তাহারা হতোদ্যম হইয়া পড়িলেও জয়লাভ সম্বন্ধে তাহারা একেবারে নিরাশ হয় নাই। নূতন সাহায্য দ্বারা শক্তিমান হইয়া লড়িতে পারিলে এখনও তিনি কৃতকার্য হওয়ার আশা রাখেন"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহার পরের দিন কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় সৈনিক-সহ ২৩সংখ্যক দেশীয় পদাতিক বাহিনীটি জেনারেলের ক্যাম্পে উপস্থিত হইল। শত্রুপক্ষ এযাবতকাল তাহাদের সমস্তশক্তি লইয়া লড়িয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,সুতরাং আমাদের বাহিনীর নববলে বলীয়ান হওয়ার বিষয় অবগত হইয়া তাহারা নিরুদ্যম হইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে তাহারা আরও চিন্তা করিতে বাধ্য হইল যে, বৃটিশের ন্যায় অপরিসীম শক্তি ও যোগাযোগের অধিকারী প্রবল শক্তির সহিত সীমাবদ্ধ শক্তি লইয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। মুজাহিদীনগণ প্রায় ক্ষেত্রে শুক্রবারের জুমআর নামায অন্তে আক্রমণ করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু উহার পরের শুক্রবারে তাহাদের যুদ্ধোদ্যমের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলনা। কিন্তু আমাদের বাহিনীও অগ্রসর হওয়ার ভরসা পাইতেছিল না। ২৮শে নবেম্বর তারিখে পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের একখানি পত্রে আমাদের অগ্রসর না হওয়ার দরুণ তিরস্কার করা হইল। ওদিকে আমাদের বাহিনীর সাহায্যার্থ নূতন সৈনিকদল আসিয়া গিয়াছে শুনিবামাত্র, মুজাহিদীন বাহিনীর জন্যও নূতন শক্তি আসিয়া তাহাদিগকে নববলে বলীয়ান করিয়া তুলিল। মাত্র একজন উপজাতীয় সরদার [বাজুরের নছিহত লাল খান] তিন সহস্র সশস্ত্র সাহসী যোদ্ধা লইয়া তাহাদের দলে যোগদান করিল। অপর একজন দরবেশ [কুনহায়ের হাজী সাহেব] পাঁচ শত মুজাহিদ দ্বারা গঠিত একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করিলেন। তাহারা হয়, জয় নয়তো শাহাদাত বরণের দৃঢ় পণ লইয়া আসিয়াছিল।

৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের জন্য নূতন সাহায্যকারী দলসমূহ উপস্থিত হওয়ায় আমাদের শক্তি দাঁড়াইল এইরূপঃ উৎকৃষ্ট এবং সুশিক্ষিত নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা হইল ৯০০০ নয় হাজার, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ৯৩ সংখ্যক হাইল্যাণ্ডার দলটিও ছিল। ইহার উপর অনিয়মিত সৈন্য সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এইরূপ একটি শক্তিশালী বাহিনী লইয়া গর্বিত বৃটিশ সেনাপতির পক্ষে একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছিল একান্তই অবমাননাকর ব্যাপার। তাঁহারই সম্মুখে যে কঠোর কর্তব্য উপস্থিত ছিল তাহা হইতেছে এই যে, যতশীঘ্র সম্ভব আক্রমণ করিয়া শত্রুপক্ষকে ছত্রভংগ ও নিশ্চিহ্ন করিয়া পথের কণ্টক দূর করা। কর্তৃপক্ষও তাহাই চাহিতেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহী মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ সীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ পাঠানদিগের মধ্যে যে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা। যে সমস্ত পাঠান মুজাহিদদলে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা যেমন জয়লাভের আকাঙ্খায় অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি শাহাদাৎ-বরণের জন্যও তাহারা পাগলপারা হইয়া রহিয়াছিল। পাঠানদের মধ্যে যে সমস্ত উপজাতি অপেক্ষাকৃত অল্প বৃটিশ-বিদ্বেষী মুজাহিদ নেতৃবৃন্দ তাহাদিগকেও ক্রমবর্দ্ধমান বৃটিশ অগ্রসর নীতির প্রতি মামুলি নির্দেশ দান পূর্বক বুঝাইয়াছিলেন যে, ইংরেজ যেভাবে সীমান্তে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে চুপ করিয়া থাকিলে তাহাদের জনপদকে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবে। এই শ্রেণীর প্রচারণা পাঠানদের মধ্যে যে প্রবল উত্তেজনাও উদ্যম সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই তাহাদিগকে সুশিক্ষিত বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধদানের জন্য উন্মাদ করিয়া তুলিয়া সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল ব্যাপিয়া যুদ্ধের আগুণ প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাঠানদের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা উপস্থিত করিলেন যে, "সর্বত্রই বিপুল উৎসাহউদ্যম সহকারে যুদ্ধের আয়োজন ও পারতারা চলিতেছে, এবং ১৮৫২ অব্দে পরলোকগত লর্ড ক্লাইড শাবকদর নামক যে স্থানে মোহমন্দ উপজাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন,তাহারা সেইস্থানে সমবেত হইয়া সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কোহাট হইতে ওয়াজিরি ও আত্তমানখেল উপজাতিদ্বয়েরও আক্রমণ আয়োজনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ৫ই ডিসেম্বর মোহমন্দগণ শাবকদরের নিকট আমাদের যে ঘাঁটি ছিল সেই ঘাঁটি আক্রমণ করিল।"

(পেশোয়ার বিভাগের কমিশনার মেজর হেমস এর বর্ণনা)

একেইতো পার্বত্য এলাকার উপজাতীয়দের একতা ক্ষণস্থায়ী, সেই সংগে আমাদের পক্ষ হইতে কূটনৈতিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চাল আরম্ভ করিয়া দেওয়ায়তাহাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হইতে বিলম্ব হইলনা। অর্থাৎ যেকার্য্য সাধনে আমাদের বিপুল বাহিনীদীর্ঘদিন লড়িয়াকৃতকার্য্যহইতে পারেনাই তাহাই সহজে সিদ্ধ হওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে পেশোয়ারের কমিশনার বুণিয়ার কুটনৈতিক চালের দ্বারা কতিপয় উপজাতিকে দলছাড়া করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি দুই হাজার সশস্ত্র বাহিনীর অপর একটি উপজাতিকেও মুজাহিদ দলছাড়া করিতে এবং সেই সংগে সওয়াতের পীর সাহেবকেও তাঁহার একান্ত ভক্ত মুরিদগণসহ মুজাহিদদল-ত্যাগে সম্মত করিতে সমর্থ হইলেন। এই অবস্থা দেখিয়া কতিপয় ছোট ছোট দলের দলপতিগণ নিরাশ হইয়া আপনা হইতেই সরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ইহার পরে যাহারা অবশিষ্ট রহিয়া গেল তাহাদের মধ্যেও অনৈক্যের বীজ বপনপূর্বক কৃতকার্য হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। এই সুবর্ণসুযোগ যথাযোগ্যভাবে গ্রহণোদ্দেশ্যে ১৫ই ডিসেম্বর আমাদের বাহিনী মুজাহিদদলের বিরুদ্ধে অসতর্ক অবস্থায় নৈশ আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের চারি শত জনকে হত্যা করিল। ১৬ই তারিখ আমাদের বাহিনী আম্বুনা নামক গ্রাম আক্রমণ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল এবং উপজাতীয়দের দুই শত জন যোদ্ধা সম্মুখ যুদ্ধে হতাহত হইল। উহার পরের দিন বুণিয়ার উপজাতীয়রা নিরুপায় হইয়া কমিশনার সাহেবের নিকট শান্তি প্রস্তাব উপস্থিত করিল! এইভাবে প্রতিদিনই কোন না কোন উপজাতি দল ত্যাগ করিতে আরম্ভ করায় মুজাহিদগণ নিরাশায় একেবারে মুষড়িয়া পড়িল। দিয়ার ও বুজের উপজাতীয়গণও দল-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইল। সুতরাং সূর্য্যোদয়ের সংগে যে ভাবে পার্বত্য এলাকা কুয়াসামুক্ত হইয়া থাকে, ঠিক সেইভাবে পার্বত্য উপজাতীয়দের একতাও আমাদের কুটনৈতিক চালের সম্মুখে পড়িয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যে বুণিয়ার উপজাতীয়গণ মুজাহিদগণের শেষ আশাভরসার স্থল স্বরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহারাও নিরুপায় হইয়া কেবল দল ছাড়িলনা, বরং আমাদের শক্তি অনুযায়ী তাহারা মুজাহিদ' দলের ঘাঁটি আক্রমণ পূর্ব্বক ভস্মীভূত করিতে সম্মত হইয়া আমাদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তি অনুযায়ী এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের সৈনিকবৃন্দ বুণিয়ার উপজাতির সাহায্যে এবং তাহাদের পথ প্রদর্শনে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার সহিত পার্বত্য পথ অতিক্রম পূর্ব্বক মুজাহিদ বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি মূলকা আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ করিয়া ফেলিল। ২০শে ডিসেম্বর আমাদের সৈনিকদলের একটি অংশ আস্তানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং ২৫শে ডিসেম্বর সমগ্র বাহিনী এরূপে নিরাপদ অবস্থার মধ্যে মূল ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল যে, পথিমধ্যে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটি বন্দুক বা রাইফেলও উত্তোলিত হইল না।

যাহাহউক, আমরা যখন সেই বিপদসঙ্কুল ঘাঁটি-ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম তখন প্রতিপদ-ক্ষেপের সহিত রাস্তার উভয় প্রান্তে যুদ্ধে শত্রুহস্তে নিহত সৈনিকবৃন্দের কবররাশির মর্ম্মান্তিক চিত্র আমাদের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল। এই অভিযানে আমাদের যে উৎকৃষ্ট আটশত সাত চল্লিশ ৮৪৭ জন সৈনিককে প্রাণাহুতি দিতে হইয়াছিল উহা আমাদের সমবেত নয়-সহস্র সৈনিকের এক দশমাংশ ছিল। ইহা হইতেছে যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা। আহত এবং তুষার বৃষ্টির মধ্যে ঠাণ্ডা লাগিয়া অথবা আরও নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল তাহাদিগকে এই সংখ্যার মধ্যে গণনাকরা হয় নাই। এই অভিযানের ফলাফল লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "সিমান্তের পার্ব্বত্য এলাকায় অভিযান চালাইতে গিয়া ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আমাদিগকে এরূপ ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয় নাই এবং আর কোন অভিযানও এত দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। বিদ্রোহী মুজাহিদগণ উপজাতীয়দের মধ্যে ধর্মের পবিত্র নামে যে দৃঢ় একতা স্থাপন করিয়াছিল উহাই আমাদিগকে এরূপ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন করিয়াছিল। কিন্তু মুজাহিদগণ কেবল মাত্র ধর্ম্মীয় উন্মাদগ্রস্ত নহে, বরং তাহারা আমাদের ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষে এক অতি ভীষণ এবং স্থায়ী বিপদের হেতু হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ তাহাদের বিস্ময়কর সংগঠনী শক্তির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতি লক্ষ্য করিয়া মনে হয় এই বিপদ যেমনই সুদূর-প্রসারী তেমনি উহা ভয়াবহ এবং এক সময়ে উহা যে সমগ্র সীমান্ত অঞ্চলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে ভারতভূমি হইতে উৎখাত করিবার জন্য মাতিয়া উঠিবে না উহার নিশ্চয়তা কোথায়? ইহা কেবল ভবিষ্যতের কথা নহে, বর্ত্তমানেও তাঁহারা যে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কূটনৈতিক চাল ফলপ্রসূ না হইলে অবস্থা কিরূপ আকার ধারণ করিত তাহা স্মরণ করিতেও যুগপৎভাবে শরীর ও মন শিহরিয়া উঠে! বিশেষতঃ বর্ত্তমান বিপদকালে আমাদের বড়লাট লর্ড এলিসন পার্ব্বত্য-নিবাসে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত থাকায় এই বিপদবার্ত্তা জানাইবার পক্ষে কোন উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষও আমাদের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন না। অপ্রত্যাসন্নকালে বড়লাটের পারিষদবর্গ আমাদিগকে যথোপযুক্ত সাহায্য ও পরামর্শ যোগাইয়া এবং কূটনৈতিক প্রভাব দ্বারা শত্রুদলে ভাঙ্গন ধরাইয়া আমাদের সম্মুখে যে সমস্ত সুবিধা উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার ফলে প্রভুত ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়া আমরা বর্ত্তমান বিপদমুক্ত হইয়া অন্ততঃ চারি বৎসরের জন্য সীমান্ত আক্রমণের বিপদের হস্ত হইতে রেহাই পাইয়াছিলাম! মুজাহেদিন দলের প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক সৈনিক নিহত হইয়াছিল, হতাবশিষ্ট যাহারা ছিল উপজাতীয়গণ তাহাদিগকেও সুনজরে দেখিতেছিল না। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, এই মুজাহেদীনদল যতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের এলাকায় ছাউনী পাতিয়া থাকিবে ততদিন তাহাদিগকে নিরন্তর ইংরেজের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইবে। আমাদের কূটনৈতিক চালের ফলেই যে এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। [সেই কূটনৈতিক চালের মধ্যে নগদ অর্থ ও ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর লোভ ইত্যাদি দ্বারাও যে চালটি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কার্য্যকরী হইয়াছিল সেটি হইতেছে এই যে, ইংরেজগণ ভারত হইতে টাকার বিনিময়ে একদল মওলবী খরিদ করিয়া তাহাদিগকে সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতীয়দের মধ্যে প্রেরণ করিয়া এই মর্ম্মে মিথ্যা প্রচারণা চালাইয়াছিলেন যে, এই মুজাহেদিনগণ ওহাবী, ইহাদের কথা জানিলে অথবা উহাদের সহযোগিতা করিলে ইমান-আমাল খারাব হইয়া পরকাল নষ্ট হইয়া যাইবে। সেই সকল বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে ফারসী ভাষায় লিখিত। 'মাগযানে আহমদী" 'তওয়ারিখে আহমদী" এবং মকতুবাত প্রভৃতি এবং উর্দ্দু ভাষায় লিখিত "ওয়াকেয়া আহমদী" "আরমুগানে আহবাব" "ছাওয়ানেহ আহমদী" ও তওয়ারিখে আজিব, আন্দে রে মুনসুর, তারাজিমে আহলে সাদেকপুর 'মারোয়াহে মোলাম" ছিরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং আরবী ভাষায় লিখিত "নাজ হাতুল খাওয়াতির" প্রভৃতি পুস্তক পাঠকরা আবশ্যক। ঐ সময় ইতিহাস ও চরিত-পুস্তকে কূটনৈতিক চালের বিস্তৃত বিবরণসহ ইংরেজের নিকট আত্ম-বিক্রয়কারী মওলবীদের নামও লিখিত রহিয়াছে! অনুবাদক [এই অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বিদ্রোহী মুজাহিদ নায়কগণ নিজেদিগকে এরূপ অসহায়বোধ করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যকার দুইব্যক্তি সরাসরি ভাবে আমাদের দায়িত্বপূর্ণ অফিসারদের সঙ্গে বাক্যালাপ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হয়েন (মোহাম্মদ এছাহাক ও মোহাম্মদ এয়াকুব এবং তাঁহারা আমাদের পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী এবং পরে মুজাহিদ দলভুক্ত, সৈয়দ মাহমুদের মারফতেও কথাবার্ত্তা চালাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু অপর একজন দৃঢ়চরিত্র নেতার (মওলবী আবদুল্লাহ, ইহারই হস্তে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নর্মান সাহেব হাইকোর্টের দ্বারদেশে নিহত হয়েন) চেষ্টায় উহা ব্যর্থ হইয়া যায় এবং এই নেতার চেষ্টাচরিত্রের ফলে পুনরায় মুজাহিদগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তথাপি ১৮৬৭ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এরূপ আত্মকলহের মধ্যে লিপ্ত থাকিতে হয় যে, আমাদের এলাকায় প্রবেশ ও আক্রমণ চালানো তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু ১৮৬৮ অব্দে তাহারা ৭০০ সাত শত লোক দ্বারা গঠিত একটি সুগঠিত দল লইয়া উপজাতীয়দের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিলেও ১৮৬৩ অব্দে উপজাতীয়গণকে যে শোচনীয় শিক্ষা লাভ করিতে হইয়াছিল উহা স্মরণে আসিবা মাত্র তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে ইতস্ততঃ করিতে থাকে। কিন্তু দৃঢ়চরিত্র বিচক্ষণ মুজাহিদীন নেতৃবৃন্দের আপ্রাণ চেষ্টারফলে পুনরায় উপ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জাতীয়দের অন্তরস্থিত স্বাভাবিক ইংরেজ-বিদ্বেষ ধূমায়িত হইয়া উঠে এবং তাহারা আমাদের একটি চৌকির উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। এই আক্রমণের সংবাদ পাইয়া ভারতগবর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, যদি উহাকে অঙ্কুরেই তৎপরতার সহিত প্রতিরোধ না করাযায় তাহা হইলে তাঁহাদিগকেপুনরায় উপজাতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির সম্মুখীন হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল ওয়াইল্ড সি, বি-পরিচালিত বাহিনী লইয়া বৃটিশ সেনাপতি রওয়ানা দিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উপজাতীয় সরদারদের উদ্দেশ্যে এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচারিত হইল যে, "বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কখনই ইচ্ছাপূর্বক উপজাতীয়দের এলাকা আক্রমণ না করা সত্ত্বেও তাঁহারা পুনঃ পুনঃ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়া আসিতেছেন—এবং তত্রাচ আমরা ধৈর্যের সহিত উহার সম্মুখীন হইয়া জয়লাভের পর উদারনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক আপনাদের সহিত বন্ধুর ন্যায় সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। বর্তমানে যদি আপনারা আমাদের সেই সমস্ত উদার ব্যবহার ও অনুগ্রহ বিস্মৃত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে তেমন অবস্থায় আমরা আপনাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে দ্বিধা-সঙ্কোচের আশ্রয় গ্রহণ করিবনা। সত্বরই এই পত্রের উত্তর পাওয়া আবশ্যক।"

নানা কারণে এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে মাথা ঘামান সম্ভবপর হইতেছেনা। সুতরাং আকারে-ইংগীতে সঙ্ক্ষেপতঃ উহার বিবরণ এইরূপ : জুলাই মাসেই পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট একটি জরুরী তার মারফৎ এই ষড়যন্ত্রের আভাষ দিয়া জানাইয়াছিলেন যে, বিদ্রোহী মুজাহিদগণ আবার যেভাবে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত রহিয়াছে তাহাতে পুনরায় আমাদের পক্ষে ১৮৬৩ অব্দের ন্যায় ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। অতএব সময় ক্ষেপণ না করিয়া দ্রুতগতিতে সাহায্য প্রেরণ করা আবশ্যক। [ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক লিখিত ৫ই নবেম্বরের পত্রের ৪র্থ প্যারা।] এই আবেদন মোতাবেক যে সৈনিকদল প্রেরিত হইল উহার সংখ্যা ছয় হাজার হইতে সাত হাজার পর্যন্ত ছিল। ইহা ছাড়া সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকে দ্বিগুণ শক্তিশালী করা হইল। এবং সারা ভারতের বৃটিশ বাহিনী হইতে নির্বাচিত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সৈনিকবৃন্দকেও বিদ্রোহী মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল।

এই বাহিনী নিম্নলিখিত উপায়ে গঠিত হইল : রয়েল তোপখানা দি ব্যাটারী ও এফ বৃগেড, ই ব্যাটারী ও ১৯ সংখ্যক বৃগেড। আর, এ, ও ২৪, ২ সংখ্যক বৃগেড। ১৯ ও ৬ সংখ্যক এবং প্রথম ব্যাটালিয়ন। ৬৬ সংখ্যকের দুই কোম্পানী। ১৬ সংখ্যক বেঙ্গল ক্যাভালরী। ২২ সংখ্যক গুর্খা রেজিমেণ্ট ৩৪ সংখ্যক নিউ ইনফেণ্টরী। ইহাদিগকে অতি সত্বর রাওয়ালপিণ্ডি হইতে এবোতাবাদের হেডকোয়ার্টারে প্রেরণ করা হইল। ইহাছাড়া শিয়ালকোট হইতে ৩৮ সংখ্যক দলকেও প্রেরণ করা হইল। এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ৩ ও ৭ সংখ্যক বাহিনী এবং ৪র্থ সংখ্যক গুর্খা বাহিনী ও ৮০ ও ১৯ এবং ২৩০ এন, আই, ৯ সংখ্যক বেংগল ক্যাভালরী এবং কা-পুর, আলীগড়, অমৃতসর, লাহোর, ক্যাম্বেলপুর এবং রাওয়ালপিণ্ডিস্থ সৈনিকদল সমূহকেও জেনারেল ওয়াইলডের নেতৃত্বে প্রেরণ করা হইল। পক্ষান্তরে সেখানে আরও যত সৈনিক দল ছিল সকলকেই বিদ্রোহী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করা হইল।

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে আমাদের সৈনিকবৃন্দ উৎসাহউদ্যম সহকারে এরূপ দ্রুত বেগে ধাবিত হইল যাহা বসন্তকালেও আশা করা যাইতে পারেনা। পরিখা-খননকারী প্রভৃতি কয়েকটি দল ২৯ উনত্রিশ দিনের মধ্যে ছয় শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিপুল সংখ্যক সৈনিক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য উপস্থিত হইল। আমাদের এই বিরাট আয়োজনের সংবাদ পাইয়া উপজাতীয়গণ নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িল। এবং আমরা ভাবিলাম বিপুল ব্যয় ভূষণ বহন পূর্বক কামান বন্দুকসহ উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই যে বিরাট বাহিনী উপস্থিত করিয়াছি তদ্দৃষ্টে বিদ্রোহী ভীতিগ্রস্ত অবস্থায় বিনা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুদ্ধেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু এই আশা যে সফল হয় নাই কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেলের পত্র হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

(সামরিক বিভাগের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল কর্ত্তৃক ১৮৬৮ সালের ৫ই নবেম্বর তারিখে লিখিত ১৬৩ নম্বর পত্রের ১৭ প্যারা)

তিনি লিখিলেন "ইউরোপীয় সৈনিকদলের মিলিত বিরাট বাহিনী দশ হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়া যাহাদের বিরুদ্ধে লড়িতেছিলেন তাহাদের সাহস, বীরত্ব এবং ধৈর্য্য ও সমর নিপুণতা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইলেও তাহা অবশ্য করিয়া উপভোগ্য এবং একান্তভাবেই প্রশংসার যোগ্য। এই ভীষণ যুদ্ধ যিনি পরিচালনা করিতেছিলেন সেই বৃটিশ সেনাপতির জন্য সামান্য বস্ত্রাবাসের ব্যবস্থা করাও সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু এত চেষ্টাচরিত ও ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও আমাদিগকে ষড়যন্ত্রমূলক বিদ্রোহের মূলোৎপাটন সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হইয়াছে।"

এই অভিযান সম্বন্ধে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট দুঃখ প্রকাশ পূর্বক এই মর্ম্মে মন্তব্য করিলেন যে, "যুদ্ধ শেষ হইল বটে, কিন্তু আমরা বিদ্রোহী মুজাহিদদলকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া স্থানচ্যুত করিতে অথবা তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার, কিম্বা আপনাপন জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত করাইতে সমর্থ হইলামনা।"

[পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের ৬ই নবেম্বরের সরকারী মন্তব্যের ২২প্যারা। ১৮৬৮ সালের যুদ্ধের বিবরণের অধিকাংশ এই সরকারী মন্তব্যলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে।]

পাঞ্জাবের শিখ রাজের বিরুদ্ধে ভারত সীমান্তে ভারতীয় মুজাহিদদলের যে ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ১৮৩১ সালে তাহাদের এমাম সাহেবের শাহাদাৎ লাভের পর যাহা নূতনরূপ পরিগ্রহ পূর্বক শিখ-রাজের উত্তরাধিকারী হিসাবে আমাদের বিরুদ্ধে রক্তচক্ষু হইয়া উঠিয়াছিল এতে সংশ্লিষ্ট ১৮৩১ হইতে ১৮৬৮ সাল পর্যন্তের ঘটনাবলী যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমরা পাঞ্জাব অধিকার পূর্বক শিখ-রাজের উত্তরাধিকারী হওয়ায় বিদ্রোহী মুজাহিদগণ কেবল যে আমাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষবিষ ছড়াইয়া ক্ষান্ত দিয়াছিল তাহা নহে, তাহারা সমগ্র উপজাতীয় পাঠানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তিনবার আমাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ অভিযান চালাইয়া আমাদিগকে যে সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল উহা অতিক্রমের জন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বিপুল ক্ষয়ক্ষতিকর যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা আমাদের সাম্রাজ্যের পক্ষে এক অতি ভয়াবহ বিপজ্জনক অবস্থা গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, অদ্যাপিও তাহারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণে নিরস্ত হয় নাই, বরং প্রতিদিনই তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত রহিয়াছে, এবং আমাদের ভারত রাজ্যের বিভিন্ন দেশ হইতে যে সমস্ত বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন মুসলমান প্রজা সীমান্ত-অঞ্চলে গিয়া এই ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোক আমাদের রাজ্যাভ্যন্তরে প্রচুর সংখ্যায় বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহারা এখনও মাঝে মাঝে জেহাদের নামে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্য-এশিয়ার উপজাতীয়গণ স্বভাবতঃ দুর্দ্ধর্ষ ও যুদ্ধপ্রিয়। উপযুক্ত নেতৃত্ব পাইলে তাহারা যে, যে কোন সময়ে অঘটন ঘটাইতে পারে ইতিহাসে উহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নবম শতাব্দী হইতে বিভিন্ন অভিযাত্রীদল সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যে পথে ভারতে অভিযান চালাইয়াছে, মুজাহিদ বিদ্রোহীগণ ঠিক সেই স্থানে ঘাঁটি স্থাপনপূর্বক আমাদের বিরুদ্ধে অভিযানে লিপ্ত রহিয়াছে। এই মুজাহিদদল কখনও যে উন্মাদনাকর জেহাদী প্রচারণা দ্বারা মধ্য এশিয়ার যুদ্ধোন্মাদগ্রস্ত দুর্দ্ধর্ষ উপজাতিসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেনা সে বিষয়ে আমার বা অন্য কাহারও পক্ষে নিশ্চিতভাবে কোন প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবপর নহে।

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

স্পেন বিজয়

নাটক

(২)

জুলি—রাজ সিংহাসন আমি চাইনা—তা চাইলে পূর্ব্বেই আপনার কাছে আসতে পারতুম, যুদ্ধ বন্ধ করতে প্রবৃত্ত হতুম না। আমার ইচ্ছা ছিল বহিঃ শত্রু মুসলিম বাহিনীর রণ পিপাসা মিটিয়ে তারপর এর প্রতিশোধ নেব। কিন্তু ইদানিং একটি মর্ম্মন্তুদ ঘটনা আমায় সঙ্কল্পচ্যুত করেছে।

মুসা—কি সে মর্ম্মন্তুদ ঘটনা?

জুলি—ফিলিপ তুমি বলে যাও। মা ফ্লোরিন্দার শোচনীয় পরিণতির কথা আমি পিতা হয়ে প্রকাশ করতে পারব না—হয়ত আমার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে যাবে, চক্ষু বাষ্পাকুল হয়ে উঠবে--হয়ত আমি উত্তেজিত হয়ে উঠব ও শিষ্টাচার বজায় থাকবে না।

ফিলিপ—তবে হে বীরবৃন্দ, হে মুসলিম বাহিনীর নায়কগণ, শুনুন সে কাহিনী—যা আমার ভাই কাউন্ট জুলিয়ানের মত দেশভক্ত স্বদেশ প্রেমিককে দেশদ্রোহী করে তুলেছে, নিজ হাতে স্বদেশের সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে। রাজা রডারিক আমার ভাইএর শত্রু, তথাপি তার নিকট হতে কোনরূপ সাহায্য না পেয়েও, তারই সিংহাসন রক্ষার জন্য সে জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিল, কোন্ হৃদয় বিদারক দৃশ্যে সে এহেন নিষ্ঠুর সর্বনাশে উদ্যত হল সেই কাহিনীই শুনুন।

মুসা—বল যুবক—সেই কাহিনী বিবৃত কর।

ফিলিপ—আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী ফ্লোরিন্দা রাজ প্রাসাদে শিষ্টাচার শিখবার জন্য অবস্থান করছিল—কিন্তু মদ্যপায়ী লম্পট রাজা রডারিক তার আশ্রিতা ফ্লোরিন্দাকে কলুষিত করেছে।

মুসা—এঁ্যা!

জুলি—আর মা আমার সে অপমান না সইতে পেরে আত্মহত্যা করেছে?

মুসা—আত্ম হত্যা করেছে!

ফিলিপ—এই দেখুন রডারিকের কন্যা ওলিভার পত্র। এ সংবাদ দেওয়ার জন্য তার জীবনও এখন সংশয়াকুল। (মুসার হাতে পত্র প্রদান)

মুসা—হায় হতভাগ্য নারী —!

তারিক—রডারিক! নিরীহ নারীর আর্ত ফরিয়াদ শুনেছ, কিন্তু মুসলিম যোদ্ধাবৃন্দের গর্জ্জন শুননি।

মুসা—অন্ধকারের ভিতর আলো জ্বালান—কুৎসিত অসুন্দর যা কিছু সবকে বিদুরিত করে দিয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা করান—অত্যাচারীর উদ্যত হস্তকে ভেঙ্গে দিয়ে নিপীড়িত মজলুম নরনারীর প্রাণে শান্তি ফিরিয়ে আনাই ইসলামের বৈশিষ্ট। জুলিয়ান, বন্ধু! অত্যাচারীর সবল হস্ত হতে যে আমাদের আশ্রয় কামনা করে, আল্লার আদেশে আমরা তাকে আশ্রয় দেই এবং তাকে রক্ষা করি। তোমার কন্যার বেদনাদায়ক পরিণতি এবং অত্যাচারী রডারিকের ব্যবহারে আমি এতই উত্তেজিত যে এই মুহূর্তে রডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে রণক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়লে, শান্তি লাভ করি। কিন্তু বন্ধু, তুমি জান আমি ইসলামের সামান্য খাদেম মাত্র—আমাদের নেতা মহামান্য খলিফার নির্দেশে আমরা চলি। নতুন একটী দেশে অভিযান করতে হলে তাঁর আদেশের প্রয়োজন। আমি বিস্তারিত লিখে এই মুহূর্তে তাঁর অনুমতির জন্য পাঠাব—আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এর প্রতিশোধ নিয়ে রডারিককে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য আমায় আদেশ করবেন। এ কয়টী দিন একটু ধৈর্য্য ধরতে হবে ভাই।

তারিক—কাউন্ট জুলিয়ান আপনি আজ আমাদের সম্মুখে এক নতুন ইংগীত দিয়ে গেলেন। সবই আল্লাহ করান, সবই তাঁর ইচ্ছায় ধাবিত হয়—এই ঘটনার মধ্যে তাঁরই অদৃশ্য হস্তের স্পর্শ অনুভব করছি। কাউন্ট জুলিয়ান, আপনার কন্যা আত্মদান করে স্পেনবাসীদের জন্য এমন একটী কাজ করে গেলেন যার জন্য কোটি কোটি স্পেনবাসী দোজখের আগুণ হতে পাবে মুক্তি। তাঁর গৌরবময় মৃত্যুর জন্য আপনি দুঃখিত হবেননা।

জুলি—আপনাদের আশ্বাস বাণী ও মধুর ব্যবহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমার বিদগ্ধ প্রাণে শান্তি এনে দিয়েছে।

মুসা—তারিক! জুলিয়ান ও তাঁর ভ্রাতা ফিলিপ আজ আমাদের অতিথি। তোমরা কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁদের প্রতি যে রূঢ় আচরণ করেছ তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হও।

জুলি—মহান হৃদয় বীর সেনানায়ক মুসা, আপনার বন্ধুদের ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা যে কত মহৎ, উন্নতহৃদয় বীর তা আমি আপনাদের সঙ্গে ক্ষণিক আলাপের সুযোগে পরিচয় পেয়েছি। যে ধর্ম আপনাদের এমন উন্নতচেতা ও প্রসন্ন হৃদয় করেছে সে ধর্ম কত সুন্দর—আর যে ধর্মনেতা এমন সুন্দর ধর্ম্ম প্রচার করেছেন তিনি কত মহৎ উন্নতচরিত্র ও উদার!

ফিলিপ—আর আপনারা যে আল্লার উপাসনা করেন সে আল্লাহ কত শক্তিমান ও ক্ষমতাশীল তার পরিচয় পেলাম। পৃথিবীর অগণিত মানব আজ কেন যে এই ধর্ম্মের বাণীতে নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে, তাদের শতাব্দী-সঞ্চিত অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে ভেঙ্গে-চুরে, বংশ পরম্পরায় অর্জ্জিত মিথ্যার গ্লানি মুছে ফেলে দিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পেরেছে তার আকর্ষণ আজ অনুভব করছি। আমি একজন খাঁটি খৃষ্টান হয়েও মনে হয় নিজেরই অজ্ঞাতে আপনাদের ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি।

মুসা—সত্য সর্বদাই সুন্দর—আর মিথ্যা সর্বদাই কুৎসিত ও পরিত্যাজ্য।

জুলি—আপনাদের সংশ্রবে এসে জীবনে যে নতুন আলো ও শান্তি পেলাম তা কোন দিনই মুছে ফেলবার নয়। আপনাদের দয়া-মহত্বে আমি আপনাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

মুসা—কৃতজ্ঞতা শুধু একমাত্র আল্লার জন্যই। আমরা মানুষ তাঁর ইংগীতেই চলি। তিনি তাঁর ইচ্ছামত আমাদের দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেন। তাই আমাদের কাজের প্রশংসা একমাত্র তিনিই পাবার যোগ্য। আমরা মুসলমানগণ তাই প্রতিদিন পাঁচবার তাঁর কার্য্যের জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করি এবং আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করবার জন্য কাতর আবেদন জানাই।

জুলি। আপনাদের জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনবার মত। সন্ধ্যা হয়ে এল এখন তা হলে আসি অনেক পথ আমাকে অতিক্রম করতে হবে। আপনাদের সঙ্গে আবার শীঘ্রই মিলিত হবার চেষ্টা করব। এস ফিলিপ।

(ফিলিপসহ প্রস্থান)

মুসা—আশ্চর্য। মহান আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায় উপলব্ধি করা আমাদের সত্যই অনধিগম্য। তারিক তুমি মুন্সীকে অদ্যই মহামান্য খলিফার নিকট পত্র লিখতে আদেশ কর—আর মিনতি জানিও যেন তিনি শস্যশ্যামল স্পেন দেশ আক্রমণ করার আদেশ অবিলম্বে দেন।

তারিক—আমি আপনার আজ্ঞা যথাযথ পালন করব। মগরেবের নামাযের সময় হয়ে এল। এখনই মোয়াজ্জেন আযান দেবে; চলুন এখন উঠি।

মুসা—হাঁ চল উঠি। তারিক, তুমি সৈন্যদের মধ্যে খোঁজ নিয়ে দেখবে কেউ নামাজ অবহেলা করে বাদ দেয় কিনা। যদি বাদ দেয়, তবে তাকে প্রকাশ্য স্থানে সবার সামনে বেত্রাঘাত করবে। আমি চাই আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধে যেমন অপরাজেয় ধর্ম্মেও যেন তেমনি অটল হয়।

তারিক—যথা আজ্ঞা।

(নেপথ্যে সুমধুর আজান ধ্বনি ভাসিয়া উঠিল। সকলেই গাত্রোত্থান করিল॥)

[৪র্থ দৃশ্য]

স্থান—প্রাসাদ কক্ষ। কাল—রাত্রি

রডারিক একটি আসনে আসীন পার্শ্বে জেমস ও দুইজন মোসাহেব

জেমস্। বাবা—

রডা। বল,পুত্র।

জেমস্। গত রাত্রে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি বাবা।

রডা। বল বৎস, কি দেখেছ?

১ম মোঃ। শা'জাদা আর কি দেখবেন? বোধ হয় দেখেছেন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে ডানাকাটা পরী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আনলেন।

২য় মোঃ। রাজধানীতে এসে আনন্দের ফোয়ারা খুলে দিলেন, রাজ্যের নর্ত্তকীরা নাচ গান আরম্ভ করল-আর আমরা তাদের দর্শনলাভে চক্ষু জুড়ালুম।

১ম মোঃ। কৃতার্থ হলুম।

জেমস্। চুপ কর বেয়াদবের দল।

রডা। (আদর করিয়া) বল জেমস্ কি দেখলে?

জেমস্। যেখানে ফ্লোরিণ্ডা বুবু আত্মহত্যা করেছে, আমি দেখলুম সেখান থেকে এক বিরাট দৈত্য মাটি ভেদ করে উঠল। সে আমায় বলল "রে হতভাগা তোর বাবা কোথায়? আমি যেন বললুম "আমি বলব না" কিন্তু ভয় পেয়ে গেলুম—দৌড়ে গিয়ে তোমার বুকে আশ্রয় গ্রহণ করলুম আর দৈত্যও আমার পিছু পিছু এসে তোমার মাথায় আঘাত করলে আর বললে হতভাগা তোর শাস্তি গ্রহণ কর। সে আঘাতে তোমার মাথা থেকে রক্ত বেয়ে পড়ল, আমার চোখ মুখ ভেসে গেল। আমি জেগে উঠলুম. চেয়ে দেখি কান্নায় আমার উপাধান ভিজে গেছে।

রডা। হাঃ হাঃ হাঃ। ও কিছু নয় জেমস্ ও তোমার দূর্বল মস্তিস্কের চিন্তা মাত্র। তুমি দিনে যেরূপ চিন্তা করবে রাত্রেও সেরূপ স্বপ্ন দেখবে।— আর মনে রেখ জেমস্ তোমার পিতা এমনই শক্তিশালী যে তার কেশাগ্রস্পর্শ করতে স্বয়ংভগবানেরও পর্যন্ত হাত কাঁপবে।

জেমস্। বাবা, আর একটি কথা বলব, বাবা সে যখন তোমায় আঘাত করেছিল, তুমি যেমন করে হাসলে ঠিক সেই রকম শব্দ করে সেও হেসেছিল। সেই হাসির শব্দেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় জেগেও মনে হল হাসির তরঙ্গ যেন তখনও ঘরের দেয়ালে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

রডা। (স্বগতঃ) হতভাগিনী দেখি আত্মহত্যা করে আমার প্রাসাদময় একটা বিভীষিকার রাজত্ব গড়ে তুলেছে।" (প্রকাশ্যে) তুমি কি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে জেমস্?

জেমস্। না, বাবা ঠিক ততটা নয়। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল তাকে আঘাত করি। কিন্তু তরবারী খাপ থেকে বের করতে পারলুম না, হাত অবশ হয়ে এল।

রডা। এ তোমার স্নায়বিক দুর্বলতা বই আর কিছু নয় জেমস্! আমি তোমাকে রাজবৈদ্য ডেকে দেখাবার বন্দোবস্ত করি তুমি ভয় পেওনা।

জেমস্। কিন্তু বাবা ফ্লোরিণ্ডা বুবু আত্মহত্যা করলে কেন?

রডা। তার বাবা আমার শত্রু। সে রাজপ্রাসাদ থেকে তার বাবাকে সব গোপনীয় সংবাদ দিত। আর আফ্রিকার মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার রাজ্য আক্রমণ করবার জন্য উস্কানী দিত। আমি সব টের পাই। আমি তাকে রাজদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ড দেবার মনস্থ করি। সে খবর জানতে পেরে আত্মহত্যা করেছে।

জেমস্। ওঃ বুঝেছি তাই আমাকে এত স্নেহ করত। সব সময় ভাল ভাল গল্প বলত। আমায় মালা গেঁথে দিত আর গান গাইত।

১ম মোঃ। সুন্দরীর মুখে ছিল মধু আর অন্তরে ছিল বিষ।

২য় মোঃ। আর ভুল বললে সুন্দরীর অন্তরে ছিল মধু টপ্ টপাটপ্ টপ্ আর মুখে ছিল বিষ তিক তিক তিকাতিক তিক্ত।

(অভিবাদন করিয়া প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ! প্রধান মন্ত্রী ড্রেপার আপনার দর্শন-প্রার্থী।

রডা। মন্ত্রী, এত রাত্রে? (বিরক্তির সহিত) তাকে আসতে বল।

(প্রহরীর প্রস্থান)

২য় মোঃ। মহারাজ যদি মন্ত্রি-টন্ত্রি সিপাই-সান্ত্রি নিয়ে সারাদিনরাত্রি ব্যস্ত থাকেন তবে অবসর বিনোদন করবেন কখন? আমাদের যে হাই উঠছে।

১ম মোঃ—নর্ত্তকীদল যে অনেকক্ষণ হয় পায়ে নুপুর দিয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। অধিক রাত্রিতে রস ভঙ্গ হবে।

২য় মোঃ—আমার কলিজাটা একেবারে বেরস হয়ে চিড় চাড় চট চটং করছে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটু সরসও করতে পারলুমনা হায় আপশোষ।

(অভিবাদন করিয়া ড্রেপারের প্রবেশ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ড্রেপার। মহারাজ আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করাতে আমি লজ্জিত। একটা বিশেষ জরুরী কাজে এসেছি— নইলে আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস করতুমনা।

রডা—(ক্রুদ্ধস্বরে) ভূমিকা রেখে আসল কথা বল, মন্ত্রি।

ড্রেপার—কাউণ্ট জুলিয়ান লিখেছে, ফ্লোরিন্দার যে ভাবে মৃত্যু হয়েছে বলে আমরা উল্লেখ করেছি, তাতে তার সন্দেহ হয়েছে।

রডা—তুমি তার মৃত্যু সম্বন্ধে কি জানিয়েছিলে?

ড্রেপার—আমি তাঁকে আপনার নির্দ্দেশ মত জানিয়েছিলুম যে তেতালার সিঁড়ি হতে পড়ে ফ্লোরিন্দার মৃত্যু হয়েছে।

জেমস্—বাবা—

রডা—চুপ কর জেম্‌স। তুমি বুঝবেনা রাজনীতি বড়ই জটিল। আর কি লিখেছিলে?

ড্রেপার—আর লিখেছিলুম যে তার দেহ সাড়ম্বরে সমাহিত করা হয়েছে।

রডা—তার উত্তরে সে কি লিখেছে?

ড্রেপার—সে লিখেছে যে ফ্লোরিন্দার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে আমাদের পরিবেশিত সংবাদে তাঁর সন্দেহ হয়েছে। সে আরও লিখেছে, যে উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আমাদের উপর প্রতিশোধ নেবে।

রডা—প্রতিশোধ! হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! তার শ্বশুরকে যখন সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করলুম, তখন যে কাপুরুষ তার কোন প্রতিকার না করে আমারই অধিনতা স্বীকার করল সেই আবার প্রতিশোধ নেবে? হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!! আমার হাসি পাচ্ছে জেমস্ তার কথা শুনে—আর তোমার মত স্থির মস্তিস্ক লোক সামান্য দম্ভে বিচলিত হয়েছে ভেবে।

ড্রেপার—মহারাজ! উত্তর আফ্রিকায় আরব বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে সে যদি আমাদের আক্রমণ করে? আমি শুনেছি আরব বাহিনী দুর্দ্ধর্ষ এবং অপরাজেয়—

রডা—চুপ কর ভীরু! বর্ব্বর, অশিক্ষিত আরব বাহিনীর প্রশংসা আমার সামনে করতে তোমার লজ্জা হয়না? উত্তর আফ্রিকার অশিক্ষিত মূর্খদের পরাজিত করেছে বটে, কিন্তু স্পেনরাজ রডারিকের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সুশিক্ষিত বাহিনীর পরিচয় তারা পায়নি। যেদিন পাবে সেদিন জন্মভূমির নাম স্মরণ করতে করতে আরবের মরুভূমি পানে দৌড় দেবে। তুমি এখন যেতে পার মন্ত্রি।

ড্রেপার—আরও একটী জরুরী পরামর্শ ছিল মহারাজ!

রডা—তোমার জরুরী সম্বন্ধে যা জ্ঞান! যাও এখন—কাল মন্ত্রনা গৃহে আমার সঙ্গে দেখা কর আজ আর আমায় বিরক্ত ক'রনা।

মোসাহেবদ্বয়। যাও—যাও—

(ড্রেপারের প্রস্থান)

জেমস্—বাবা বৃদ্ধমন্ত্রি কি এতে অপমান বোধ করবেন না?

রডা—অর্থের লালসা ও পদমর্য্যাদা বড় জিনিষ বৎস। ড্রেপার মাসিক যে অর্থ পাচ্ছে—আর আমার প্রধান অমাত্য বলে রাজ্যে যে গুরু সম্মান পাচ্ছে, আমার এ তিরস্কার তার তুলনায় অনেক লঘু। যাক রাত হয়ে যাচ্ছে—তুমি যাও শোওগে। আমার আরও অনেক কাজ আছে সারতে দেরী হবে। যা—

(জম্‌সের অনিচ্ছা সত্বে প্রস্থান)

জুলিয়ানের অন্তরে কে সন্দেহ জাগিয়ে দিলে? আমার প্রাসাদ হতে কে গোপণে সংবাদ কাউণ্ট জুলিয়নকে দিলে যে ফ্লোরিণ্ডা আত্মহত্যা করেছে? কিন্তু যে কেউ হউকনা কেন সেই গোপন সংবাদ দাতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

১ম মোঃ—(এক গেলাস মদ রডারিকের হাতে দিল, রডারিক তা নিঃশেষে পান করল।) মহারাজ! যদি অভয় দেন ত একটা কথা বলতে এই খাকসার বান্দা সাহস পায়।

রডা—বল বন্ধু, বল তোমার কি প্রয়োজন?

২য় মোঃ—অর্দ্ধ পৃথিবীর অধিশ্বর, সমগ্র পৃথিবীর ভাবী একচ্ছত্র অধিপতির নেকনজরে বান্দার ইহ জগতে কোন অভাবই নাই। তবে কিনা আমি বলতে যাচ্ছিলাম ফ্লোরিণ্ডার মৃত্যু সংবাদ সম্বন্ধে—

রা মৃত্যু সংবাদ সম্বন্ধে তোমারও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে ?

(১ম মোসাহেব ভয়ে কাঁপিতে লাগিল)

২য় মোঃ—হুজুরই যখন আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, ত্রাণকর্ত্তা ; হুজুরের পদতলেই যখন আমাদের চৌদ্দপুরুষের আসন, শাহানশাহের অনুগ্রহ লাভই যখন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য তখন হে মহারাজাধিরাজ, আপনার কাজের কোন বিচার করতে প্রবৃত্ত হওয়া এই অধম খাকসার বান্দাদের বাতুলতা মাত্র। আপনার ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা। আমার বন্ধু আপনাকে ফ্লোরিণ্ডার মৃত্যুরহস্যকে যে ফাঁস করে দিয়েছে তারই ইঙ্গিত করছিলেন।

রডা—ওঃ তাই নাকি ? এত বেশ ভাল সংবাদ। তবে কিনা তুমি বলতে চাও একটা আর তোমার মুখ হতে ভাষা বের হয় আর একটা, হাঃ ! হাঃ !! হাঃ !!!

১ম মোঃ—হজরত কোন সময় যদি ভাব এবং ভাষা টক্কর খায়, তার জন্য হুজুরের মজুরের মজুর মর্জ্জনা ভিক্ষা চাচ্ছে। ফ্লোরিণ্ডার মৃত্যুরহস্য ফাঁস করে দেওয়া সম্বন্ধে আমার মনে হয়—

২য় মোঃ—আমার মনে হয়—

উভয়ে—আমাদের মনে হয়—

রডা—কি মনে হয় ?

১ম মোঃ—(২য় মোসাহেবকে) তুমিই বলনা—আমার কথা বলতে ভাব ও ভাষা মাঝে মাঝে বিপরীতমুখী মানে এদিক ওদিক হয়ে যায়। তুমিই বলনা।

২য় মোঃ—হুজুর আমার দিকে চাইলে ভয়ে আত্মা খাঁচাছাড়া, শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত, ভক্তিতে প্রাণ হাবুডুবু হয়ে যায়। আমি যে আমার আমিত্ব ভুলে গিয়ে একটা তালগোল পাকিয়ে যাই—আমার কিছুই মনে থাকেনা। অতএব তুমিই বল।

রডা—বলবেত শীঘ্র করে বল—আমি শুনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

১ম মোঃ—আমার অনুমান বকধার্মিক প্রধান আমাত্য ড্রেপারই কাউণ্ট জুলিয়ানকে হুজুরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার জন্য এ মিথ্যা সংবাদ তাকে দিয়েছে।

রডা—ড্রেপার ?

২য় মোঃ—তাকে জাহাঁপানা অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য, সে এখন ছলেবলে কলেকৌশলে আসল ক্ষমতা হস্তগত করতে চায়।

রডা—কিন্তু আমার প্রতি তার অচলা ভক্তি—আর আমিও তাকে খুব বিশ্বাস করি।

১ম মোঃ—(এক পাত্র মদ দিয়া) জাঁহাপানা, আপনার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েই ত সে এই সর্ব্বনাশ করার জন্য বিষধর সর্পের ন্যায় উদ্যত ফণা তুলে আছে—সুযোগ পেলেই ছোঁ মারবে। কথায় বলে স্বভাব যায়না ম'লে।

২য় মোঃ—আর ভক্তির কথা জাঁহাপনা—কথায় বলে অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। (মদ্য প্রদান)

রডা—আচ্ছা আমি অন্য সময় চিন্তা করে দেখব। আমার দেলকে সর্বদা সরস ও চাঙ্গা রাখবার জন্যই প্রমোদগৃহ এই কক্ষের সন্নিকট তৈরী করেছি—আর তোমাদের মত বন্ধুলোক নিয়োজিত করেছি। এখনও দেখছি সে বিষয়ে তোমাদের কোন নজরই নেই। এখন আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত কর।

১ম মোঃ—মহারাজের চিত্তবিনোদনের জন্য খাস প্যারিস থেকে সুন্দরীর ঝাঁক আমদানী করা হয়েছে। তারা সবাই প্রস্তুত, এখন মহারাজের আদেশের অপেক্ষামাত্র।

২য় মোঃ- অয়ি সুন্দরীগণ, তোমরা প্রস্তুত হও। তোমাদের সুমধুর নৃত্যগীতে আমাদের দেহমন জুড়িয়ে দাও।

১ম মোঃ—তৈরী হওগো তৈরী হও, সবাইত আমরা নিজেরা। নিজের লোকের সামনে লজ্জা করতে আছে ? মহারাজের হুকুম হলে এখন আমরা প্রমোদকক্ষে যেতে পারি।

(নেপথ্যে নুপুরধ্বনি শুনা যায়)

রডা—চল উঠি। (উঠতে উদ্যত হইল)

(ব্যস্ত হইয়া প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী—মহারাজ বাহিরে একদল কৃষক জাহাঁপনার দর্শনপ্রার্থী। তারা বহুদূর হতে এসেছে।

আমি অনেক বাধা দিয়েছি, কিন্তু তারা কিছুতেই মানছেনা--জাহাঁপনার সঙ্গে অদ্য রাত্রেই সাক্ষাৎ কামনা করছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১ম মোঃ—ওদের যেতে বলে দাও—বলবে কাল যেন সাক্ষাৎ করে।

(নেপথ্যে কোলাহল বৃদ্ধি, মহারাজ বিচার চাই—ইত্যাদি ধ্বনি)

২য় মোঃ—উল্লুকগণকে এখনও বের করে দিতে পারলে না? আর রাজসরকারের মোটা মাইনে পাচ্ছ অপদার্থের দল?

রডা—না, তাদের আসতে দাও। তাদের বক্তব্য না শুনলে রাজ্যমধ্যে আমার একটা দুর্নাম রটে যাবে। এ সময় প্রজাকুলকে শান্ত রাখার চেষ্টা করা দরকার! প্রহরী তাদের প্রতিনিধি স্বরূপ দুইজনকে মাত্র নিয়ে এস।

(অভিবাদন করিয়া প্রহরীর প্রস্থান)

১ম মোঃ—এমন আমোদটা মাটি করে দিলে হতভাগা বেল্লিকের দল।

২য় মোঃ—আমার কিন্তু দুঃখে কান্না আসছে।

(দুই জন কৃষকের প্রবেশ)

১ম কৃষক—মহারাজ আমি আপনার একজন গরীব প্রজা। এবারকার অজন্মায় আমার শস্য সব নষ্ট হয়ে গেছে, ছেলে মেয়েদের কোন রকমে এক বেলার অন্ন যোগাতে পারিনা। এই নিদারুণ দুরবস্থায় পড়ে এবারকার খাজনা দিতে পারিনি। রাজকর্ম্মচারী খাজনা আদায় করতে গিয়ে আমাদের মেষটি ক্রোক করে। আমি পায়ে ধরে কেঁদেছি বলেছি আমার মাতৃহারা শিশু-কন্যাটি ওর দুধ খায়—তাকে দুধ কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা আমার নেই। তিনি কর্ণপাত করলেন না। আমার বড় ছেলেটি মেষ নিয়ে যেতে দেবেনা বলে রুখে ধরেছিল আর সেই অপরাধে এক বরকন্দাজ তার মাথায় আঘাত করে। সেই আঘাতে মহারাজ, আমার ছেলেটি মারা যায়। হুজুর ধর্ম্মাবতার এর প্রতিকার করুন, বিচার করুন।

রডা—রাজার রাজত্বে ধন-প্রাণ নিরাপদে রেখে বসবাস করবে, রাজার ভূমিই কর্ষণ করে ফসল ফলাবে আর রাজস্ব দেবে না—এত ভারী অন্যায়। রাজ-কর্মচারীর সঙ্গে অন্যায় বিবাদে লিপ্ত হয়ে তোমার ছেলে উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে।

১ম কৃষক—মহারাজ! ওই আমার একমাত্র ছেলে ছিল—আর যে আমার বংশে বাতি দেবার জন্য কেউ রৈলনা। মহারাজ বিচার করুন (পদতলে পতন)

১ম মোঃ। ব্যাটা রাজার রাজত্বে বাস করবি, আরামআয়েসে থাকবি—আর টাকা দেবার বেলায় দেমাক দেখাবি। আমাদের মহারাজা পরম দয়ালু—নইলে অন্য কেউ হলে এখনই তোকে ঘ্যাচাং করে কোতল করত।

রডা। (২য় কৃষককে) তোমার কি বক্তব্য আছে বল।

২য় কৃষক। জাঁহাপনা আমার হৃদয়-বিদারক ঘটনা শুনুন। আমার সতীসাধ্বি স্ত্রী নদীর ঘাটে পানি আনতে যায়, বাড়ী ফেরবার পথে একদল সৈন্য তাকে চুরি করে নিয়ে যায়। তার চিৎকারে আমি বাড়ী হতে ছুটে এসে বাধা দিতে যাই তখন সৈন্যদল আমাকে ধরে আমার নাককাণ কেটে দিয়ে এই অবস্থা করে ছেড়ে দেয় কিন্তু আমার স্ত্রীকে আর ছেড়ে দেয় না। মহারাজ! আমি গরীব কিন্তু মানইজ্জত আমারও আছে তার কথা মনে হলে কান্নায় আমার বুক ভেঙ্গেযায়। মহারাজ ন্যায়বিচার করুন এর যোগ্য প্রতিকার করুন। (রডারিকের পদতলে পতন)

২য় মোঃ—ওঃহ্ বিদঘুটে কিন্তুতকিমাকার মহাশয়, তোমার যে বিকট চেহারা তাতে সুন্দরীর সঙ্গে যে তোমার গাঢ় প্রণয় ছিল তা বেশ বুঝা যায়। দেখ গে সৈন্যদের সংগে এখন সে বোধ হয় বেশ আছে। এখানে আর মায়া কান্না না দেখিয়ে তাদের কাছে যাও—বেশ কিছু বখশিষ মিলবে।

২য় কৃষক—কি-কি বললি নারকী শয়তান? অসহায় দুর্ব্বল কৃষক হলেও এখনও তোর মত নির্লজ্জ কাপুরুষকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা আমার আছে। (মোসাহেবকে পদাঘাত করিল! ২য় মোসাহেব রডারিকের পশ্চাতে পলায়ন করিল।)

রডা। দুর্বৃত্ত অভদ্র কৃষক মনে করেছ এটা তোমার কৃষিক্ষেত্র! কিন্তু তা নয়—এটা রাজার প্রাসাদ এবং স্বয়ং রাজা তোমার সম্মুখে আসীন। তোমার এ শিষ্টাচারবর্জ্জিত আচরণের জন্য তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলুম।

কৃষকদ্বয়। মৃত্যুদণ্ড? (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

নারী স্বাধীনতা

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের
বি-এ (অনার্স), ই, পি, সি, এস, ডি-লিট্

"More of ur may perhaps expect that this "awakening of women... will lead to a very different result from that anticipated by those who have sought to rouse her"...Walter Heape.

"বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের প্রধান ঘটনা কি? মহাযুদ্ধ? বলশেভিক বিপ্লব? ইহার কোনটাই নহে। উহা হইতেছে নারীর মর্যাদার পরিবর্তন; ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এরূপ রোমাঞ্চকর পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বিরল। যে 'পবিত্র গৃহ' ছিল আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, যে বিবাহ প্রথা ছিল কামাদি রিপু ও চাঞ্চল্যের প্রতিবন্ধক ও যে জটিল আইন-সংহিতা ছিল আমাদিগকে পশুত্ব হইতে সভ্য ও ভদ্র করিয়া তুলিবার উপায়, স্পষ্টতঃ উহাদের সমস্তই ইহাতে আক্রান্ত হইয়াছে। কারখানা, মাঠ ও নগর-মফঃস্বলের প্রাকৃতিক ও মানবীয় উৎস গ্রাস করার পর হইতে আমাদের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান, জীবনযাপন-পদ্ধতি ও চিন্তাধারাই এই দুর্দমনীয় পরিবর্তনের কবলে পড়িয়াছে। কাজেই এই নোঙ্গর তোলাযুগে আমাদের হৃদয় যে কতকটা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অহেতুক নহে (উইল-ডুরাণ্ট)।" অথচ ন্যায় হউক বা অন্যায়ই হউক, সর্বযুগে সর্বদেশেই নারী পুরুষের অধীনা বলিয়া বিঘোষিতা হইয়া আসিয়াছে। অধ্যাপক গিলবার্ট মুরে বলেন, "গড় পড়তা এথেনিয়ানদের মতে পুরুষ প্রকৃতিতে নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নারী নিকৃষ্ট; একজন শাসক আর একজন শাসিতা। গরজের খাতিরে এই নীতি সমগ্র মানব সমাজে পরিব্যাপ্ত।"

আইনের চক্ষে রোমান স্ত্রী ছিল স্বামীর 'কন্যা'। দীর্ঘকাল যাবত সে দাসখতে দস্তখৎ দিতে, চুক্তি করিতে বা সাক্ষী হইতে পারিতনা। ২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাহারা সন্তানের জননীও ছিল তাহারা পুরুষ-আত্মীয়দের অভিভাকত্বের অধীনা থাকিত।

কনফুসিয়াস বলিতেন, "নারী বরাবরই অধীনা এবং শ্বশুর ও স্বামীকে ভক্তি করিতে বাধ্য।" বাইবেলের মতে "নারী কখনও পুরুষের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেনা, বরং বরাবরই তাহার অধীন থাকিবে। ইহার প্রথম কারণ-আদম প্রতারিত হয় নাই, হয় ঈভ (*I Timothy*, ২—৯—১৫); দ্বিতীয় কারণ, আদমের পঞ্জর হইতে ঈভের সৃষ্টি। "নারী আদৌ মানুষ কিনা, ৫৮৫খৃষ্টাব্দে মাকনের ধর্মসভায় তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়।

অসংখ্য ইউরোপীয় লেখক নারীর অন্তর্জাত নিকৃষ্টতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। মিল্টনের মতে রমণীর উচিত বিনাবাক্যব্যয়ে পুরুষের কথা মানিয়া চলা। ঈভ আদমকে বলিতেছেন, "প্রভো (মালিক) ও স্বামী আমার, বিনা প্রতিবাদে তোমার হুকুম তামিল করিব, ইহাই খোদার আদেশ। তোমার আইনই খোদ খোদা। আমার আইন তুমি; ইহার অধিক না জানাই নারীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর জ্ঞান ও প্রশংসার বস্তু।"

মেয়েদের আত্মা আছে কিনা, বায়রনের তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এমন কি স্বাধীনতার পূজারী রুশো পর্য্যন্ত ঘোষণা করেন, "অল্প বয়স হইতেই মেয়েদের অবরোধে পুরিতে হইবে।" হান্না মূর প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষিতা মহিলারা পর্য্যন্ত মনে করিতেন, নারী কখনও স্বাধীনতার কল্পনা করিতে পারেনা।

সাম্যবাদের সমর্থক হইলেও ফরাসী বিপ্লবীরা নারীকে তুল্যাধিকার দানে প্রস্তুত ছিলেন না! ফরাসী জাতী মহাসভা রমণীদের এত অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন যে, তাহাদের দরখাস্ত পর্যন্ত পড়িয়া দেখিতে রাজী হন নাই। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের দাসত্ব-বিরোধী সভায় বৃটিশ প্রতিনিধিদের বিরোধিতার ফলে আমেরিকার মহিলা প্রতিনিধিরা আসন লাভে সমর্থ হন নাই। "নারী মহাসভায় বসিবে, ইহা খোদার হুকুমের খেলাফ"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই ছিল তাঁহাদের যুক্তি। প্রবল বিরোধিতার দরুণ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ রমণীরা চিকিৎসা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পারে নাই। অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাত্রী ভর্ত্তি করিলেও ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে উপাধি দেয় নাই। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদিগকে ডিগ্রী দিয়া হাস্যাস্পদ ও উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়; তজ্জন্য উহা অদ্যাপি তাহাদিগকে সভায় ভোটাধিকার দিতেছেনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নারী প্রাথমিক রাজনৈতিক অধিকার লাভে সমর্থ হয় নাই; ইউরোপের কয়েকটী দেশে আজিও তাহাদের ভোটাধিকার নাই। (১)

বার্ট্রাণ্ডরাসেল্ বলেন, আধুনিক যৌন নৈতিকতার পরিবর্ত্তনের কারণ দুইটিঃ গর্ভ নিরোধ যন্ত্র ও ঔষধ এবং স্বাধীনতা। নারী-স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ; ফরাসী বিপ্লবের সময় ইহার সূচনা। ইহা এক হিসাবে কন্যার অনুকূলে ওয়ারিসী আইনের পরিবর্তন সাধন করে। তখন হইতে নারীর তুল্যাধিকারের দাবী ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। সেকালের নারী-আন্দোলন উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া উহা বিশেষ শক্তিশালী হইতে পারে নাই। ভোটাধিকার আদায়ের চেষ্টা বারংবার ব্যর্থ হইলেও ইংল্যাণ্ডের বিবাহিতা নারীর সম্পত্তি আইন (১৮৮২) সে যুগের নারী আন্দোলন পরিচালিকাদের এক বিরাট বিজয়। পরবর্তীকালে তাহারা অধিকাংশ দেশে যত দ্রুত তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার অর্জ্জন করে, অতীতে তাহার তুলনা নাই। এই পরিবর্তনের কারণ দুইটিঃ একদিকে গণতান্ত্রিক মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে নারীর দাবী প্রত্যাখ্যানের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ [(১) *Dr A. S. Altekar, position of Woman under Hindu civilization 399-401*: নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় শেলী, ৯৫পৃঃ] প্রদর্শনে অক্ষমতা। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান হারেগৃহের বাহিরে জীবিকার্জ্জনে তাহাদের আত্মনিয়োগ। দৈনন্দিন জীবনের আরামের জন্য তাহারা আর পিতা বা স্বামীর মেহেরবানীর উপর নির্ভর করিতে প্রস্তুত ছিলনা। এ অবস্থা চরমে উঠে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৮) পুরুষ-সুলভ কাজের অনেকটাই তখন মেয়েদের ঘাড়ে চাপে। নারী শান্তিকামিনী হইবে ইহাই ছিল যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহাদিগকে ভোট ধিকার দানের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি। যুদ্ধের সময় তাহারা এই সন্দেহের অমূলকতা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করে। শোণিত ক্ষয়ের কাজে যোগদান করায় তাহারা ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু রাজনীতিতে নারীর প্রভাব কখনও কোন দেশের পক্ষে শুভকর হয় নাই। গ্রীক হেটারিয়ারা ছিল বেশ শিক্ষিতা। লাসযোসিয়া ছিল প্লাটোর ছাত্রী ও দার্শনিক সিউসিপাসের রক্ষিতা। সেকালের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ভদ্র বেশ্যা আস্পাসিয়া ছিল এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিসের উপপত্নী। সক্রেটিস, ডিমস্থিনিস, আলকিবিয়া ডিস প্রভৃতি প্রায় সমস্ত বড় পণ্ডিত, বক্তা ও রাজনৈতিকই ছিলেন এক বা একাধিক হেটারিয়ার প্রণয়ী। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার না থাকিলেও এ সকল নামজাদা প্রেমিকের মারফতে তাহারা দেশের ভাগ্যগতি নিয়ন্ত্রিত করিত। আসপাসিয়া ছিল মিলেটাসের বাসিন্দা কাজেই কতকটা তাহার চাপেপেরিক্লিস মিলেটাসের পক্ষ সেমোসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। আসপাসিয়া স্বয়ং প্রণয়ীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে। ক্রমে ইহা প্রায় সমগ্র ইউরোপীয় গ্রীসে ছড়াইয়া পড়ে। যে পেলে ফনেসিয়ান যুদ্ধ এথেন্সের পতনের মূল, তাহার জন্যও এই সুন্দরী বারবনিতা কম দায়ী নহে।

পূর্বাপেক্ষা কঠোরভাবে লাম্পট্য নিবারণ ও নরনারীর কর্ম্মক্ষেত্র নির্ধারণের প্রয়াস সত্ত্বেও তাইবেরিয়াসের আমলে রোমের অভিজাত পরিবারের মেয়েদের বেশ্যার খাতায় নাম লিখাইবার হিড়িক বন্ধ করার জন্য একটী বিশেষ আইন জারি করা দরকার হইয়া পড়ে। জাতীয় কার্যে তাহাদের যোগদান রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদজনক বলিয়া পরিগণিত হয়। নারী স্বাধীনতার যে কিরূপ অপব্যবহার হইতেছিল, এগুলি তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। (২)

(২) "The fact however that was found necessary to a special law prohibiting women of noble families from enrolling themselves as prostitutes, and that the part taken by women in public affairs, was begining to be recognized as a danger to the state reveals the extent to which female emancipation was being abused,"—Universal histry of the world, vol. vii, 3786,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সম্রাট ক্লডিয়াস ছিলেন মেসালিনার হাতের পুতুল। এই অপরিসীম লম্পট নারীর ঈর্ষা ও অর্থ-গৃধ্নুতার অনলে কত বড় লোককেই না জীবনাহুতি প্রদান করিতে হয়। সম্রাট বা সিনেটরদের জিজ্ঞাসা না করিয়াই তিনি নির্লজ্জভাবে নাগরিক অধিকার ও শাসনকর্ত্তার পদ বিতরণ করিতেন; উৎকোচ পাইয়া ও ধমক খাইয়া বিচারপতিরা তাঁহার বশীভূত হন। সর্ব্বোচ্চ হইতে সর্ব্বনিম্ন পর্যন্ত সমস্ত চাকুরী তিনি নিজের লোক দিয়া ভর্তি করেন।

দৃষ্টান্ত না বাড়াইয়া সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, গ্রেকহিদের জননী কর্ণেলিয়ার সময় (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) হইতে অনোরিয়াসের মাতা প্লেসিডিয়াসের আমল (খৃঃ ৫ম শতাব্দী) পর্যন্ত রোমান নারী যে স্বাধীনতা ভোগ করে, তৎকাল পর্যন্ত প্রাচীন জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু তৎকালে তাহারা যে ক্ষমতা পরিচালনায় সমর্থ হয়, তাহা যে সরকারী কার্য ও জাতির উন্নতি উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর হয়, ইহাও অস্বীকার করা যায়না। (৩)

প্রাচীনকাল ছাড়িয়া মধ্য ও বর্তমান যুগের প্রারম্ভে আসা যাউক। চতুর্দশ লুই তাঁহার প্রথমা উপপত্নী লুসি ডিলা ভেলিয়ারের সম্মানার্থ যেরূপ বিপুল অর্থ ব্যয়ে পুনঃ পুনঃ মহাড়ম্বরে ভোজ দেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ও সন্তানসন্ততির জন্য যেভাবে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করেন, তাহাতে যাজক, কর্মচারী, সেনাপতি প্রভৃতি নিয়োগে তাঁহার হাত ছিলনা, এরূপ মনে করা যাইতে পারেনা। পরবর্তী উপপত্নী মার্কেলযেসা ডি মণ্টেস্পান ও তদীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী মার্কুয়েসা ডি থিয়াজ নিঃসঙ্কোচে তাঁহাতে শাসন করিতেন। রাজনীতিতে মণ্টেস্পানের ক্ষমতা এত অধিক ছিল যে, তাহার সীমা নির্দ্দেশ অসম্ভব। তাঁহার দরবার ছিল সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র; নয় বৎসর পর্য্যন্ত উহা ছিল যাবতীয় আমোদের আড্ডা, লোকের সৌভাগ্যের উৎস এবং যুগপৎ মন্ত্রী, সেনাপতি ও কর্মচারীদের আশা-আকাঙ্খার মূল। নিজের জন্য বিপুল অর্থশোষণ ভিন্ন তিনি তাঁহার আত্মীয়দের জন্যও বিশেষ অনুগ্রহ আদায় করেন। তাঁহার এক ভ্রাতা হইল ফ্রান্সের মার্শাল (প্রধান সেনাপতি)। লুইর তৃতীয়া উপপত্নী মাদাম ডি মেণ্টেলনের প্রভুত্ব এত অধিক ছিল যে, রাণীর মৃত্যুর পর বৎসরই (১৬৮০) তিনি তাঁহাকে গোপনে বিবাহ করেন। রাজার উপর তাঁহার প্রভাব আমরণ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার মনোনীত ধার্মিক ব্যক্তিরা শূন্য পদে নিযুক্ত হইত; মন্ত্রী, রাজদূত এবং সেনাপতি-নিয়োগেও তাঁহার অনেকটা হাত ছিল! কোন মন্ত্রীই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইতেন না। রাজা তাঁহাকে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপার জানাইতেন; তাঁহার প্রভাবেই তিনি প্রটেস্ট্যাণ্ট-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেন; লুইর দানপত্রও অনেকটা তাঁহার নির্দ্দেশে রচিত হয়।

মন্ত্রী নির্বাচনের মারফতে তাঁহার শোচনীয় প্রভাবের একটী মাত্র জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে চামলার কনট্রোলার জেনারেলও দুই বৎসর পরে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই অযোগ্য আহমক লোকটী রাজস্ববিভাগের কার্যে নিতান্ত অনাড়িপনার পরিচয় দেন; এত বিরক্তিকর প্রথায় তিনি কোষাগার পূর্ণ করেন যে, সর্বসাধারণের আন্দোলনের ফলে রাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন (১৭০৭)। যুদ্ধ মন্ত্রী হিসাবে তাঁহার অযোগ্যতা ছিল আরও মারাত্মক। তিনি ভেদাভেদ না করিয়া সেনা বাহিনী ক্রয়ের অধিকার মঞ্জুর করেন। তাঁহার আমলে সৈন্যদের শৃঙ্খলা প্রায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায়; সৈন্য ও সেনাপতিদের সংখ্যা হ্রাস পায়; অস্ত্রবিদ্যার অপকর্ষ ঘটে ও অস্ত্রাগার শূন্য হইয়া যায়। শুধু তাঁহার জামাতা অর্দ্ধোখাদ না কুইলাভের নির্বুদ্ধিতার দোষেই ফরাসী বাহিনী তুরিনে পরাজিত হয় (১৭০৬)।

অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল সপ্তদশেরই পুনরাবৃত্তি। রাজনৈতিক ক্ষমতাও ক্রমাগত এক রমণী হইতে অন্য রমণীর হস্তগত হইতে থাকে। প্রথমে আবির্ভূত হন মার্কুয়েসা ডুসিন, তৎপরে মাদাম ডি পম্পেডর ও মাদাম ডুবারী এবং পরিশেষে মেরী এণ্টসনেট। তারপরে

(৩) It cannot howver, be denied that the power it enabled them to exercise viod an, unwholesome effect both upon public affairs and upon the social development of their hesble,"—Universal history of the world, vol. vii. 3987·ey

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আসে প্রতিশোধের পালা। বিশৃঙ্খলা যখন চরমে পৌঁছে তখন আবার স্বাধীনতাপ্রাপ্তা নারীরাই উহার বিভীষিকা বৃদ্ধিতে সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করে।

সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের অবস্থাও ছিল তুল্য শোচনীয়। বৈধ পত্নী ক্যাথারিণকে না-হক অসংখ্য প্রকারে লাঞ্ছিত করিয়া ২য় চার্লস উপপত্নী দল পরিবৃত হইয়া থাকিতেন। লর্ড চেস্টার ফিল্ডের কিশোরী রক্ষিতা বর্ব্বারা পামার স্বামী ফেলিয়া ২০ বৎসর বয়সে রাজার নিকট আসিয়া দশ বৎসরকাল তাঁহাকে ভেড়া বানাইয়া রাখেন। তাঁহার মোহে পড়িয়া অনেক সময়েই তিনি রাজকার্য্যে যোগদানে সমর্থ হইতেননা। নারীর চেয়েও তাঁহার ভাতার পরিমাণ ছিল অধিক, কখনও বাকী পড়িতে পারিত না। ডাউন্সের সর্ব্বনাশের পর নৌ-বহর মেরামতের জন্য পার্লিয়ামেণ্ট মোটা টাকা বরাদ্দ করেন। চার্লস তাহা প্রণয়িণীদের পিছনে উড়াইয়া দেন। কেবল ইহাই তাঁহার লম্পট জীবনের ভয়াবহ রাজনৈতিক কুফল প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট।

এতদ্ভিন্ন বার্ব্বারার সুপারিশেই যাজকীয়, অযাজকীয় সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীর পদোন্নতি ঘটিত। তাঁহার প্রাসাদে গূঢ় রাজনৈতিক আলোচনা চলিত; ক্লারেণ্ডনের ডিউকের পদচ্যুতি তাঁহারই কুপরামর্শের ফল। অন্যান্য উপপত্নীর মধ্যে লুসীডি কোয়ার রোয়েনের শাসনই হয় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। এই অতীব লম্পট ফরাসী গুপ্তচরী ছিল চার্লসের দরবারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তি-শালিনী রমণী। রাজার ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ অনেকটা তাহারই প্রভাবের ফল। তাহার কুমন্ত্রণায়েই তিনি পার্লিয়ামেণ্টের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন ও ওলন্দাজদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন। লর্ড ডাব্বীর বিতাড়নকালে (১৬৬৭) লুইর প্রভাব ইংল্যাণ্ডে অপ্রতিহত হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যেক নামজাদা ইংরেজ, এমন কি চার্লস নিজেও ছিলেন লুইর বৃত্তিভোগী। এই বৃত্তির মূল্য ছিল যদৃচ্ছা স্পেন, হল্যাণ্ড ও জার্ম্মানীর অংশগ্রাসে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করা, ইহাই ছিল লুসীর শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত দিক।

লুসী নির্লজ্জভাবে ইংল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিত। লুইর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাহার উপদেশেই চার্লস *Declaration of Indulgence* (ক্যাথলিক মতের প্রশ্রয়দানের ঘোষণা পত্র) প্রত্যাহার করেন। বৈদেশিক দূতেরা রাজার নিকট পরিচয়পত্র দাখিলের পূর্বেই লুসীর প্রাসাদে অভ্যর্থিত হইতেন। ডিউক অব ইয়র্ক ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে লুসীই তাহাতে রাজার সম্মতি আদায় করে; এমন কি রাজকন্যা এনির সহিত দেন্মার্কের রাজপুত্র জর্জ্জের বিবাহও তাহারই কাজ। অন্যায় শর্ত্তে অগ্নিকুণ্ডের শুল্ক ইজারা দিয়া রাষ্ট্রের বার্ষিক ৪০০০০ পাউণ্ড ক্ষতিকরার অপরাধে হ্যালিফ্যাক্স রোচেষ্টারকে ফওজদারীতে সোপর্দ্দ করিতে চাহিলে লুসীই স্যাণ্ডারল্যাণ্ডের সহায়তায় তাঁহাকে রক্ষা করে।

লুসীর শোষণে ইংল্যাণ্ডের শূন্য কোষাগার উজাড় হইয়া যায়। তাহার বার্ষিক ভাতা (১০,০০০ পাউণ্ড) প্রায় নিয়মিত রূপে বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়; মাত্র এক বৎসরেই সে ১,৩৬,৬৬৮ পাঃ আদায় করে। প্রত্যেকটী শূন্য পদ বিক্রয় করিয়াও তাহার অর্থ-তৃষ্ণা মিটিত না। লুই ইংল্যাণ্ডের বড় লোকদিগকে যে ঘুষ দিতেন, সে তাহার উপর দালালী দাবী করিত। রাজকীয় ক্ষমাপত্র ও অপরাধীদিগকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জের ঔপনিবেশিকদের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহার বিপুল অর্থাগম হইত। অনুচিত আসক্তি বশতঃ জ্ঞানহারা রাজার নিকট হইতে সে বহু জওহেরাত ও অসংখ্য মূল্যবান দ্রব্য আদায় করে; এমন কি রাজ ভাগিনেয়ীর জন্য নির্ম্মিত ১৫০০০ পাঃ মূল্যের অলঙ্কারপত্র আত্মসাৎ করিতেও তাহার বিবেকে বাধে নাই। তাহার কক্ষ ছিল সর্বাপেক্ষা আড়ম্বরময় ও তাহার আসবাবপত্র ছিল রাণীর চেরও অধিকতর মূল্যবান। এক কথায় প্রত্যেক অর্থেই লুসী ছিল রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দুষ্ট গ্রহ। (৪) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন এত দুর্ব্বল ও দুশ্চরিত্র হয় যে, নারীর কর্তৃত্বাধীন হইয়া পড়ে, তখন জাতি কি রূপ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়,—চার্লসের সহিত কেবল লুসীর সম্পর্কই তাহার হৃদ্যো-

(৪) Universal history of the world, vii, 3935—4002

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধিক দৃষ্টান্ত। (৫)

বস্তুতঃ "নারীর দুর্দ্দমনীয় ক্ষমতাস্পৃহা অতি প্রলয়ঙ্করী।" ক্ষমতার নেশা শারাবের নেশা হইতে শত গুণে অধিক মারাত্মক। মুসলমান সমাজে নারী-চরিত্রের উল্টা পিঠ দেখিতে গেলে রক্ত জমাট হইয়া যায়। হারূণ অল্ রশীদের মাতা খাইজুরান স্বামীকে ভেড়া বানাইয়া রাজ্য শাসন করিতেন; পুত্র হাদি খলীফা হইয়া মাতাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিলেন—এই দোষে হাদিকে তিনি দাসীগণের দ্বারা হত্যা করাইয়া হারুনকে খলীফা করিয়াছিলেন। (৬) মুক্তায়নের (৮৬২ ৬) দাসীমাতা ও মুক্তাদিরের (৯০৮—৩২) তুর্ক জননীর প্রভাবও আব্বাসিয়া সাম্রাজ্যে নানা অমঙ্গল ডাকিয়া আনে।

রাই বা পশ্চিম পারস্যের রাণীমাতা সাইয়েদা পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করায় তাঁহার মৃত্যুর [১০২৮] পর চির শিশু মওজুদ্দৌলা সৈন্যদিগকে সংযত রাখিতে পারেন নাই। ফলে রাজ্য অচিরে সুলতান মাহমূদের হস্তগত হয়। এমন কি, মিশরের রাজকর্ত্রী সগরুদ্দোর পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়েন। তৎফলে আয়্যুবিয়া বংশের পতন ঘটে। এক স্বামী হত্যার পর আর এক স্বামীকে হত্যা করিতে গিয়া তিনি নিজেও নিহত হন।

স্পেনের রাণী সোব্হ ভিন্ন আর কোন নারীই রাষ্ট্রের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পান নাই। জনৈক ঐতিহাসিক মিঃ লেনপুল বলেন, প্রিয় মহিষীর মনস্তুষ্টির জন্য ৩য় আবদুর রহমান একটী নগর নির্মাণ করেন, কিন্তু পুলিশের বড় কর্ত্তা কে হইবেন, জোহরা তাহার নির্দ্দেশ দিতে গেলে তিনি বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া যাইতেন। অথচ অন্ততঃ দশ বৎসরকাল (২য়) হাকিম বেগম সোব্হের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্যেই হাত দেন নাই। রাণীর জনৈক প্রিয় পাত্র তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন।* খলীফার সুযোগ্য ভ্রাতা মুসিরাকে অপমৃত ও রাণীর বালক পুত্র হিশামকে হেরেমে পুরিয়া রাখিয়া হাজিব আল মনজুর রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া শেষে রাণীমাতাকে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। হাজিবের হস্তে খলীফার ক্ষমতা ও মর্য্যাদা নষ্ট হওয়ায় ৩০ বৎসরের মধ্যেই স্পেনের উমায়্যা খেলাফত বিলুপ্ত হইয়া যায়। খলীফা ও তাঁহার মন্ত্রণাদাতা ফকীহরা রমণীর ক্রীড়নকে পরিণত হওয়ায় আল্ মারাবুত খলীফাদেরও পতন ঘটে। (৭) দিগ্বিজয়ী চুলায়মানের ন্যায় প্রতিভাবান নরপতি পর্য্যন্ত কুহকিনী রোক্সানার প্ররোচনায় সপত্নী পুত্র,—সুযোগ্য মোস্তফাকে হত্যা করিয়া তুরস্কের পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া যান। ভারতে নূরজাহানের বিরাট প্রতিভা নিয়োজিত হয় প্রথমে স্বামীকে শিখণ্ডীতে পরিণত করার ও শেষে স্বীয় অপদার্থ জামাতা শাহ্রিয়ারকে রাজ্যদানের প্রচেষ্টায়। ইহার ফল হয় জ্যেষ্ঠ ও যোগ্যতর শাহ্জাহানের বিদ্রোহ, তাঁহার সহিত রাজদ্রোহী মহাবতের যোগদান, সম্রাটের বন্দিত্ব এবং পরিণামে শাহরিয়ার প্রভৃতির নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও রাজনীতি হইতে নূরজাহানের চির বিদায়। সংক্ষেপে কয়েকটী সম্মানিত ব্যতিক্রম ভিন্ন সর্বত্রই 'নারী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী' বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করে। "হালে যে-সকল আদর্শবাদী নেতা কল্পনা করেন, মেয়েরা রাজনীতির নৈতিক সুর উন্নত করিতে যাইতেছে, তাহাদিগকেও অনুরূপ হতাশ হইতে হইয়াছে।" (৮)"কেবল সমাজ নহে, পাশ্চাত্যের কলরবকারী নারী আন্দোলনকারীরা উচ্চ রাজনীতিকেও বিফল করিয়া দিয়াছে। কি নারী ভোটার, কি পালিয়ামেন্টের মহিলা সদস্যা কেহই রাজনৈতিক জীবনে সুস্থ উপাদান আমদানী করেন নাই। সাধারণ মহাসভার অধিকাংশ সদস্য

(৫) "...his relation to her alone supplies a sufficient convincing and awful example of the danger that threatens a nation when its leading men are feeble and dissolute enongh to fall under feminine dominance"—Universal history of the world, vii,4004.

(৬) ডক্টর কালিকা রঞ্জন কানুনগো, প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩৫৯, ৪০২ পৃঃ।

(৭) Dozy, spannish Islam, 724,

(৮) "To the idealistic poineers who had imagined that women were going to raise the moral tone of politics, this issue mav have been disappointing"—Bertrand Russell, Marriage and morals. 67.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২১-২৫ বৎসরের মেয়েদের ভোটাধিকার দান করিয়া সেদিন ভাল কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে করিলেও নারীর এই রাজনৈতিক স্বাধীনতায় কোন উপকার ত হয়ই নাই, বরং বাস্তব ক্ষতি হইয়াছে। নারীভোটাররা রক্ষণশীল আদর্শে ভীষণ আঘাত হানিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাইন ও ভিস্টুলার মধ্যে যাহাদের জন্ম,—মহাযুদ্ধে নারী ভোটারেরা তাহাদের প্রত্যেকেরই উৎসাদন কামনা করে (এম, এম হুসায়ন)।" "বস্তুতঃ আদর্শবাদীরা যে জন্য যুদ্ধ করেন, তাহা যে আকারে পাইলে তাঁহাদের আদর্শ নষ্ট হইবে, সেভাবে পাওয়াই তাঁহাদের ভাগ্যলিপি।"

নারীকে অধিক ক্ষমতা দিলেও অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা কম। অধিক ক্ষমতা দিলে তাহা যাইবে নারী জাতির আবর্জনা শ্রেণীর হাতে। জাতি হিসাবে যাহারা আমাদের নিকট প্রকৃত মূল্যবান, ইহারা তাহাদের অভ্যাস ও কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিবে। লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে যে সকল পুস্তক বিক্রীত হয়, তাহাতে পুরুষরা প্রকৃত নর-পশুরূপে চিত্রিত হইয়াছে, এবং জোরেশোরে বিবাহের নিন্দা করিয়া উহাকে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে। ফলে বালিকারা অবৈধ সামাজিক মিলনে লিপ্ত হইয়া শেষে বেশ্যা হইয়া যাইতেছে।" (৯)

এজন্যই "জাপানীরা স্ত্রী জাতিকে তত বড় করে তোলেনি, যেমন করেছে পাশ্চাত্য। (সেখানে) নারীর প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ দেখানো সুনীতির পরিচায়ক নয়। পরিবারের অপর সকলে যে স্নেহ, যে ভালবাসা লাভ করে, তারাও পায় তেমনি। তার চেয়ে বেশীও নয়, কমও নয়। নারী বা *sex* এর দাস হওয়া তারা অপৌরুষ মনে করে।" (১০)

কাহারও কাহারও মতে "ইসলামের স্বর্ণযুগের কথা তুলিয়া লাভ নাই। (কেননা) পৃথিবী এর মধ্যে অনেকখানি রূপান্তরিত হয়েছে। এটা লৌহ যুগ, সংগ্রামের যুগ। নারী এবং পুরুষকে একত্র সংগ্রাম করে তবেই জাতি এগিয়ে যেতে পারবে।" (১১) সত্যই কি তাই? মেয়েরা যুদ্ধ ও রাজনীতিতে যোগদান না করিলে এবং পুরুষের অন্যান্য কার্যে ভাগ না বসাইলে অন্ততঃ অর্ধেক পুরুষকে বাধ্য হইয়াই কলকারখানা, অফিস-খামার প্রভৃতি বানাইবার জন্য গৃহে থাকিতে হইত। কখন কোন যুদ্ধই এত ভয়াবহ ও মারাত্মক হইত না, বেকার-সমস্যাও এত তীব্র হইয়া দাঁড়াইত না। তাহারা যুদ্ধের বাহিরে পুরুষের স্থান গ্রহণ করায় পুরুষেরা পূর্ণ উদ্যমে মানবজাতি ও মানবসভ্যতার ধ্বংসসাধনে আত্মনিয়োগে সমর্থ হয়; অর্থাৎ নারীর রাজনীতি চর্চার ফলে মানুষ আরও লম্পট ও হিংস্র হয়, সভ্যতার প্রতি তাহাদের অগ্রগতি না হইয়া সুস্পষ্ট অবনতি ঘটে। বিগত মহাযুদ্ধে ইংল্যাণ্ডে ১৬-২০ বৎসর বয়স্ক সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে যুদ্ধে সাহায্য বাধ্যতামূলক করা হয়। বিবাহিতা ১৫ লক্ষ নারীকে নিযুক্ত করা হয়, অত্যাবশ্যকীয় নহে, এমন কারখানাগুলিতে আরও ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া মেয়েদের যত পারা যায়, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণের কারখানায় ও সেনাদলের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সাহায্যকারী বাহিনীগুলিতে। ইহা হইতেই অবস্থার ভয়াবহতা কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইবে।

মহাত্মা গান্ধী বলেন, "স্ত্রী পুরুষ উভয়ের নিকট ইহা অত্যন্ত কলঙ্কের কথা যে, নারীকে তাহার গৃহত্যাগ করিয়া তাহার বাসস্থান রক্ষার্থে বন্দুক কাঁধে লইতে হইবে। নারীর এই অবস্থা প্রাচীন বর্ব্বরতায় ফিরিয়া যাওয়ার নিদর্শন...গৃহকে বাহঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে যে সাহসের প্রয়োজন হয়, গৃহের সুবন্দোবস্তের তত্ত্বাবধানেও ততটা প্রয়োজন হইয়া থাকে। (১২)

(ক্রমশঃ)

(৯) Walter heape, sex Antagonism, 204.

(১০) প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৭, ১৭৪ পৃঃ।

(১১) বেগম, দওলতোন্নেছা খাতুন, দিলরুবা, ফাল্গুন, ১৩৪৭, ৬৬৮ পৃঃ।

(১২) লোক-সেবক, ১৮-১-৪৪ ইং।

www.ahlehadeethbd.org

ইস্‌লামের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

—ফযলুল্ হক সেল্‌বর্ষী

ইসলামের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অনুসারীদের উত্থানও উল্কা-গতিতে হইয়াছিল। আবার ইহার পতনও ক্ষীপ্র-গতিতেই সম্পন্ন হইয়াছে। পাঁচ শত বৎসরের অবচেতনার পর আবার যেনো কাহার ইংগিতে তাহার জাতীয়দেহে জীবনের লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখানে উল্লেখ অনাবশ্যক 'জাতি' শব্দের যে ব্যাখ্যা আমাদের বর্তমান গুরু য়ুরোপ আমাদের দিয়া আসিতেছে, ইসলাম কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। পাশ্চাত্য ভাবে একান্ত গদগদ কামাল আতাতুর্ক বা প্রথম রেযা পহ্‌লবী পশ্চিমের দেওয়া সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার (*Nationalism*) মদে মাতিয়া উঠিলেও ইহা বেশী দিন টেকসই হয় নাই। তাঁহাদের মৃত্যুর সংগে সংগে সেই ভৌগলিক বা 'আন্ ইসলামিক' জাতীয়তারও জানাযা হইয়াছে।

প্রতীচ্যের দেশগুলি যে জাতীয়তার প্রবর্ত্তক, সে-জাতীয়তা ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যেই আবদ্ধ। পক্ষান্তরে ইসলামের 'কওমিয়ত' বা জাতীয়তাবোধ মরুগিরি, সাগর-সরিয়ৎ ও দেশ-বিদেশের সীমানা ছড়াইয়া বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার রাজ্যগুলি আজ যে তাহাদের সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বৃহত্তর জাতীয়তার দিকে ফিরিয়া আসিতেছে, সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘই (*U,N,O*) উহার প্রমাণ। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ যে ইসলাম, এসব ঘটনা উহারই দিকে ইশারা দিতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পঞ্চ শতাব্দীর তন্দ্রাভিভূতির পর ইসলামের বিশ্ব-আত্মায় আবার প্রাণ শিহরণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতকের মধ্য ও শেষভাগে কতিপয় মুক্তি-সাধকের অপূর্ব ত্যাগ ও অমানুষী সাধনায় এই জাগরণ-স্রোত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বহিয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন বেলায় কোনো কোনো জায়গায় তাহা আযাদী জেহাদে রূপায়িত হইয়া রক্তের আলিপনায় আকাশ-বাতাস রাঙিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইসলামের বেদারীভয়ে ভীত মানুষ স্রোতের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া মুসলিমের এই 'রিনেসাঁকে' পণ্ড করিবার জন্য তার সর্বশক্তি লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। তবে তজ্জন্য আমরা মোটেই শঙ্কিত নই। কারণ, আজিকার এই ভাংগার আহ্বান উর্ধ-লোক হইতেই আসিয়াছে। সুতরাং চরম কোরবাণীর মধ্য দিয়া জয়লাভেই ইহার সমাপ্তি ঘটিবে।

মধ্য-প্রাচ্য :

মূল প্রসঙ্গ হইতে আমরা হয়তো একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সারা ইসলামী দুনইয়া জুড়িয়াই আজ যুগের নকীব উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছে। নয়া যামানার দাওয়াৎ কুটিরে-প্রাসাদে স্পন্দন তুলিয়াছে। তন্মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের নীল আকাশের নীচে কতিপয় রাজ্য ও রাষ্ট্রের আওতায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অতি ভয়াবহ। বিশ্ব সভ্যতার সূতীকাগার এই মধ্যপ্রাচ্য আজ বাহিরের হামলা ও ভিতরের বিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। অপ্রিয় হইলেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, ধর্ম ও রাষ্ট্র দ্রোহিতার জন্য সকল যুগে ও সকল দেশে মুসলমানেরাই যেন সবার উপরে টেক্কা মারিয়া আসিতেছে। প্রমাণের জন্য আজ আমাদের বেশী দূরে যাইতে হইবেনা। এই মশ্‌রেকী পাকিস্তানেই আজ যে সব 'গদ্দারের' আবির্ভাব হইয়াছে, -যাহাদের দুরভিসন্ধির ফলে এই নবীন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অতি অল্প দিনের মধ্যেই অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তাহারা সংখ্যায় শত শত নয়, বরং লক্ষ লক্ষ।

মধ্য প্রাচ্যের জটিল পরিস্থিতি লইয়াই প্রথমতঃ আমরা আলোচনা করিব। এই এলাকার বিভিন্ন সমস্যা-সঙ্কুল শোচনীয় অবস্থার দিকে বিশ্বের অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যের সমুদয় আরব ও অনারব রাষ্ট্রগুলির ভাগ্যই আজ সন্দেহ-দোলায় দুলিত হইতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশ্বের মুসলমান আজ সর্বস্ব হারাইয়া নিঃস্ব হইলেও নিতান্ত অলৌকিক ঘটনার ন্যায় তার উষর মরু ও পাহাড়-পর্বত তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, বর্তমান সভ্যতা তেলের উপরেই পনরআনা নির্ভরশীল। তাই য়ুরোপ ও আমেরিকার অগ্রসর দেশগুলির লোলুপ-দৃষ্টি মধ্য প্রাচ্যের এই সব তৈল খনির দিকেই জাগিয়া রহিয়াছে। অধিকন্ত রক্ত রাশিয়ার কম্যুনিজম এর অতি অনিষ্টকর প্রভাব হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিতে হইলে বিশ্বের ষাট কোটি মুসলমানের সাহায্যের প্রয়োজন যে অপরিহার্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হয়তো তাহা সকলের চেয়ে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। এবং সেই কারণে মধ্য-প্রাচ্যের অনুন্নত রাজ্য ও রাষ্ট্রগুলির জন্য উহার আর্থিক ও সামরিক সাহায্য অযাচিতভাবেই প্রদত্ত হইতেছে। এই মার্কিন মনোভাব সত্যই আজ প্রশংসার যোগ্য।

মুসলমানের চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ—ইসলামের মূল শিক্ষা 'জামাআৎ' (সংহত) এবং 'অখুওৎ' (সৌভ্রাত্রের) কথা ভুলিয়া গিয়া মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলি দুইটি পৃথক ব্লকে বিভক্ত হইয়াছে। একটি কম্যুনিষ্ট দুনইয়ার অর্থাৎ রাশিয়া ও উহার পোঁ ধরাদের এবং অপরটি গণতান্ত্রিক বিশ্বের অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মিসর, সুদান ও সিরিয়া প্রথমোক্ত জোটে এবং ইরাক, জর্দান, সউদী আরব ও অনারব ইরাণ শেষোক্ত জোটে যোগদান করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট গ্রুপে যোগদানকারী আরব রাষ্ট্রসমূহের যুক্তি হইতেছে এই যে, বুরাইমী সম্পর্কে সউদী-আরবের সংগে সীমান্তের অধিকার লইয়া য়েমেনের সংগে ব্রিটিশ এবং আলজিরিয়া লইয়া উত্তর আফ্রিকার সংগে ফরাসী যে ষড়যন্ত্রমূলক জঘন্য শত্রুতায় অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার পরিপ্রেক্ষিতে উহাদের পক্ষে ক্রেমলীনের সংগে মিতালী না করিয়া উপায় কী? বিশেষতঃ ইসরাইলের বেলায় তোষণ নীতির জন্য তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরও চটিয়া গিয়াছে।

কিন্তু মিসর ও সিরিয়া প্রভৃতি সোভিয়েট সোহাগী দেশগুলি একথা ভাবিয়া দেখিতেছেননা যে, নাস্তিক রাশিয়ার কাছে বিনাসর্তে আত্মসমর্পন করা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। রাশিয়া অতীতেও মুসলমানের বন্ধু ছিলনা, বর্তমানেও তার সেই নীতি পরিবর্তিত হয় নাই। তাহার আইডিওলজী ইছলামের আইডিওলজী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কাল'মার্কসীয় সাম্যবাদের মতে—খোদাই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু আর ধর্মই জাতির জন্য সেঁকো বিষ—*Religion is the apium of nation.* মানুষের মন হইতে ধর্মবিশ্বাস দূর করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে সরকার নিয়োজিত ষাট হাজার বেতন-ভোগী প্রচারক আছে। তারপর এই সেদিনও পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর স্বাধীনতাকামী জনগণের বুকে রুষ যে ষ্টীম-রোলার চালাইয়াছিল, বর্তমানে শতাব্দীর নিপীড়নের ইতিহাসে উহার নযীর খুব বেশী নাই! তবে একথাও সত্য যে মিসরের কর্ণেল নাসের ও সিরীয়ার কোয়াৎলী-কে দায়ী করিতে যাইয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের মুসলিম-বিদ্বেষী মারাত্মক নীতিকেও সমর্থন করার উপায় নাই। এই পশ্চিমা শক্তিগুলির একান্ত অপরিণামদর্শিতাই যে আরব দেশগুলির মধ্যে বিচ্ছেদ এবং তাহাদের কতক-কে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কম্যুনিষ্ঠ জোটের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সত্য বলিতে কী, কর্ণেল নাসের সম্বন্ধে গোড়াগুড়ি হইতেই আমরা বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারিনাই। ক্ষমতা হাতে পাইয়া প্রথমেই যেভাবে 'ইখওয়ানুল-মুসলিমীন' বা মুসলিম ভ্রাতৃ সঙ্ঘের মতো এত বড় একটা সুশৃংখল, শক্তিশালী ও সুসংহত খাটি ইসলামী, মহাসংঘ-কে উৎখাত করিয়া এবং জগদ্বিখ্যাত মনীষীবৃন্দ ও চিন্তা-নায়কদের মধ্যে কাহাকেও প্রাণ-দণ্ডে আর কাহাকেও বা কারা-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া নাসের যে নাশচিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে পূর্ব হইতেই মস্কোর ভক্ত বলিয়া ধরিয়া লইবার কারণ রহিয়াছে। আজ হইতে প্রায় এক সাল পূর্বে দিল্লীতে উপনীত হইয়া ও তথাকার হাইকমাণ্ডের মুখে ঝাল খাইয়া বাগদাদে প্রত্যাবর্তন পূর্বক পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিনি যে বিষ উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারো অবিদিন নাই।

কর্ণেল নাসেরের মতে—এই উপ-মহাদেশের ভাগ-বাঁটোয়ারা নাকি প্রধানতঃ বৃটিশের ইঙ্গিতেই হইয়াছিল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এবং কায়েদে-আযম জিন্নাহ্ নাকি ছিলেন বৃটিশের সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সমর্থক ও পরিপূরণ! এত বড় একটা মিথ্যা ও দায়িত্বহীন উক্তির প্রতিবাদ করিতেও আমাদের ঘৃণা বোধ হয়! আসল ব্যাপার হইতেছে এই যে, গত দুইশত বৎসর পাক-ভারতের সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুরাজ-শক্তি ইংরেজের হাতে হাত মিলাইয়া মুসলমানের ধর্ম, কৃষ্টি (সক্বাফৎ), সমাজ, সাহিত্য ও ঐতিহ্য —এক কথায় তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, এমনকি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিবার গুপ্ত ও প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং এই কায়ণেই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রয়োজন অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। —ইহা ছিল ভারত উপমহাদেশের মুছলমানদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন। সিরীয় প্রেসিডেন্ট কোয়াৎলী ও তথাকার পররাষ্ট্র সচিব খালেদ আল্ আযাদ প্রভৃতির মাথাও মস্কো ও দিল্লীর ভাগ্যবিধায়করা একইভাবে মন্ত্র পূতঃ করিয়া দিয়াছেন।

মহামান্য আগাখানের মতে—"জার্মানীর বিসমার্কের ন্যায় নাসেরও সমুদয় আরব রাষ্ট্র ও রাজ্যগুলিকে একত্রিত করিয়া লোহিত সাগর হইতে আটলান্টিক পর্যন্ত আরব-সাম্রাজ্যের পত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু জার্মানীর সেই আয়রণ চ্যান্সেলারের সৃষ্টি-প্রতিভা তাঁহার মধ্যে না থাকায় তাঁহার স্বপ্নের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হইয়াছে।" বিশেষতঃ হেজাযের সোল্‌তান সউদ ও জর্দানের বাদশাহ হোসেনকে হত্যা করাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নাসের ও কোয়াৎলীর হীন উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া পড়ায় নাসেরের নেতৃত্বের আশাতেও ছাই পড়িয়াছে। কাশ্মীর সম্বন্ধেও এই উভয় ব্যক্তির মতামত অতি অদ্ভুত ধরণের; এ-বিষয়ে নাসের-কোয়াৎলীর উক্তিসমূহ মস্কো ও নয়া দিল্লীর কারখানায় তৈরী গ্রামোফনের মতই!

মধ্য-প্রাচ্যে ঘটনাপ্রবাহের দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। মার্কিণ প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার কম্যুনিষ্ট-সাম্রাজ্যবাদের অতি আসন্ন গ্রাস হইতে মধ্যপ্রাচ্যকে রক্ষা করিবার জন্য এক নূতন পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছেন। উহার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত এলাকায় এক নূতন শার দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে। ইহা জানাকথা যে, মধ্য-প্রাচ্যের দিকে রুশ ভল্লুকের চিরদিনই লোলুপ দৃষ্টি রহিয়াছে। তার উপর ঘরের শত্রু বিভীষণদের সাহায্যলাভ করিয়া তার উৎসাহ বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আইক-পরিকল্পনায় রাশিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মধ্য প্রাচ্যের ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে সর্বপ্রকার আর্থিক ও সামারিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি থাকায় অন্ধকারের মধ্যেও আলো দেখা দিয়াছে। এই সব এলাকার জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ খুব বেশী। তাহাদের বিভিন্নমুখী সংগঠন ও উন্নয়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সে অর্থ দান করিবার মতো সামর্থ্য রাশিয়ার নাই। মিসর ও সিরিয়ার সংবাদপত্রগুলিতে শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই নয় বরং কম্যুনিষ্ট জোট-বিরোধী সমুদয় আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচারণা অহঃরহ স্থানলাভ করিতেছে। উক্ত রাষ্ট্রগুলি নাকি অর্থের প্রলোভনেই আমেরিকার পাতে ঝোল টানিতেছে। কিন্তু ইহা ভুল। তাহাদের যে নিজস্ব জীবনাদর্শ রহিয়াছে তাহা কার্ল মার্কসীয় সাম্যবাদের ঘোর বিরোধী। তারপর মিসর ও সিরিয়ার মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশের স্থলে নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা সম্ভবপর, তাহারা সে সন্ধান প্রদান করিতে পারে নাই।

মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন ব্যাপারের মধ্যে জর্দানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানে কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশের ফলে জর্দানের ইতিহাস নূতন করিয়া লিখিবার মতো হইয়াছিল! কিন্তু আল্লাহ্-তালার লাখলাখ শোকর! তাঁহারই মর্যিতে জর্দানের বালক রাজা স্বীয় শক্তি-সাহস উন্নত নৈতিকতা, অটুট সঙ্কল্প ও শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞার সংগে মিসর ও সিরিয়ার কম্যুনিষ্ট এজেন্টদিগকে সময় থাকিতে পর্যুদস্ত করিয়া তাঁর দেশকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। এমন কৌশল ও উদারতার সংগে তিনি এই বৈদেশিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়াছেন যে, দুনইয়ার বহু ঝুনা রাজনীতিকও তাহা দেখিয়া থ হইয়া গিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে—দেশের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় দুশ্‌মনদের আজ তিনি অতি কঠোর হস্তে ও অবিচলিত চিত্তে নির্মূল করিতে লাগিয়াছেন। জর্দানের পরলোকগত বাদশা

www.ahlehadeethbd.org

আবদুল্লাহ্ একবার বলিয়াছিলেন "আমার পুত্র তালাল হইতেছে অপদার্থ—আমার পৌত্র হুসেনই একদিন আমার মান রক্ষা করিবে।" জর্দান বা শর্কে আর্দ-নের লোক সংখ্যা দশ লক্ষ। তার উপর ফলস্তিন হইতে বিতাড়িত মোট পৌনে নয় লক্ষ আরব মুহাজিরদের মধ্যে প্রায় ছয় লক্ষ জর্দানেই আশ্রয় লইয়াছিল। মস্কোর ইংগীতে মিসরী ও শামী (সিরীয়) চরগণ এই মুহাজেরদেরও ভুল বুঝাইয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খেপাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিল।

সিরিয়া ও মিসর উভয়ে সোল্তান হুসেনের রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইবার যে কুমৎলবে মাতিয়াছিল, তাহা এই ভাবেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তথাকার তরুণ নরপতি স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করিয়াছেন। তিনি নিজেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। দেশদ্রোহী নবুল্সী মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইয়া হুসেন্ ফখ্রী খালেদী দ্বারা নূতন ক্যাবিনেট গঠন এবং নাসেরপন্থী জেনারেল্ আবুনওয়াবের স্থলে নূতন সেনাধ্যক্ষের নিয়োগ পূর্বক তিনি তাঁর দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছেন। জর্দানের পর হেজায সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। সোল্তান সউদের মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটন সফর, আইসেন্ হাওয়ারের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও সামরিক সাহায্য-পরিকল্পনা গ্রহণের পর স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি সমুদয় ব্যাপারই এদেশবাসী অবগত আছেন। কায়রো (কাহিরা) তে চতুঃশক্তি বৈঠকে তিনি যে, মিসর ও সিরিয়াকে স্বমতে আনিতে সমর্থ হন নাই, তাহাও সর্বজন-বিদিত। এই চতুঃশক্তি বৈঠকে সম্মিলিতভাবে কম্যুনিষ্ট-অনুপ্রবেশে বাধা দেওয়া সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেও শেষ পর্যন্ত নাসের ও কোয়াৎলী উভয়ই ডিগ্বাযী খাইয়া ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। এই সময় মার্কিণ প্রতিনিধি জেম্স রিচার্সের মধ্যপ্রচ্য ভ্রমণ একটি বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক পরিবর্তন আনিতে সমর্থ হইয়াছে এবং বৃটিশের বিরোধিতা সত্ত্বেও য়েমেন ও লেবাননও মার্কিণ সাহায্য পরিকল্পনায় যোগদান করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। আফগানিস্তানও হয়তো তাহাই করিবে। হালে আফগানিস্তানের ভারত-প্রীতি ও পাকিস্তান-বিদ্বেষেও কিছুটা ভাটা পড়িয়াছে।

হেজাযের পর বাগদাদ চুক্তি-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সদস্য ইরান সম্বন্ধেও আজ মামুলী আলোচনার—প্রয়োজন রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, তথাকায় 'তুদে' নামক উগ্র কম্যুনিষ্টপার্টির প্রভাবও বহুদিন বিনষ্ট হইয়াছে। ইরাণের প্রতিবেশী রাশিয়ার বহু ভীতি-প্রদর্শন আজ নিস্ফল আক্রোশে পরিণত হইয়াছে। ইরাণ তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া স্বীয় লক্ষ্য-পথে দৃঢ় পদেই অগ্রসর হইতেছে। সম্প্রতি তিন জন মার্কিন নাগরিকের ইরাণী দস্যুর দ্বারা নিহত হওয়ার সংবাদে ইরাণী মন্ত্রী সভাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং ডাঃ ইক্বালের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

সম্প্রতি বাগদাদ হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা যায়, সাতদিন ব্যাপী ইরাকসফরের পর সোল্তান সউদ গত ১৮ই মে রাজধানী রিয়াদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিমান হইতে প্রদত্ত বাণীতে তিনি সোলতান ফয়সল, আমীর আবদুল্ইলা এবং ইরাকী প্রধান মন্ত্রী নূরী আস্সৈয়্যদের আতিথেয়তার অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাও জানা গিয়াছে যে, ফেলিস্তিন, মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি, আরব-ঐক্যের বাধা অপসারণ, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজএর বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং আলজিরিয়ার আজাদী জেহাদ সম্পর্কে উভয় সোলতান ও তাঁহাদের সরকার একমত হইয়াছেন। সোলতান ফয়সল্ ও সোলতান সউদ আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য সোলতান হুসেন্কে বাগদাদ গমনের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু জর্দানের বর্তমান পরিস্থিতি তাঁহার বাহিরের যাওয়ার পক্ষে প্রশস্ত নহে বলিয়া আন্তরিক আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি তথায় যাইতে পারেন নাই। তবে ইরাক গবর্ণমেণ্ট জর্দানকে দশলক্ষ দিনার সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

ইহাও জানা গিয়াছে যে, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক (সাকাফতী) ব্যাপারেও তাঁহারা একমত হইয়াছেন। ইরাক ও হেজাজের উভয় নরপতিই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সহযোগিতা সুদৃঢ় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সারা আরব জাহানকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন। ইরাক ও সউদী আরব পরস্পরকে শুল্ক ও বৈদেশিক মুদ্রার সুবিধা দান করিবে এবং বাণিজ্যিক লেনদেনেরও পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা মিশন বিনিময় ও বেতার কর্মসূচীর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করার জন্য উভয়ই একমত হইয়াছেন।

ইরান, ইরাক, তুর্কী, সউদী আরব, জর্দান ও পাকিস্তান এই ছয়টি ইসলামী রাষ্ট্র-সমবায়ে 'বাগদাদ চুক্তি প্রতিষ্ঠান' নামে কিছুদিন পূর্বে যে নূতন সংস্থা গঠিত হইয়াছে, তাহা মধ্যপ্রাচ্য কেন, সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্যই 'মুজ্দা' বহিয়া আনিয়াছে। নাসের ও কোয়াৎলী নামক দুই পালের গোদা পীরের নির্দেশে ইহা বর্জন করিয়া নিজেরাই একঘরে হইয়া পড়িয়াছেন। বাগদাদ চুক্তির অর্থনৈতিক কমিটির ছয় দিন ব্যাপী যরুরী অধিবেশন গত ২১শে মে করাচীতে শেষ হইয়াছে। বৈঠক যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেজন্য সেখানে মাত্রাতিরিক্তভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। আমাদের আশঙ্কা হয়, পাকিস্তানের দেশী বিদেশী উভয় শত্রুই উক্ত সমাবেশ পণ্ড করিবার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় গবর্ণমেণ্টই দেশ ও সমাজ-দ্রোহীদের নাশকতামূলক কার্যে বাধা না দিয়া বরং যেভাবে তাহাদের আস্কারা দিয়া চলিয়াছে তাহাতে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। যাহাহউক, বাগদাদ চুক্তি-সংস্থার গত করাচী বৈঠক যে বহু কাজের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, তজ্জন্য আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাগ্দাদ চুক্তিভুক্ত এলাকাসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরই বিশেষ যোর দেওয়া হইয়াছে। করাচী-বসরা উপকূলবর্তী সড়ক এবং যাহিদান-তেহরাণ রেলপথ সংযোগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। কেননা, সমগ্র এলাকাটিকে ঘনিষ্ঠভাবে সংহত করাই উক্ত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। অসামরিক বিমান ক্ষেত্রের উন্নয়নের দিকেও তাঁহারা মনোনিবেশ করিয়াছেন। আরও আশার কথা--সম্মিলনে উপস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ যতশীঘ্র সম্ভব ঐ সব পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। বাগ্দাদ চুক্তি-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির উন্নয়ন ও সংগঠনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সোয়া কোটি ডলার সাহায্য মন্যুর করিয়াছেন, তাহা অপর্যাপ্ত বিবেচনায় আরও অধিক টাকা চাওয়া হইয়াছে। উক্ত করাচী বৈঠকে ডাঃ আমুজেনার, ডাঃ দরবেশ আল্ হায়দরী, জনাব এম, এ হাসান, মিঃ সেনাৎ গানওয়ার, মিঃ নিগেলবার্চ ও আর্থার জি, গার্ডিনার যথাক্রমে ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, তুর্কী. যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ইরাকের আস্ ছৈয়িদ আবদুল কাদির আল্ জিলানী সভাপতিত্ব করেন।

মালয় ফেডারেশন আগামী ২১শে আগষ্ট স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হইবে। মালয়ের নয়া শাসনতন্ত্র রচনার জন্য বহুদিন যাবত চেষ্টা করা হইতেছে। টেঙ্কু আবদুর রহমান মালয়ের জন্য স্বাধীনতা-লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়া তথাকার প্রধান-মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। জনাব আবদুর রহমান শেষ-পর্যন্ত তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি সম্প্রতি লণ্ডনে যাইয়া আলোচনা চালাইয়াছিলেন। বৃটিশ উপনিবেশ দফতর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। টিন ও রবার-সমৃদ্ধ মালয় উপদ্বীপ আজ বিশ্বের স্বাধীন জাতিসমূহের দরবারে আসন লাভ করিল। মালয়ের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বারবার বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আযাদী জেহাদের এই অপরাজেয় যোদ্ধা মযবুৎ হাতে সকল দিক রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। একদিকে তিনি মালয়ের কম্যুনিষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন, অন্যদিকে বৃটিশকে যুক্তিতর্কের দ্বারা মালয়ের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণতাবশতঃ বৃটেন মালয়ের শাসনতন্ত্র রচনার ভার মালয়বাসীদের হাতে না দিয়া নিজ হাতে রাখায় সে-দেশবাসী সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তারপর সিঙ্গাপুরকে মালয়-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য যে দাবী মালয়-বাসীরা করিয়াছিল, বৃটেন তাহাও পূর্ণ করে নাই। সিঙ্গাপুর এখনও আযাদী লাভ করিতে পারে নাই বটে, তবে মালয়ের স্বাধীনতা লাভের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানেও মুক্তিসংগ্রাম আবার যোরেশোরে শুরু হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মালয়ে "সোলতান" উপাধিধারী বহু বড়ো বড়ো মুসলিম সামন্তরাজ আছেন। 'টেঙ্গু' মালয়ী শব্দ—অর্থ শাহযাদা বা যুবরাজ।

ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে এক গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার সাম্প্রতিক রাজ-নৈতিক পরিস্থিতি স্বভাবতঃই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি-প্রতিষ্ঠান (*Seato*) এর সদস্যদের নিকট উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ওলন্দাজ সরকারের দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ইন্দোনেশিয়া আজাদীলাভ করিয়াছে, আজ প্রায় এক যুগ। কিন্তু যোগ্য কাণ্ডারীর অভাবে এখনো তার 'বেড়া' ঝটীকা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগরে হাবুডুবু খাই-তেছে। জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ও সেলিবিস প্রভৃতি চারি হাজার দ্বীপ লইয়া ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্র গঠিত হইয়াছে।

জাভার অন্তর্গত জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্রীয় রাজধানী অবস্থিত। যোগাযোগ-ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলিয়া সেখানে কেন্দ্রীয় শাসন খুবই শিথিল। প্রধান আটটি দ্বীপের মধ্যে রেষারেষি সদা লাগিয়াই আছে। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-লাভের সময় পশ্চিম নিউগিনি তাহাকে দেওয়া হয় নাই! সে সম্পর্কে পরে বিবেচনা করা হইবে বলিয়া ডাচ্ গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহা ওলন্দাজেরই কুক্ষিগত রহিয়াছে। বৃটিশের সৃষ্ট কতকটা কাশ্মীরের মতোই পশ্চিম নিউগিনি সমস্যাকে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে! পৃথিবীতে যতো চিনি জন্মায় তার এক তৃতীয়াংশ জাভাতেই উৎপন্ন হয়। মোট লোকসংখ্যা বারো কোটির মধ্যে প্রায় আট কোটি মুসলমান।

ইন্দোনেশিয়ায় গণতন্ত্র শাসন প্রথমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। আবদুর রহিম শুওকর্ণ (শোকরানা)ই উহার পহেলা প্রেসিডেন্ট। তিনি শুরুতেই ভারতভক্ত ও পাকিস্তান-বিরোধী হইয়া পড়েন। তাঁর মাতা হিন্দু এবং এখনো তিনি জীবিতা আছেন। স্বাধীনতা লাভের অল্পদিন পরেই তিনি জওয়াহেরলালকে জাকার্তায় লইয়া যাইয়া তথায় আহূত চল্লিশ হাজার লোকের সভায় নেহরু-কে তাঁহার "পিতা" বলিয়া ঘোষণা করেন। গত ১৯৫৫ সালের নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিয়া তিনি তাঁর "জাতীয় সরকার" কায়েম করিলেও প্রধানতঃ মস্কো ও পিকিংএর দিকেই তিনি ঝুঁকিয়া পড়েন। সেখান হইতেই তিনি তাঁর প্রেরণা পাইয়া থাকেন। দেশের জনমতকে উপেক্ষা করিয়া বিশেষতঃ ইন্দোনেশিয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মুসলিম পার্টি 'মাসজুমী' ও 'নাহযাতুল ওলামা'কে উপেক্ষা করিয়া কম্যুনিষ্ট সদস্যদের সাহায্যে তিনি তাঁর বর্তমান সরকার গঠন করিয়াছেন। শোকরাণার এই ব্যবস্থাকে পুরাপুরি ডিকটেটরী শাসনই বলা যায়। কম্যুনিষ্টরা ডিকটেটরী শাসনই চায়, কিন্তু বলিবার সময় ইহাকে "জনতার শাসন" নামেই অভি-হিত করে। শোকরানাও তদীয় সাবেক প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রমিজোজো মুসলিম দেশসমূহের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া চীন ও ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের বর্তমান পররাষ্ট্র-নীতির স্বরূপ!

মোটকথা, শোকরাণা তাঁর দেশকে আজ কম্যুনিষ্ট শাসন-পদ্ধতির দিকেই দ্রুত লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণ তাহা আদৌ চায়না। তাই কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে চারিদিকেই বিদ্রোহবহ্নি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে দেশের অধিকাংশ নরনারী ইস্‌লামী শাসনতন্ত্রই কামনা করে। বিভিন্ন সামরিক বাহিনী অধুনা ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করিয়া বসিয়া আছে! দেশের জনমতের সঙ্গে আপোষ না করিয়া আজ শুওকর্ণ পিকিং ও মস্কোর মদদের উপরই নির্ভর করিতেছেন। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে পদদলিত করিয়া বৈদেশিক সাহায্যের আশায় এই যে তাসের কিল্লার মধ্যে তিনি তাঁর মুষ্টিমেয় সমর্থকদের লইয়া একনায়কত্বের নেশায় মশ্‌গুল আছেন, সে কিল্লা শীঘ্রই ধ্বসিয়া পড়িবে। আসল কথা, রাষ্ট্র হিসাবে দুনইয়ার এই দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের অস্তিত্বই আজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে! ডাঃ শোকরাণার যরুরী উযিরসভা দেশে শান্তি স্থাপনের কাজে কোনোরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিবে—অবস্থা দৃষ্টে সেরূপ মনে করিবার আদৌ কোনো কারণ নাই। (আগামীবারে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ

প্রচার সংবাদ

জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট ৩০শে এপ্রিল ঢাকা হইতে মোটর যোগে রওয়ানা হইয়া ময়মনসিংহের বল্লা বাজারে উপস্থিত হন এবং ৫ই মে পর্যন্ত জামে মছ্‌জিদে অবস্থান করেন। তথায় তিনি ঈদুলফিতরের জামাআতে ইমামতী করেন এবং বল্লা জামে-মছজিদ-বিল্ডিঙ্গের জন্য চৌদ্দশত টাকা সংগ্রহ করিয়া দেন। প্রায় কুড়িটি গ্রামের সমবায়ে এইস্থানে একটি ইলাকা জমঈয়ত গঠন করার জন্য মওলবী আবদুল আলী ছাহেবের নেতৃত্বে কর্মপরিষদ গঠিত হয়। জমঈয়তের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার কার্য শেষ করিয়া ৬ই মে তিনি তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

৭ই মে অপরাহ্নে জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট ঈশ্বরদীতে পাবনাবাসীগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে টাউনে উপস্থিত হন এবং শেষ পর্যন্ত আলহাজ আখতারুয্‌যামান ছাহেবের অতিথি থাকেন। পরদিবস সকালে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত টাউনের সন্নিহিত ঝটিকা-বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করেন। ইশার নামাযের পূর্বে ঝটিকাপীড়িত দুর্গতদের সাহায্যার্থে বাঁশবাজার মছজিদে পরামর্শ সভা ডাকিয়া রিলিফ কমিটি গঠন করেন। ৯ই তারীখে জমঈয়তের বিভিন্ন কার্যে লিপ্ত থাকেন এবং ১০ই মে তারীখে বাঁশবাজার মছজিদ-প্রাঙ্গন ও সন্নিহিত ময়দানের এক বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেন এবং ইছলামী ও আযাদী আন্দোলন সমূহের ভূমিকায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের অতীত, বর্তমান ও ভাবী স্থানের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেন। ১১ই মে তারীখে যিলা আহ্‌লেহাদীছ কনফারেন্স আহ্বান করার ব্যবস্থাকল্পে আহূত সভায় যোগদান করেন, এই উদ্দেশ্যে একটি কর্মপরিষদ গঠিত হয়। অনতিবিলম্বে এই পরিষদ সদর মহকুমার সমুদয় গণ্যমান্য আহ্‌লেহাদীছগণের সহিত মিলিত হইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। ১২ই মে টাউনের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমভিব্যাহারে জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট পুনরায় ঝটিকা বিধ্বস্ত ইলাকায় গিয়া মুকুন্দপুর গ্রামে দুইশত ষাট টাকা, ব্রজনাথপুরে ৩ শত কুড়ি টাকা, খয়েরশুতি গ্রামে ৩শত পঁয়ষট্টি টাকা, মাদারবাড়ীয়ার ২ শত পঞ্চাশ টাকা, চরকুলুনিয়ায় ষাট টাকা, দোগাছি গ্রামে কুড়ি টাকা, কুলুনিয়ায় পঁচানব্বুই টাকা, মহেন্দ্রপুর, লস্করপুর ও মন্দিরপুরে ১ শত কুড়ি টাকা সর্বশুদ্ধ চৌদ্দশত নব্বুই টাকা বিতরণ করেন। সাহায্য ভাণ্ডারে পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ ২৫০৲ জনাব আহমদ আলী মিয়াঁ ৬০০৲ আলহাজ শেখ আছীরুদ্দিন ৫০৲ আলহাজ তোরাব আলী প্রাং ৫০৲ আলহাজ কিয়ামুদ্দিন ২০৲ আলহাজ আখ্‌তারুয্‌যামান ৩০০৲ মোঃ তোরাব আলী মিয়াঁ ৫৲ আলহাজ আফযল হোছেন ৫০৲ মোঃ শামসুদ্দিন মিয়াঁ ৫০৲ মোঃ আবদুল আযীয ৫৲ মোঃ মনছুর আলী মিয়াঁ ১০০৲ রঈছুদ্দিন মিয়াঁ ২৫৲ শেহাবুদ্দিন মিয়াঁ ২৫৲ আবদুল-হাকীম মিয়াঁ আফুরী ৫৲ সর্বশুদ্ধ ১৫০৫৲ সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিতরিত ১৩৯০৲ টাকা ও যাতায়াতের ব্যয় বাবত ১৫৲ খরচ হয়। জমঈয়তের সাহায্যাদি সংগ্রহ করার পর এই তারীখেই জমঈয়ত-প্রেসিডেন্ট পাবনা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরদিবস ১৩ই মে ভেলুরপাড়া হইতে নৌকা যোগে বলাইলের মওলানা ইছ্‌হাক ছাহেব প্রভৃতি সহ বগুড়ার অন্তর্গত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সারিয়াকান্দি বন্দরে উপস্থিত হন এবং হাই স্কুলের সন্নিহিত ময়দানে প্রায় ৩০ হাজার লোকের সভায় সভাপতিত্ব করেন ও ইছলামের আদর্শ, উহার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগী এবং প্রচলিত খৃস্টানিটির সহিত ইছলামের তুলনামূলক বিচার প্রভৃতি বিষয়ে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বক্তৃতা দেন। এই সভায় বগুড়া জিলার সমুদয় অঞ্চল হইতে বিশিষ্ট উলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সমাবেশ হইয়াছিল।

১৪ই মে বেদনাক্রান্ত অবস্থাতেই সারিয়াকান্দি হইতে রওয়ানা হইয়া পরদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে সরিষাবাড়ীতে উপস্থিত হন। পথে বোনারপাড়া ও জামালপুর জংসনে স্থানীয় আহলে-জামাআতগণ জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সরিষাবাড়ীতে সাতপোয়া নিবাসী মুন্‌শী আবদুল আযীয ভ্রাতৃদ্বয়ের অতিথি হন। ১৬ই মে তিনি হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী থাকেন।

স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা চালাইতে থাকায় জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের আশংকা পরিদৃষ্ট হয়। ইহার নিরসনকল্পে ১৭ই মে সন্ধায় সরিষাবাড়ী আঞ্চলিক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের উদ্যোগে আলহাজ মওলানা বাহাউদ্দীন ছাহেবের নেতৃত্বে আরামনগরে বিরাট জনসভা আহুত হয়। জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট এই সভায় তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে আহ্‌লে হাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য পটভূমিকা, উহার আন্তর-সামাজিক সম্পর্ক এবং কর্মসূচির বিস্তারিত আলোচনা করেন। শুধু এক দিবসের সংবাদে সভায় ১০ হাজারের অধিক লোকের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। জম্‌ঈয়তের অর্থ সংগ্রহ ও ইলাকা জম্‌ঈয়তের কার্যাদি ও হিসাব পত্র পরিদর্শনের পর ১৮ই মে রওয়ানা হইয়া ঐদিবস রাত্রি দ্বিপ্রহরে প্রেসিডেন্ট ঢাকার সদর দফ্‌তরে উপস্থিত হন।

২৮শে মে পর্যন্ত তর্জুমানুলহাদীছ ও দফ্‌তরের কার্যে ব্যস্ত থাকার পর পুনরায় জম্‌ঈয়ত-প্রেসিডেন্ট জম্‌ঈয়তের প্রচার কার্যে বহির্গত হন। ৩১শে মে কিনাজপুরের নুরুলহোদার জুমার নমাজ আদা করেন এবং জামাআতী ও পারিবারিক আবশ্যক কার্যাদি সমাধা করার পর ৩রা জুন তারীখে বোনারপাড়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ও বক্তৃতা দেন। এই স্থানেও আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরল হৃদয় আহ্‌লে-জামাআতের ভিতর কতিপয় স্বার্থসর্বস্ব ব্যক্তি অপপ্রচারণা চালাইতেছিল, সুতরাং আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয় এবং সকলের উৎসাহ ক্রমে পরদিবস ডাক বাংলায় পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মওলানা শামছুর রহমান ছাহেবের সভাপতিত্বে ডক্টর আবদুল মান্নান কে সম্পাদক ও মওলবী আবদুলবছীর মিয়াঁকে কোষাধ্যক্ষ্য নির্বাচিত করিয়া প্রায় ৩০টি গ্রামের সমবায়ে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীছ গঠিত হয়। পর দিবস বোনারপাড়া হইতে রওয়ানা হইয়া জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট সন্ধার প্রাক্কালে জামালপুর টাউনে উপস্থিত হন এবং মওলবী আবদুল লতীফ বি, এ ও আলহাজ আবদুল খালেক ভ্রাতৃদ্বয়ের অতিথি হন। ৬ই জুন স্থানীয় বালিকা মাদ্‌রাছায় অনুষ্ঠিত সভায় আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করেন। এই সভায় প্রায় কুড়িটি গ্রামের সমবায়ে মওলবী মাহমুদুর রহমান ছাহেবকে সভাপতি, মওলবী বিলায়েত হোছেন কে সম্পাদক ও আলহাজ শেখ আবদুখালেককে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিয়া জামালপুর ইলাকা জম্‌ঈয়তে-আহ্‌লেহাদীছ গঠিত হয়। ৭ই জুন জামালপুরে জুমা আদা করিয়া সন্ধার ট্রেনে জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট ঢাকা রওয়ানা হন।

ঢাকায় তর্জুমান ও দফ্‌তরের কার্যে ১৩ই জুন পর্যন্ত নিবিষ্ট থাকার পর উক্ত দিবস সন্ধার পর জম্‌ঈয়ত প্রেসিডেন্ট নারায়ণগঞ্জ যাত্রা করেন এবং পরদিন মওঃ ফিরোয, মওঃ রঈছুদ্দীন ও মওঃ আবদুছছমদ ও হাফেজ মোহাঃ জমীল সহ বেলা ১০ টায় কাঞ্চনবাজারে উপস্থিত হন ও মওলবী ছুলায়মান ছাহেবের গৃহে অবস্থান করেন। অপরাহ্নে স্থানীয় হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এক মহতী সভায় তিনি ইছলামের শিক্ষা সৌন্দর্য এবং আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাস ও জম্‌ঈয়তের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির আলোচনা করেন। মেঘ বৃষ্টির জন্য অসুবি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হওয়া সত্ত্বেও রাত্রি দশটা পর্যন্ত সভার কার্য চলিতে থাকে এবং এই স্থানেও মওলবী ছুলায়মান ছাহেবকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করিয়া বিভিন্ন গ্রামের ১৫ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সমবায়ে একটি কর্মপরিষদ গঠিত হয়, এতদঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামে জমঈয়তে আহলেহাদীছের শাখা স্থাপন এবং একটি প্রতিনিধিমূলক আঞ্চলিক জমঈয়ত গঠন করার জন্য এই পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরদিবস ১৫ই জুন ঝড়বৃষ্টির বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট তাঁহার সহচরবৃন্দসহ রাত্রি দ্বিপ্রহরে সদর দফতরে প্রত্যাবর্তন করেন।

কর্মীগণের কর্মতৎপরতা ঃ

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের অবৈতনিক প্রচারক ও কর্মী মওলানা মোহাম্মদ ফিরোজ, মওলবী মোহাম্মদ আবদুল মালেক ও মওলবী রঈছুদ্দীন ছাহেবান বিগত রামাযান শরীফের শেষ ভাগ হইতে জমঈয়তের উদ্দেশ্যের প্রচার ও অর্থসংগ্রহের কার্যে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চন, চারিতালুক, আতলাপুর, কুরাইল, ভোলাব, দেবগ্রাম, বেলদী, কাজীর বাগ, নুরালাপুর, জোয়ারীয়াকান্দা, খরিয়া, খিদিরকান্দী, নওরা, বেরাইদ, পাতিরা ও ডুমনি প্রভৃতি গ্রামগুলি পরিভ্রমণ করেন। বেরাইদের জনাব মওঃ আবদুল জব্বার মিয়াঁ, মওলানা মাহ্বুবর রহমান, মোহাঃ গিয়াসউদ্দীন খান মওঃ শহীদুল্লা, মওঃ ছমীরুদ্দীন ছাহেবান জমঈয়তের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া প্রচারকবৃন্দকে নানাভাবে সাহায্য ও জনসাধারণকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীছের নব নিযুক্ত প্রচারক উদীয়মান আলেম মওলানা মোহাম্মদ আবদুছছমদ ২৩শে এপ্রিল হইতে ১০ই জুন পর্যন্ত ঢাকা যিলার বেরাইদ, নুরালাপুর, কয়ের, উজামপুর, সুণ্ডা, পীরজালী, চকপাড়া প্রভৃতি ৪২টি গ্রামে ও ত্রিপুরা যিলার কাজীরাতল, ইলাহাবাদ, জগতপুর, রামপুর, ছোটনা, তুলাগাঁও ও কাকীয়ারচর প্রভৃতি ১৮টি গ্রামে জমঈয়তের প্রচারকার্য চালাইয়াছেন ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি ২৮টি গ্রামে জমঈয়তের শাখা সমিতি গঠন করিতে পারিয়াছেন। ৩টি সাধারণ সভায় ও ৭টী জুমায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

জমঈয়তের অন্যতম কর্মকর্তা মওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী ছাহেব দফতরের কার্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ঢাকা শহরের আদায় কার্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। ঢাকা সিটির মওলানা শামছুলহক, জনাব আবদুল্লাহ মুতাওয়াল্লী, আবদুলহক বেপারী, আলহাজ মোহাম্মদ আকীল ও মওলানা আরিফ, হাফিয মোঃ উমর, মোহাম্মদ জালীছুছ মিয়া ও বাকু মিয়া ও তদীয় পুত্র ছাহেবান উদ্যোগী হইয়া জমঈয়তের আদায় কার্যে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

فجزاهم الله سبحانه وتعالى جزاء موفورا وجعل سعيهم مشكورا -

জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট, কর্মী ও মুবাল্লিগগণ কর্তৃক আদায়ী টাকার বিবরণ জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার স্তম্ভে ক্রমশিকভাবে প্রকাশ লাভ করিবে।

অন্যান্য মোবাল্লেগ ও কর্মীগণের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট এখনও দফতরের হস্তগত হয়নাই। আশা করি তাঁহারা ত্বরান্বিত হইবেন।

কষ্টিপাথর

নাক্কাদ

পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছের দফতর হইতে যে সকল মূল্যবান ও উপাদেয় নূতন ও পুরাতন গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকখানা পুস্তকের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :

তকবীয়াতুল ঈমান (উর্দু),

تقوية الايمان (اردو) تاليف امام الموحدين

العلامة اسمعيل الشهيد فى سبيل الله رض

ক্রাউন ১/৪ সাইজ অতি উৎকৃষ্ট কাগজে এবং ঝকঝকে সুন্দর অক্ষরে প্রকাশিত। স্নেহভাজনদের জন্য উপহারের উপযোগী। মূল্য বাঁধাইসহ এক টাকা বার আনা। তওহীদের ব্যাখ্যা হিসাবে "তকবীয়াতুল ঈমানের" সমকক্ষ কোন উর্দু বাঙলা গ্রন্থের কথা আমরা

(২৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

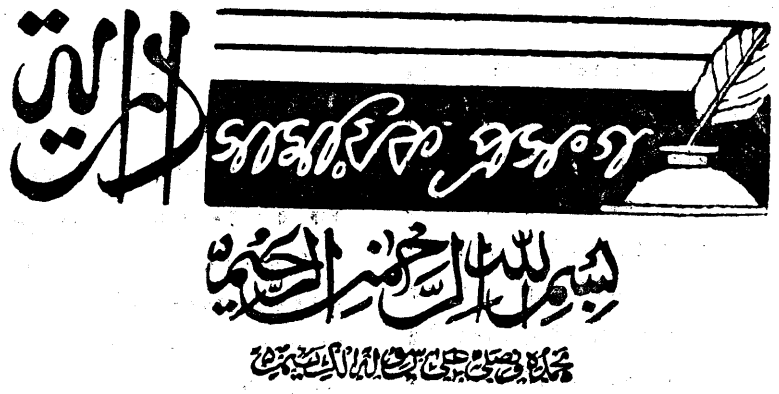

ডাক বিভাগের অব্যবস্থা

বিভাগ-পূর্ব যুগে সর্বাপেক্ষা কর্তব্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ছিল সরকারের ডাক-বিভাগ। কিন্তু বর্তমানে দুরদৃষ্টক্রমে ইহার অবস্থাও সরকারের অন্যান্য বিভাগের মতই দায়িত্বশূন্য ও বিশৃংখলায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ডাক বিভাগের অব্যবস্থা ও অনিয়মিত কার্যকলাপের জন্য 'তর্জুমানুলহাদীছ' পরিচালিত করা সম্ভবপর কিনা, আমরা সেকথা চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেছি। ইদানিং অব্যবস্থা ও গোলযোগ এরূপ চরমে উঠিয়াছে যে, আর ধৈর্য রক্ষা করা সম্ভবপর হইতেছেনা। 'তর্জুমান' সম্বন্ধে গ্রাহকদের অভিযোগ শুনিতে শুনিতে শুধু হয়রাণ নয় আমরা সত্যই কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। গুণিয়া গুণিয়া খাতার সহিত নাম মিলাইয়া কাগজগুলি ডাকে দেওয়া হয় অথচ এমন মাস যায়না যাহাতে কাগজ না পাওয়ার অভিযোগ আমাদের হস্তগত হয়না। আমরা এযাবৎ দফ্‌তরের ক্ষতিকরিয়া অভিযোগকারীদিগকে নূতনভাবে কাগজ দিয়া আসিয়াছি কিন্তু 'তর্জুমানুলহাদীছের' বিগত 'জম্‌ঈত-সংখ্যা' হইতে অভিযোগের মাত্রা এরূপ চরমে উঠিয়াছে যে, তাহার প্রতীকার আমাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল অভিযোগ পত্রে গ্রাহক সংখ্যা উল্লিখিত নাই, সেগুলি বাদ দেওয়ার পরও অন্ততঃ ১৬ জন গ্রাহক তর্জুমানের বিগত 'জম্‌ঈয়ত' সংখ্যা প্রাপ্ত হননাই বলিয়া জানা গিয়াছে। যথা, **বগুড়া জিলার** পাঁচবিবি পোঃ অফিসের ২৫৫২ নং, হরিখালী পোঃ অফিসের ২৪৯৬ ও ২৭৮৪ নং ও জামালগঞ্জ পোঃ অফিসের ২৩৫০ নং গ্রাহকগণ। **ময়মনসিং জিলার** টেঙ্গুরিয়াপাড়া পোঃ আঃ ৪৯২ ও ময়মনসিং পোঃ অফিসের ২৫৪৬ নং গ্রাহকগণ। **রংপুর জিলার** জুমারবাড়ী পোঃ আঃ ১০০২ নং ও ১৮৫৫ নং ও বোনারপাড়া পোঃ আঃ ৯৯৬, ১৯১২, ২৬৬৬ ও ২৫১৮ নং গ্রহকগণ **যশোর জিলার** কাসেমনগর পোঃ আঃ ২৪০৪, বুধখানা পোঃ আঃ ২৪৯৮ নং গ্রাহকগণ। **খুলনা জিলার** কেড়াগাছী পো. আঃ ২৫০৪ নং গ্রাহক। **রাজশাহী জিলার** মুণ্ডমালা পোঃ আঃ ৫৬৭ নং গ্রাহক।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকগুলি উর্দু, বাঙালা ও ইংরাজী মাসিক ও সপ্তাহিক তর্জুমানের দফ্‌তরে আসিয়া থাকে, কিন্তু একখানা কাগজ ও মোটের উপর সৎসরে সঠিকভাবে আমাদের হস্তগত হয় না।

ডাকবিভাগ আমাদিগকে এসম্বন্ধে কি করিতে বলেন ?

গ্রাহকগণের প্রতি,

অধিকাংশ গ্রাহক তাঁহাদের অভিযোগপত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করেননা। অনেকে অর্ডারের সময় নাম ঠিকানা এরূপ জড়িত অক্ষরে লিখিয়া থাকেন যে, তাহার সঠিক পাঠোদ্ধার আমাদের মত অল্পবিদ্যার লোকদের পক্ষে সম্ভবপর হয়না। কেহ কেহ তর্জুমানুলহাদীছ প্রকাশলাভ করার দুই, তিন মাস পর কাগজ না পাওয়ার অভিযোগ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের নিকট আরয এই যে, কোন সংখ্যার তর্জুমানুলহাদীছ কোন গ্রাহকের হস্তগত নাহইলে সংশ্লিষ্ট পোস্ট—অফিসে লিখিতভাবে অনুসন্ধান করিয়া কাগজ প্রকাশিত হওয়ার পর একমাস কাল মধ্যে পোস্ট অফিসের জওয়াব সহ দফ্‌তরে জানাইতে হইবে এবং নাম

www.ahlehadeethbd.org

ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবে। অন্যথায় তাঁহাদের অভিযোগের প্রতিকার করিতে না পারার জন্য আমরা দায়ী হইবনা। নিজেদের ন্যায্য-প্রাপ্য মিটাইয়া লওয়ার জন্য স্বয়ং অগ্রণী নাহইয়া শুধু দফ্‌তরের উপর নির্ভর করিলে কার্যোদ্ধার হওয়া দুঃসাধ্য। গ্রাহকগণ যাহাতে কাগজ না পান, এরূপ মনোবৃত্তি লইয়া দুনিয়ার কেহই কাগজ প্রকাশ করেনা, অমরা দফ্‌তরের ভুলচুকের জন্য অবশ্যই দায়ী এবং তাহার প্রতিকার করিতে সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু যাহা আমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত, আমরা কেমন করিয়া তাহার প্রতিকার করিব?

পরপারের যাত্রী,

ঢাকার তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, আঞ্জুমানে আতিব্বায়ে মশ্‌রেকী পাকিস্তানের সুযোগ্য নায়েম, পূর্বপাকিস্তানের অন্যতম অভিজ্ঞ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইউনানী চিকিৎসক ত্রিপুরা নিবাসী হাকীম খুরশীদুল-ইছ্‌লাম দুরন্ত কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বিগত ১৭ই মে তারীখে ৭ জন কন্যা ও পুত্র ও স্ত্রীকে অসহায়ভাবে ফেলিয়া রাখিয়া অনন্তের যাত্রী হইয়াছেন—ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে-উন। মরহুমের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হইলেও আমরা বিশ্বস্ত লোকদের মুখে তাঁহার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা শ্রবন করিয়াছি, একমাত্র তাঁহার কঠোর শ্রম ও কর্মকুশলতার ফলেই নাকি ঢাকার বিখ্যাত তিব্বিয়া কলেজ পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। এরূপ বিশেষজ্ঞ ইউনানী চিকিৎসকের আকস্মিক মৃত্যু সত্যই শোকাবহ। আমরা মরহুমের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। আশাকরি, আঞ্জুমানে আতিব্বা তাঁহাদের সুযোগ্য সহকর্মীর কথা শীঘ্র ভুলিয়া যাইবেননা, এবং তাঁহার অভাবে তাঁহার আরব্ধ কার্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেনা। বিশেষতঃ তাঁহার অসহায় পরিবারবর্গের প্রতি যথোচিত কর্তব্য পালন করিতে ও তাঁহারা ত্রুটি করিবেননা।

তর্জুমানের নূতন সাথী,

তর্জুমানের নূতন সথী হইলেও সাংবাদিক মহ্‌ফিলে মওলবী ফযলুলহক সেলবর্সী অপেক্ষা প্রবীন লেখক এবং সাহিত্য-মজ্‌লিছে তাঁহার চাইতে পুরাতন সাহিত্যরথী পূর্ব পাকিস্তানে বড়বেশী নাই। তর্জুমা-নুলহাদীছের সম্পাদক বিভাগে এই সুযোগ্য সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের সাহচর্য আমাদের পক্ষে বাস্তবিকই উৎসাহ ও আনন্দের কারণ হইয়াছে। তর্জুমানের বর্তমান সংখায় তাঁহার একটি মাত্র রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশলাভ করিয়াছে। আশাকরা যায়, তাঁহার সাহায্য ও সাহচর্যের ফলে তর্জুমানের প্রকাশনা সম্পর্কিত সমস্যাগুলির আংশিক সমাধান হইয়া যাইবে। আমরা আমাদের নূতন সহকর্মীকে 'খুশ্‌ আমদেদ' জানাইতেছি।

রাজনীতির ঘুর্ণিবাত্যা ঃ

ওযীরে আযম জনাব সহ্‌রাওয়ার্দী যে মন্ত্র বলে পাকিস্তানের মন আংশিকভাবে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রনীতির পক্ষে তাহা কি পরিমাণ ফলদায়ক হইয়াছে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না-হইয়াও রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থা অনুসারে তাঁহার সেই বৈদেশিক নীতিকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পোষ্য ও দোসররাই তাঁহার বৈদেশিক মন্ত্রের সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্রোহী হইয়া উঠায় আওয়ামী লীগ সরকার এক অভিনব সংকটের সম্মুখীন হইয়া পড়েন। এই সংকট আবার এক রাজ-নৈতিক ঘুর্ণিবাত্যার সূচনা করিয়াছে। জনাব সহ্‌রাও-য়ার্দী ভারত বন্ধু জনাব ভাষানীকে বিপুল ভোটাধিক্যে সম্মুখসমরে পরাভূত করিয়াছেন। ইতিপূর্বেও ভাষানী তাঁহার ইছলাম ও পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপের জন্য দেশের জনগণের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শহীদ ছাহেবের মোকাবেলায় তাঁহাকে পরাজ-য়ের যে লাঞ্ছনা বরণ করিতে হইয়াছে, তাহা অন্যান্য সমুদয় অবমাননাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও তিনি নাছোড় বান্দা! শহীদ ছাহেবের দলকে পরাস্ত করার জন্য তিনি তাঁহার সর্বপ্রধান শত্রু মরহুম লিয়াকত আলী খান শহীদের স্তুতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেননাই, বরং অধিকন্তুভাবে পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শের সহিত গোড়াগোড়ি হইতেই যাহাদেব বিরোধ রহিয়াছে, তাহাদের সমবায়ে নূতন দল গঠন করার ফিকিরে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। পক্ষান্তরে আসন্ন-নির্বাচন দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়া সিংহাসন দখল করার উদ্ভ্রান্ত বাসনায় মুছলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নিযামে-ইছলাম, জামাআতে ইছলামী প্রভৃতি দলগুলিও কোমর বাঁধিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নির্বা-চনের ফলাফল স্বরূপ প্রভুত্বের শিকা যে কাহার ভাগ্যে ছিঁড়িবে, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য যে, রাজনৈতিক দলাদলির এই ঘুর্ণিবাত্যায় জনগণ একান্তই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। সব দলেরই রুই কাতলা হইতে আরম্ভ করিয়া পুটি ও চিংড়ির দোকানে পর্যন্ত তাহারা ভিড় পাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সকলেই হতভাগ্য সমাজকে উদ্ধার করার পবিত্র মন্ত্র পরিবেশন করিয়া বেড়াইতেছে কিন্তু সবদিক দেখিয়া মনে হয়, সহ্‌রাওয়ার্দী হউন, ভাষানী হউন অথবা যে কোন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতিষ্ঠানের নেতাই হউন না কেন, জনগণের মনকে দখল করা কাহারও পক্ষেই আর সহজসাধ্য হইবে না, বুলি ও ধ্বনির পরিবর্তে চরিত্র ও কর্মের দ্বারা জনসাধারণ যতই তাহাদের নেতৃবৃন্দকে পরীক্ষা করিতে শিখিবে, ততই পাকিস্তানের শান্তি ও মঙ্গল নিশ্চিত ও নিকটতর হইয়া উঠিবে।

মাঁয় ভুখা হুঁ!

দলাদলি ও প্রতিযোগিতার আসর যতই সংগরম হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্ব-পাকিস্তানের খাদ্যসমস্যা ততোধিক সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হইতেছে। আমরা জনাব সহ্‌রাওয়ার্দীর বৈদেশিক নীতির দায়ে ঠেকিয়া সমর্থন করিলেও তাঁহার স্বরাষ্ট্র নীতিকে কোনক্রমেই সমর্থন জানাইতে পারিতেছিনা। স্বদেশে বিদেশে ধুমধাম, কথা কাটাকাটি ও তর্কবিতর্কে অনেক স্থলে জয়লাভ করিলেও কাশ্মীর সমস্যা, পানি সমস্যা, কারেন্সী সমস্যা, মোহাজের সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ের কোন একটিরও তিনি বা তাঁহার সরকার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারেন নাই। তিনি পাকিস্তানের রাজধানীতে সম্প্রতি এই খোশখবরী পরিবেশন করিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যশস্যের মূল্য নাকি দ্রুতগতিতে নামিয়া যাইতেছে। "খোশ খবরীর ঝুট ও ভাল," জনাব সহ্‌রাওয়ার্দী যদি এই প্রবাদ বাক্যের বাস্তবতা প্রতিপন্ন করার জন্য এরূপ অসত্য কথা প্রচার করিয়া থাকেন, তবে তজ্জন্য আমরা তাঁর দোষ ধরিব না, কিন্তু সম্প্রতি দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী ও ময়মনসিংহের নানা স্থান পর্যটন করিয়া আমরা ব্যক্তিগতভাবে এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করিয়াছি যে, দেশের নানাস্থানে পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দ অনাহারে, অর্ধাহারে এবং অখাদ্য ভোজন করিয়া জীবনপাত করিতেছে। মুষ্টিমেয় স্থান ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবারে খাদ্যশস্য পর্যাপ্ত পরিমাণেই জন্মিয়াছিল, এই খাদ্য সম্ভার কেন, কোথায়, কিভাবে উধাও হইয়া গেল পাক সরকার তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন কৈ? দুর্নীতি দমনের জন্য শত প্রকার আড়ম্বর প্রদর্শন করা সত্ত্বেও ঘুষ ও কালোবাজারীর মাত্রা দৈনন্দিনভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে কেন? দেশকে ভুখা মারিয়া কেবল রাজনীতির বুলী কপচাইয়া আর বিলাস ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার স্রোতে দেহমন ভাসাইয়া দিয়া আমাদের সরকার পাকিস্তানকে রক্ষা করার দুঃস্বপ্নে বিভোর হইয়া আছেন। প্রলয় উষার আবির্ভাব ব্যতীত তাঁহাদের এই দুঃস্বপ্ন কি টুটিবে না?

[২৬৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ]

অবগত নই। ঈমানকে সঠিক ও সুদৃঢ় করার জন্য এই অমূল্য পুস্তক প্রত্যেক নরনারীর জীবন-দিশারী হওয়া উচিত। গ্রন্থের রচয়িতা ভুবন-বিখ্যাত মনীষী শহীদ ফি-ছবীলিল্লাহ আল্লামা ইছমাঈল শহীদ দেহ্‌লভীর পাণ্ডিত্য ও ইছ্‌লামের জন্য আত্মত্যাগের পরিচয় দেওয়া সূর্যকে বাতি দেখাইবার মতই। শির্ক ও বিদআতের কুহেলিকা ছিন্ন করার পক্ষে শতাব্দীকাল পূর্বের ন্যায় আজও এই গ্রন্থ তুল্যভাবে অব্যর্থ। মূল গ্রন্থে যে সকল আয়ত ও হাদীছ উধৃত হইয়াছিল, এই সংস্করণে সেগুলির উল্লেখ অর্থাৎ আয়তের নম্বর ও হাদীছ গ্রন্থের অধ্যায় ইত্যাদি চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান: মক্‌তাবায়ে-ছলফীয়া, শিশমহল রোড, লাহোর।

আহ্‌লেহাদীছ কা মযহব

اهل حديث كا مذهب : تاليف شيخ الملت والدين علامة ثناء الله امرتسرى رح

ক্রাউন ১/১৬ সাইজ, কাগজ ও ছাপা সুন্দর, মূল্য ৷৵০ বার আনা! শায়খুল মিল্লতে ওয়াদ্দীন মওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) বহুকাল পূর্বে আহ্‌লেহাদীছ মতবাদ ও তাঁহাদের পরিগৃহীত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারিক মছআলাগুলির অকাট্য প্রমাণাদি সংক্ষিপ্ত ভাবে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া যে প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। অনেকদিন পর্যন্ত দুর্লভ থাকার পর তাহা পশ্চিমপাক জময়তে-আহ্‌লেহাদীছের তত্ত্বাবধানে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যে-সকল বিষয়ের অবতারণ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি: তওহীদ, রিছালৎ, বুযর্গানে দ্বীনের তাছিলা, ইলমেগয়েব, উরছ, মওলুদ, পীরদের মানসিক, তক্‌লীদ, ইমামের পিছনে ছুরত-ফাতিহা পাঠ, রফ্‌এ-ইয়াদায়েন, উচ্চৈঃস্বরে আমীন, বুকে হাত বাঁধা, ইহুতিয়াতী-যোহর, এক বৈঠকে তিন তালাক, তারাবীহ, আহ্‌লেহাদীছ মতবাদের গোড়া ইত্যাদি। উর্দু ভাষায় যাহারা মোটামুটি জ্ঞান রাখেন, তাঁহারাও উপকৃত হইতে পারিবেন। প্রাপ্তিস্থান, মক্‌তাবায় ছলফীয়া, শিশমহল রোড, লাহোর, পাক-পাঞ্জাব।

www.ahlehadeethbd.org